বিজ্ঞাপন।

একণে এদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম দ্বারা যে কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে বোধ হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। নিত্যানন্দ এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা। তিনি গৌরাঙ্গের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। সার্দ্ধ ত্রি শতাব্দী অতীত হইল এই ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। ইহার যত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে ততই দেশের অনিষ্ট ঘটিতেছে; তাহার কারণ এই অধিকাংশ ইন্দ্রিয়পরায়ণ অলস ও সমাজচ্যুত ব্যক্তিরাই আপন আপন বাসনা চরিতার্থের নিমিত্ত ইহার আশ্রয় লইতে অগ্রসর হয়। তাহারা "পরিশ্রম করা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম" এই বলিয়া তাহাতে পরাঙ্মুখ হয় এবং ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভিক্ষার দ্বারা অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় বলিয়া তাদের অন্নচিন্তা থাকে না, সুতরাং কিসে সকলের নিকট সমাদৃত হইব, কিসে তাহাদের কুল দূষণ করিব এবং কি রূপেই বা তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া আপন মনোরথ সিদ্ধ করিব এই চিন্তায় সতত রত থাকে। এবং মূর্খ, ভীরু ও কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগকে ভুলাইয়া অভিলাষ পূর্ণ করে।

এই রূপ ও অন্য রূপ নানা প্রকার অনিষ্ট দেখিয়া আমি বহুকালাবধি মনে করিয়াছিলাম এই ধর্ম্মের আমূল বৃত্তান্ত ও ইহা দ্বারা কতদূর অনিষ্ট ঘটিয়াছে তৎসমুদায় লিখিয়া প্রচার করিব। কিন্তু এত দিন অবকাশ না থাকায় তদ্বিষয়ে নিরস্ত ছিলাম। এক্ষণে সমুদায় সঙ্কলন করিয়া ও "পাষণ্ডদলন" নাম দিয়া এই পুস্তক প্রচারিত করিতেছি, ইহাতে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের জীবনচরিত, নিত্যানন্দ প্রণীত ধর্ম্ম ও তাহা এক্ষণে কত প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে এই সমুদায় বর্ণিত আছে। পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে যত দূর সাধ্য পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছি কিন্তু তত দূর ফল লাভ করিয়াছি কি না বলিতে পারি না। এক্ষণে পাঠক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই তাঁহারা যেন কিঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করেন; তাহা হইলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুত প্রতাপনারায়ণ কবিরাজ ইহার অধিকাংশই রচনা করিয়া দিয়াছেন ও আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়াছেন। তাঁহার তাদৃশ সাহায্য না পাইলে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

শ্রী রামলাল শর্ম্মা

পাষণ্ড দলন।

গ্রন্থারম্ভ।

পূর্ব্বকালে নবদ্বীপ নগরে জগন্নাথ মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও দয়াবান্ ছিলেন। তাঁহার শচী নাম্নী পরমরূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যা ছিল। কালক্রমে শচীদেবী গর্ভবতী হইয়া শুভদিনে শুভলগ্নে এক পুত্র প্রসবিলেন; যাহার রূপে সূতিকাগৃহবাসিনী কামিনীরা হঠাৎ বোধ করিলেন যেন সাক্ষাৎ চন্দ্রমা অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া মঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে শচী দেবী পুত্রমুখারবিন্দ অবলোকনে যৎপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়া পুত্রের মুখচন্দ্রে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মিশ্র মহাশয়ও সূতিকাগৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া সস্পৃহ নয়নে নিরীক্ষণ করত পরমাহ্লাদিত হইয়া যত বার দেখেন, অভিনব বোধ হয়। তখন বিস্ময়বিকশিত নয়নে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব বিলক্ষণ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন। কিন্তু সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। সামান্যতঃ পুত্র জন্মিলে মনুষ্যমাত্রে যেরূপ আনন্দ উৎসব করিয়া থাকেন তাহাই করিলেন। দশম দিবসে তাঁহা-

ও দীন দরিদ্রকে যথাসাধ্য দান করিয়া পুত্রের নাম বিশ্বম্ভর রাখিলেন; কিন্তু নিম্ব বৃক্ষতলে শয়ন করাইয়া রাখিতেন এই নিমিত্ত নিমাই ও তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন এজন্য গৌরাঙ্গ এই দুই নামে বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে শুভদিনে শুভলগ্নে বিদ্যারম্ভ হইল। ক্রমে বেদ বিধানানুসারে চূড়াকরণ যজ্ঞোপবীতাদি সমুদায় সংস্কার করিয়া এক জন বেদবিশারদ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক নিকটে অধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। গৌরাঙ্গের অলৌকিক বুদ্ধি কৌশল ও নিপুণতা দর্শনে অধ্যাপক আহ্লাদিত ও প্রোৎসাহিত হইয়া যথোচিত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনিও ক্রীড়া কৌতুকে আসক্ত না হইয়া একান্ত চিত্তে অভিনিবেশ পূর্ব্বক ক্রমে সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন. বিশেষত বেদ বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রে অধিকতর পারদর্শী হইলেন। ঐ সময়ে সহাধ্যায়ী শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত তাঁহার একত্র বাস ও একত্র বিদ্যাভ্যাস প্রযুক্ত অকৃত্রিম প্রণয় ও অকপট সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল, কিন্তু শ্রীবাস গৌরাঙ্গের অলৌকিক রূপ লাবণ্য ও অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি দর্শনে বয়স্য ভাবে না ভাবিয়া ভক্তের ন্যায় ভক্তি করিতেন; উভয়ের ক্ষণমাত্র বিরহ হইলে চিরবিরহিতের ন্যায় ব্যাকুলিত হইতেন। অনন্তর পাঠদশায় বাল্যকাল অতিবাহিত হইলে যৌবনপ্রারম্ভে গৌরাঙ্গচন্দ্র মনোরম শ্রী ধারণ করিলেন; বাহুদ্বয় বিশাল, উরঃস্থল বিস্তীর্ণ, জঘন প্রদেশ ক্ষীণ, উরুযুগল সুগঠিত এবং স্বর গম্ভীর হইল; অল্প অল্প শ্মশ্রুরাজি উদ্গত হওয়াতে সক-

লঙ্ক শশধরের ন্যায় মুখমণ্ডলের শোভা হইল। সেই অলৌকিক মূর্ত্তি একবার যাহার নেত্রপথ দিয়া হৃদয়মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে চিত্তবেদিকায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিনেত্রে সতত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে। অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি, অলৌকিক রূপ লাবণ্য ও অসাধারণ দয়া দাক্ষিণ্য দেখিয়া সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেবানুগৃহীত অসামান্য ব্যক্তি বোধ করিয়াছিল; কেহবা নিশ্চয় করিয়াছিল ইনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের অবতার, নতুবা এতাদৃশ অসাধারণ ধীশক্তি ও অলৌকিক রূপ লাবণ্য মনুষ্যের কখনই সম্ভবে না। ফলতঃ তিনি যেরূপ অসামান্য গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে সাধারণ লোকের এতাদৃশ বিবেচনা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। কিয়দ্দিন পরে পাঠ সমাপ্ত হইলে গৌরাঙ্গচন্দ্র অধ্যাপকের নিকট পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া কহিলেন মহাশয়! আপনি যে প্রকার শ্রম স্বীকার ও স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার এক মাত্র দক্ষিণা ঐ পদারবিন্দে চিরবিক্রীত হওয়া ব্যতীত আর এমন কিছুই দেখিতেছি না যে যদ্দ্বারা আপনাকে পরিতুষ্ট করিতে পারি; সুতরাং সাতিশয় দুঃখিত আছি। আচার্য্য ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন বৎস! তোমাকে অধ্যয়ন করাইয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি ও মানবমণ্ডলিতে সমাদৃত ও পূজিত হইয়াছি, তদপেক্ষা গুরুতর সৎকার এবং চরিতার্থতার বিষয় আর কি হইতে পারে? এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি পরমেশ্বর তোমাকে চিরকাল পরম পবিত্র ধর্ম্মরূপ অমূল্য রত্ন বিতরণ করুন। এই প্রকার অনেক

কথোপকথনের পর গৌরাঙ্গচন্দ্র আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া পরমানন্দে বাটী গমন করিলেন এবং পিতাকে প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন পিতঃ! অদ্য আমার অধ্যয়ন সমাপন হইল; আচার্য্য বিদায় দিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র মিশ্রদেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং করপ্রসারণ পূর্ব্বক পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহসঙ্কলিত মধুর বচনে কহিলেন বৎস! তুমি পুত্রভাবে জন্ম গ্রহণ করাতেই আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি, তাহাতে আবার সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও নানা শাস্ত্রে বিভূষিত হইয়াছ, এ যে আমার কত যে ভাগ্যের বিষয় বলিতে পারি না; বুঝিলাম গুরুজনের ও জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশি সঞ্চিত ছিল; নতুবা এতাদৃশ সুপুত্র লাভের সম্ভাবনা কি? এই কথা বলিয়া অন্তঃপুরে যাইবার অনুমতি করিলেন। গৌরাঙ্গ চন্দ্র জননীর নিকট গমন করিয়া পাঠ সমাপ্তির বিষয় নিবেদন করিলেন। পুত্রবৎসলা শচীদেবী হর্ষোৎফুল্লচিত্তে প্রণত পুত্রকে ক্রোড়ে বসাইয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন বাছা! তুমি সুশীল, শান্ত, ধর্ম্মিষ্ঠ ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইয়াছ বলিয়া যে কতদূর পর্য্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি, বলিতে পারি না; পরমেশ্বর যেন তোমাকে দীর্ঘজীবী করেন। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগল আনন্দনীরে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি অন্তঃপুরবাসিনী অন্যান্য কামিনীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর যেন গৌরাঙ্গ আমার চিরজীবী হয়। আমার যে প্রকার অদৃষ্ট, তাহাতে সর্ব্বদাই মনে অনিষ্ট আশঙ্কা হয়।

অনন্তর গৌরাঙ্গচন্দ্র স্নান ভোজনান্তে পরম প্রীতিপাত্র শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে গমন করিয়া নানা প্রসঙ্গে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া দিবাভাগ যাপন করিলেন; প্রদোষ কাল সমাগত হইলে আপন আলয়ে আগমন করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলেন এবং আহারান্তে পরমসুখে নিদ্রা গেলেন। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিহিত প্রাভাতিক কৃত্য সম্পাদন করিয়া শ্রীবাসের আবাসে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নগর পরিভ্রমণ মানসে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন এক রত্নাসনভূষিত সভামণ্ডপে নবদ্বীপস্থ সমস্ত অধ্যাপকগণ একত্রে বসিয়া নানা প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিচার করিতেছেন। তদ্দর্শনে ধর্ম্মানুরাগী গৌরাঙ্গচন্দ্র আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া সভাস্থ হইলেন। সভাপতি ও অধ্যাপক মহাশয়েরা যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে প্রতিপক্ষ করিয়া বিচার আরম্ভ হইল। ক্রমে তাঁহার বিদ্যার আতিশয্য দেখিয়া সভা মহোদয়েরা পরাস্ত করিবার মানসে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া গৌরাঙ্গের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন, কিন্তু অভিলষিত ফল কোন ক্রমেই প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না; তাঁহার সিদ্ধবিদ্যাপ্রভা প্রভাকরের আভার ন্যায় প্রতিপক্ষ পক্ষের হৃদয়-আকাশে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন সকলে অকপট চিত্তে পরাজয় স্বীকার করিয়া কহিলেন মহাশয়! আপনি যেরূপ বিদ্বান্ ও সদ্গুণসম্পন্ন, বোধ হইতেছে যেন সরস্বতী দেবী

অনন্যরাগিণী হইয়া আপনার হৃদয়মন্দিরে নিরন্তর বিরাজমান আছেন এবং আপনার সহবাসজনিত পরম সুখ অনুভব করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিয়াছেন।

গৌরাঙ্গচন্দ্র সভাসদ্ মহাশয়দিগকে সমুচিত সম্ভাষণের দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্রমশ তাহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় গৌড় দেশের সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল; এবং তিনি যে এক জন অসাধারণ ব্যক্তি তাহাও সকলে জানিতে পারিল। এইরূপে কিছুদিন কখন শাস্ত্রালোচনায়, কখন পরমেশ্বরের উপাসনায়, কখন সাধুদিগের সহিত সদালাপে, কখন প্রীতিপাত্র শ্রীবাসের সহিত নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিলেন। তিনি যেরূপ লোকের নিকট ভদ্রতা ও সুশীলতা প্রকাশ করিতেন, তাঁহার অন্তঃকরণও তদনুরূপ ছিল; ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি জঘন্য মনোবৃত্তি সকল তাঁহার অন্তঃকরণে কখনই স্থান পায় নাই; সর্ব্বাংশেই প্রশংসার ভাজন হইয়া জনসমাজে বিশেষ রূপ সমাদৃত ও পূজিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার জনক জগন্নাথ মিশ্র মহাশয় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পতিপরায়ণা শচী দেবী পতিবিয়োগে দুঃসহ শোকে আচ্ছন্ন হইয়া নিতান্ত অধীরা হইলেন। ভূতলে পতিত হইয়া এক বার উচ্চৈস্বরে রোদন করেন আবার রোদন করিতে করিতে চেতনাশূন্যা হইয়া পড়েন। কখন প্রাণপতির মৃত দেহে পড়িয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহেন হে প্রাণেশ্বর! তোমার ক্ষণমাত্র অদর্শনে যাহার মন কত সন্দেহের আবাস হইয়া আন্দোলিত হইত;

যে অধীনী দিন যামিনী কেবল তোমারই সেবা শুশ্রূষাতে যাপন করিয়া শরীরের সাফল্য জ্ঞান করিত; তোমার হস্তে সমর্পিত হইয়া অবধি একাল পর্য্যন্ত দুঃখের বার্ত্তাও কখন যার শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই এবং তুমি যাহাকে সর্ব্বদা প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে নিরীক্ষণ ও মধুরভাষে সম্ভাষণ করিতে; যার কাল্পনিক বিরস বদন দেখিলেও তুমি সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া কারণানুসন্ধান করিতে, অদ্য সেই প্রেয়সী সেবিকার এরূপ দুর্দ্দশাতেও কেন তোমার দয়ার সঞ্চার হইতেছে না? হে নাথ! কি অপরাধে এরূপ বিড়ম্বনা করিতেছেন, না হয় তাহাই বলিয়া নিরস্ত হউন; হে নির্নিমেষ নয়নযুগল! তুমি একবার পলক সঞ্চালন করিয়া আমার অন্তঃকরণে আশালতার বীজ বপন কর; হে শ্রবণেন্দ্রিয়! তুমি একবার দুঃখিনীর দুঃখ বার্ত্তা শ্রবণ করিলেও দুঃখের অনেক অবসান হইত; হে চন্দ্রানন! একবার বচনামৃত বিতরণে পরিতৃপ্ত কর; হে কোমলকর! না হয় একবার সরল হইয়া তাপিতাঙ্গ স্পর্শ করিয়া শীতল কর! এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বিগলিত কেশ, শিরে রুধিরচিহ্ন, নয়নযুগলে জলধারা এবং ধূলায় সর্ব্বাঙ্গ ধূসরিত হইল।

গৌরাঙ্গচন্দ্র উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন যে সকলকে বিধাতার অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে যাইতে হইবে; কেহ তাহা অতিক্রম করিতে পারিবে না; তাঁহার হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই; যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে। অতএব অতীত বিষয়ের অনুশোচনা করায় কোন ফল নাই, কেবল কাপুরুষতা

ও অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় এবং বন্ধুগণের শোক মোহাদিতে আচ্ছন্ন হওয়া প্রেত ব্যক্তির স্বর্গাদির প্রতিবন্ধকতা মাত্র; কিন্তু মায়ার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তিনি এইরূপ জানিয়া শুনিয়াও পিতৃশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া অনেক বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলেন; পরে তিনি শোক সম্বরণ করিয়া পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সমাপন করিলেন এবং শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুসারে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া গয়াধামে গমন করিলেন। তথায় পিতার মুক্তি উদ্দেশে বিষ্ণুপদারবিন্দে পিণ্ড প্রদান করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইতেছেন এমন সময়ে মহাত্মা নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল; উভয়ে উভয়ের মনোহর তেজস্বি মূর্ত্তি সন্দর্শনে চমৎকৃত ও মোহিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন; পরিশেষে নিত্যানন্দ আপন অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন; গৌরাঙ্গচন্দ্র প্রতি নমস্কার করিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন হে ভ্রাতঃ! তুমি এক নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তি; তোমার নাম ধাম জাতি কুল কিছুই জ্ঞাত নহি; কখন যে তুমি আমার নেত্রপথের পান্থ হইয়াছ, ইহাও বোধ হইতেছে না; তথাপি চিরপরিচিত পরম সুহৃদের পুনঃ সমাগমে হৃদয়কন্দর যেরূপ আনন্দনীরে উচ্ছলিত হয়; অদ্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তদপেক্ষা অধিকতর অনির্ব্বচনীয় যে আনন্দ অনুভব করিতেছি তাহা বলিতে পারি না। আর মনে মনে কতইবা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে বলিতে পারি না; অতএব বোধ হয় তুমি

কোন মহাপুরুষ হইবে, নতুবা দেখিবামাত্র আমার মন এরূপ আর্দ্র হইতেছে কেন; যাহা হউক সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া আমার কৌতুকাবিষ্ট চিত্তকে পরিতুষ্ট কর। নিত্যানন্দচন্দ্র বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনীত বচনে কহিলেন ভগবন্! মহাত্মাদিগের হৃদয় সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট; তাঁহারা স্বভাবতঃই সকলকে আপনার মত মহৎ বলিয়া বোধ করেন। তজ্জন্যই মহাশয়ের এরূপ বিবেচনা হইতেছে; কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তিরা কোন ক্রমেই মহত্ত্বের অধিকারি হইতে পারে না; তবে যে এই সন্যাস আশ্রম আশ্রয় করিয়াছি, তাহার আদিম বৃত্তান্ত নিবেদন করি, অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন। বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন অম্বিকার নিকট একচক্রা নামক এক খানি গ্রাম আছে; তথায় হারাই পণ্ডিত নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পদ্মাবতী নাম্নী পত্নী ছিল। আমি তাঁহাদিগের এক মাত্র পুত্র; আমার নাম নিত্যানন্দ। আমার পিতা পরম ধার্ম্মিক ও দয়াবান্ ছিলেন; জিতেন্দ্রিয়তা ধৃতি ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার বশবর্ত্তী ছিল; তিনি অভ্যাগত অতিথিদিগের প্রতি এরূপ অনুরক্ত ছিলেন যে তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা ও আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রাণ পণে যত্ন করিতেন; কোন ক্রমেই ত্রুটি করিতেন না। তিনি এরূপ বদান্য ছিলেন যে যাচ্ঞা করিলে কিছুই অদেয় ছিল না; নিতান্ত অদেয় হইলেও, তাহা প্রদান করিতে কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহার এই রূপ দিগ্ব্যাপিনী কীর্ত্তিলতিকার কুসুমসৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইলে, একদা এক সন্ন্যাসী পিতার নিকটে

আগমন করিয়া তাঁহার মায়াতীত গুণ পরীক্ষার নিমিত্তই কিম্বা আমার সৌভাগ্যবশতই অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, পিতাকে কহিলেন চির কালের নিমিত্ত আশা ও মায়া পরিত্যাগ করিয়া তোমার এই সুকুমার সন্তানটীকে আমার হস্তে সমর্পণ করিলে আমি সন্তুষ্ট হই। পিতা যে পুত্র জন্মিবামাত্রেই এককালে আনন্দমদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দীন দরিদ্রকে বহুসংখ্যক সঞ্চিত ধন বিতরণ করিয়াছিলেন; যাহার প্রতিপালনের নিমিত্ত কত যত্ন, কত পরিশ্রম ও কতইবা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং উত্তম উত্তম উপাদেয় দ্রব্য দেখিলেই তৎক্ষণাৎ যাহার নিমিত্ত আনয়ন করিতেন; যাহাকে সর্ব্বদা বিবিধ পবিত্র বসন ভূষণ দ্বারা সুসজ্জিত রাখিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেন এবং যাহার শারীরিক কিঞ্চিৎ অসুস্থতাসূচক কথা শুনিলে এই জগমণ্ডল একবারে অন্ধ-কারময় দেখিতেন; আমি তাঁহার প্রাণাধিক এক মাত্র পুত্র। পিতা সন্ন্যাসীর এই রূপ প্রার্থনা শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্র বিষণ্ণ বা ব্যাকুল হইলেন না, বরং ঈষদ্ধাস্য করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মাতাও সেই মহানুভব জনক মহাশয়ের উপদেশ ক্রমে মায়াদিকে এরূপ বশীভূত করিয়াছিলেন যে তিনি স্ত্রীজাতি হইয়াও জন্মের মত পুত্র বিদায়ের কথায় রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট না হইয়া তৎক্ষণাৎ পিতার সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রসন্নচিত্তে আমাকে বিদায় দিলেন। তৎকালে আমার অল্প বয়স ও অপরিণত জ্ঞান; সুতরাং মায়াতে আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাদিগের সেই বিস্ময়কর

সাধু ব্যবহারকেও নিতান্ত কদর্য্য বোধ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। কিন্তু পরক্ষণেই জগদীশ্বরের অনুকম্পায় বিবেচনা শক্তি আসিয়া আমার হৃদয়কে আশ্রয় করিল। তখন নিশ্চিত বুঝিতে পারিলাম যে পিতা মাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করা পুত্রদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে জনক জননী যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে অন্য আচরণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। যেহেতু আমাকে আজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে এবং তাঁহাদিগেরও নিষ্কলঙ্ক যশঃশশধর এককালে প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন রূপ বিধুন্তুদ কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইবে; তাহা হইলে আমার জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। এইরূপ মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্ট ও অবিকম্প চিত্তে পিতা মাতার অনুমতি প্রতিপালনে অগ্রসর হইলাম। তাঁহারা আমার এপ্রকার ব্যবহার দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ পুরঃসর সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

যোগিবর জনক জননীকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং আমাকে যোগিবেশ ধারণ করাইয়া অপরিসীম স্নেহ পূর্ব্বক প্রতিবিম্বের ন্যায় সমভিব্যাহারে করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে আমার অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়ে ধর্ম্মনীতি রূপ দীপমালা প্রদান করিতেন; কখন ধর্ম্মশাস্ত্র, কখন যোগশাস্ত্র, কখন বা অন্যান্য তর্কশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া আমার জ্ঞানালোক বৃদ্ধি করি-

তেম ; তিনি পরিণামবিরস বিষয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া চির-কাল পবিত্র সুখ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমা-কেও সেই সকল বিষয়ের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে আমার মন হইতে সংসারমায়া একবারেই তিরোহিত হইল। পিতা, মাতা, ভগিনী ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবকে একবারে বিস্মৃত হইয়া গেলাম এবং সেই মহাত্মার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে দক্ষিণ তীর্থ পাণ্ডবপুর নামক স্থানে মহর্ষি মানবদেহ পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি তাঁহার উপদেশের অনুগামী হইয়া একাকী তীর্থ পর্য্যটন ও পরমার্থ চিন্তনে কালক্ষেপ করিতেছি ; অদ্য পরম সৌভাগ্যবশত আপ-নাকে দর্শন করিয়া আমার পরিতপ্ত হৃদয় শীতল হইল। এই কথা বলিয়া নিত্যানন্দচন্দ্র গৌরাঙ্গের আত্মবৃত্তান্ত শ্রবণোন্মুখ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। গৌরাঙ্গচন্দ্র তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া আনুপূর্ব্বিক পরিচয় দিলে তিনি প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত বলিলেন হে মহাশয়! এক্ষণে আপনকার সহবাসী হইয়া থাকিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে ; কৃপাবলোকন পূর্ব্বক অনুমতি হইলে অনুসরণ করি। এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র সাতিশয় আহ্লাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন তোমার এই অভিলাষ আমার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ-কর এবং আমি তোমার সহিত সৌহার্দ্দশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া চির-কাল একত্র বাস করিতে নিতান্ত অভিলাষী। তুমি কিয়দ্দিন পরে নবদ্বীপ ধামে শ্রীবাস পণ্ডিতের আবাসে উত্তীর্ণ হইও.

তাহা হইলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। দেখিও যেন দুঃখ দিয়া বিস্মৃত হইও না। এই কথা বলিয়া তথা হইতে ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

বাটীতে পৌঁছিলে অনতিবিলম্বে শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী পরম রূপবতী এক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। তিনি এ বিষয়ে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন, কেবল মাতার অনুরোধেই অগত্যা তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল; যাহা হউক তদবধি তিনি বিশুদ্ধ সাংসারিক পথের পান্থ হইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সুপাত্রে দান, অতিথিসৎকার ও যাত্রা মহোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপে নিতান্ত অনুরাগী হইলেন। গৃহকার্য্য সম্পাদনানন্তর দিবাবসানে প্রিয়পাত্র শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনে উপস্থিত হইয়া এবং সহচর সকলকে লইয়া গীতচ্ছলে হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিতেন; সেই সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে নগরবাসী সৌভাগ্যশালী মানবেরা মোহিত হইয়া সর্ব্বদা তথায় গতায়াত করত শ্রবণেন্দ্রিয় সুশীতল ও আত্মাকে কৃতার্থ করিতেন। কিছু দিন পরে তাঁহার নব প্রেমানুরাগী নিত্যানন্দচন্দ্র তথায় উত্তীর্ণ হইলেন। গৌরাঙ্গচন্দ্র তাঁহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া যথাবিহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন এবং শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের নিকট তাঁহার সবিশেষ পরিচয় দিলেন। তখন সকলে চমৎকৃত হইয়া বিবেচনা করিলেন ইনি কোন ক্রমেই সাধারণ মনুষ্য নহেন; কোন মহাপুরুষ

হইবেন সন্দেহ নাই। এইরূপ মনে করিয়া সকলে গললগ্নী-কৃতবাসে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন এবং প্রেমভরে পুলকিত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে গৌর নিত্যানন্দকে মধ্যস্থিত করিয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে হরিসঙ্কীর্ত্তন করত নৃত্য করিতে লাগিলেন। গৌর নিত্যানন্দের বদন হইতে "হরি" এই অক্ষয় নামটী বিনির্গত না হইতে হইতেই প্রেমসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া নয়নপথ দিয়া নিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন ইন্দ্রিয়সুখ বিষয়বাসনা ও অন্যান্য সাংসারিক ব্যাপার এক বারেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের মুখচন্দ্র হইতে কেবল হরিনাম রূপ অমৃত স্রোত নিঃসৃত হইতে লাগিল। এইরূপ মহামহোৎসবে দিবস বিভাবরী অতিবাহিত হইতে লাগিল।

পর দিন গৌরাঙ্গচন্দ্র নিত্যানন্দকে সমাদর পূর্ব্বক আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। ক্রমে তাঁহার সহিত আন্তরিক প্রীতি ও বিশেষরূপ সৌহার্দ্দ্য হওয়ায় সর্ব্বদা একত্রে বাস, একত্রে অশন ও একত্রে শয়নাদি করিতে লাগিলেন। প্রিয়সখার সহিত এক-বাক্যতা না হইলে কোন কার্য্যই করিতেন না। এইরূপে কিছু দিন সংসারাশ্রমে থাকিয়া এক দিবস একান্তে বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। যেরূপ প্রচণ্ড তপনতাপে পরিতাপিত চাতকগণ নবীন নিবিড় জলদ দর্শনে আহ্লাদিত হয় ও আলোচিত অথচ অসম্ভাবনীয় কোন বিষয় তত্ত্ব সমাজে প্রচার করত উপহাসাস্পদ হইয়া পরে সেই বিষয় সর্ব্ব সাধা-

রণের প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইলে মনুষ্যদিগের যাদৃশ আনন্দ জন্মিয়া থাকে; তিনি তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ লাভ করিয়া কহিলেন, আহা যাহার আগমনেই হৃদয় ঈদৃশ পরিতৃপ্ত হইল, জানি না তন্মতাবলম্বী হইয়া চলিতে পারিলে কত সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারিবে। এই কথা বলিয়া সানন্দ চিত্তে অনুতাপ করিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি অনভিজ্ঞ; যে শাস্ত্রসিন্ধু হইতে অদ্য অনায়াসে বিবেকামৃত প্রাপ্ত হইতেছি, সেই সাগরতীরে একাল পর্য্যন্ত বসিয়া নির্নিমেষ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াছি, তথাপি তাহার কিছু অনুসন্ধান করিতে পারি নাই; লোকে আমাকে পণ্ডিত বলিয়া সমাদর করে; কিন্তু আমি কোন ক্রমেই তাহার অধিকারী নহি; কারণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই যে পণ্ডিত হয় এমন নহে; অধ্যয়ন জ্ঞানের প্রতি কারণ; জ্ঞান কেবল ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত; অতএব যে ব্যক্তি শাস্ত্রালোচনা করিয়া সেই ব্রহ্মোপাসনায় পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে পণ্ডিত অথবা জ্ঞানী বলিতে হইলে মূর্খ কাহাকে বলা যাইতে পারে, বরং তাহাদিগকে অতিমূর্খ বলিলেও অসঙ্গত বোধ হয় না; তাহারা নানা প্রকার জানিয়া শুনিয়া যথার্থ তত্ত্বের অনুসন্ধান বিষয়ে বিশিষ্ট রূপ মনোযোগ করে না, সুতরাং তাহাদিগকে জ্ঞানকৃত অপরাধের ভাগী হইতে হয়। তবে অদ্য যে আমি অবিনশ্বর চিরন্তন সুখের নিকেতন রূপ জ্ঞানফল লাভ করিয়াছি, তাহা শুদ্ধ করুণাময় পরমেশ্বরের অনুকম্পা মাত্র। যাহা হউক, এক্ষণে আর অনিত্য সংস্কারে আবৃত থাকিয়া অস্থায়ী বিষয়সম্ভোগে কাল হরণ করিয়া স্বেচ্ছা

মায়াজালে জড়ীভূত হইবার প্রয়োজন নাই; অবিলম্বেই বেদ বিধানানুসারে দণ্ডগ্রহণ করিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি আত্মা ও মন সমর্পণ করাই বিচারসঙ্গত ও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। মনে মনে এই স্থির করিয়া তাঁহার প্রিয়সখা নিত্যানন্দের নিকট মনোগত কথা ব্যক্ত করিয়া উত্তর প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিত্যানন্দচন্দ্র প্রিয় সুহৃদের অকস্মাৎ বৈরাগ্যোদয় দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন হে মহাশয়! আপনি যেরূপ যুক্তি প্রদান করিয়া মনোগত বিষয় প্রকাশ করিলেন, আমি সেই সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া আপনার মত রক্ষা করিব এরূপ সাধ্য নাই এবং আমার নিষেধবাক্যে আপনি যে অবলম্বিত ব্যবস্থায় হইতে নিবৃত্ত হইবেন এরূপ প্রত্যাশাও করি না; তথাপি আমি আপনার এক জন স্নেহের পাত্র ও অনেক বার আমার কথা রক্ষা করিয়াছেন এই সাহসে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যিনি জঠরে স্থান দান করিয়াছেন; শৈশব কালে স্বকীয় শরীরনিঃসৃত স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা পোষণ এবং পীড়িত হইলে পীড়িতের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন; যিনি দুঃখের সময়ে দুঃখ, বিপদের সময়ে বিপদ ভোগ করেন এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া শুভ সাধনার্থ ও স্বাস্থ্য বিধানার্থ সর্ব্বদা যত্ন প্রকাশ ও ক্লেশ স্বীকার করেন। সেই পরমেশ্বরের স্বরূপা স্নেহময়ী জননী আপনকার বৈরাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া যখন এককালে যার পর নাই পরিতাপিনী

হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বারম্বার নিষেধ করিবেন এবং আপনার পতিপরায়ণা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া যখন সজলনয়নে ও বিষণ্ণবদনে মনোবেদনা ব্যক্ত করত পুনঃ পুনঃ করুণা প্রার্থনা করিবেন; তখন তাঁহাদিগের তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া কি প্রকারে অভিলষিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু হে বিজ্ঞবর মহাশয়! যদি মাতা প্রভৃতি স্বজনদিগকে অপার দুঃখার্ণবে অথবা কালগ্রাসে পতিত করা ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ হয়, তবে তদ্বিষয়ে প্রতিকূলতা করিতে কোন ক্রমেই উৎসুক নহি। ফলতঃ আমার মনে এই এক দৃঢ় সংস্কার জাগরূক রহিয়াছে যে কাহারো অন্তঃকরণে বেদনার সঞ্চার করিয়া যে কোন কর্ম্ম হউক না কেন, করিতে হইলে তাহাতে কখনই অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না। অতএব আপনি যে বিষয়টির কথা বলিতেছেন, যদি তাহা অবলম্বন করেন, শত শত লোকের মনে কষ্ট না দিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না। গৌরাঙ্গ বলিলেন হে সবর্ণ! প্রস্তাবিত বিষয়ের আন্দোলন করিতে উৎসুক নহি। তুমি সদসদ্বিচারক মধ্যে এক জন অগ্রগণ্য; তোমাকে জিজ্ঞাসিলে অভিপ্রেত বিষয়ে সুমন্ত্রণা এবং উৎসাহ প্রাপ্ত হইব, এই বিবেচনায় উপস্থিত করিয়াছিলাম, নতুবা এ কথা উল্লেখ করণের কিছুই প্রয়োজন ছিল না; বুঝিলাম মোহতুল্য প্রভাবশালী কেহই নাই, সময়ানুসারে শরীরী মাত্রেরই হৃদয় অধিকার করিতে পারে। ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিবেক, বিচক্ষণতা প্রভৃতি কেহই তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না,

যেহেতু তবাদৃশ ব্যক্তিকেও মায়ার অধীন হইয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ে অসন্মতি প্রকাশ করিতে হইল।

এই কথা বলিয়া কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, পরে অন্যান্য সদালাপে যামিনীর যামদ্বয় অতিবাহিত হইলে গৌরাঙ্গচন্দ্র শয়নমন্দিরে প্রস্থান করিয়া প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শচীদেবী রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিলেন আমার জীবনসর্ব্বস্ব গৌরাঙ্গচন্দ্র নবদ্বীপ অন্ধকারময় করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এই দুঃস্বপ্ন দর্শনে জাগরিত হইয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন এবং "দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং" এই বাক্য স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে গোবিন্দ স্মরণ করিয়া উঠিলেন। স্বপ্নের পরক্ষণে নিদ্রিত হইলে স্বপ্নফল বিফল হইয়া থাকে এই বলিয়া নিমীলিত নয়নে বহুযত্নের সহিত নিদ্রাকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু সেই চিন্তাকুল হৃদয়ে নিদ্রা কোন ক্রমেই আবির্ভূতা হইল না, তখন নিতান্তই অকল্যাণকর জ্ঞান করিয়া বাষ্পাকুল নয়নে উচ্চৈস্বরে কই আমার গৌরাঙ্গ কোথায়, গৌরাঙ্গ কোথায়, বলিতে বলিতে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার শয়নাগারের দ্বারে উত্তীর্ণ হইলেন। গৌরাঙ্গচন্দ্র সহসা জননীর বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত ও বিস্মিত হইলেন এবং অকস্মাৎ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন মাতঃ! আপনকার এরূপ রোদনের কারণ কি? অতীত শোকানল প্রজ্বলিত হইয়া কি আপনকার হৃদয়কন্দর দগ্ধ করিতেছে? অথবা অন্য কোন দুর্লক্ষণ দর্শন করিয়াছেন কিম্বা অন্য কোন গুরুতর কারণ

হইবে; নতুবা অকস্মাৎ আপনি এরূপ অধীর হইয়া রোদন করিতেছেন কেন? আপনার সজল নয়ন ও ম্লানবদন দেখিয়া আমি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি; ত্বরায় সবিশেষ সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলুন। শচী দেবী অঞ্চল দ্বারা নেত্রজল মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন বৎস! অদ্য কএক দিন হইল দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দন প্রভৃতি নানাবিধ অকল্যাণসূচক লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। অধিকন্তু সম্প্রতি যে এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলাম তাহা মনে করিতে হইলে হৃদয় কম্পিত হইতেছে। বিশ্বরূপ আমাকে যেরূপ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছে; যেন তুমি সেইরূপ প্রতারণা করিয়া সেই পথ অবলম্বন করিয়াছ; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ আমার ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এক্ষণে আমার মানস তুমি শাস্ত্রালোচনাদি নিয়মিত কর্ত্তব্য কার্য্য সকল নিত্যানন্দের সহিত এই নিভৃত গৃহে বসিয়া সম্পাদন করিবে; তোমার অন্য সহচরদিগকে অনুমতি করিব তাহারাও সর্ব্বদা তোমার নিকট গতায়াত করিবে: সাংসারিক কার্য্যাদি স্বেচ্ছাধীন যাহা হয় বাটীতে বসিয়া করিবে আর কিছুই করিতে হইবেক না। আমি নিরন্তর তোমাকে নেত্রগোচর করিয়া রাখিব আর ক্ষণ কালের নিমিত্তেও নিকেতনের বহির্ভূত হইতে দিব না। এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন হা, শ্রেয়স্কর বিষয়ের কি এত বিঘ্ন! সৎপথের কি এত প্রতিবন্ধকতা! ধর্ম্ম কি এমন দুর্লভ! যে ভয়ে আমি এই মন্ত্রণা অতি গোপনে রাখিয়াছিলাম; নিত্যানন্দ

ব্যতীত আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করি নাই এবং কিঞ্চিৎ কাল পরেই যাহা অনায়াসেই সুসিদ্ধ করিতে পারিতাম; তাহাতে অলীক স্বপ্ন এমন প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল যে মনের আশা বুঝি মনেই সম্বরণ করিতে হইল। মনোরথ যে পূর্ণ হইবে তাহাও বোধ হইতেছে না। মাতা আমার এক অশুভ স্বপ্ন দর্শনে যখন ঈদৃশ ব্যাকুল হইয়াছেন, তখন তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া গমন করা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। তবে অগোচরে গমনের যে এক বিবেচনা করিয়াছি তাহাই বা কিরূপে সম্ভবিতে পারে; যে হেতু জননী কহিতেছেন আমি তোমাকে নিরন্তর আপন নিকটে রাখিব।

মনে মনে এইচিন্তা করিয়া কহিলেন-মাতঃ! আমি আপনকার নিতান্ত আজ্ঞাবহ পুত্র, আপনি মনে করিয়া দেখুন আপনকার অনুমতি ব্যতিরেকে অজ্ঞাতসারে কখনই কোন কর্ম্ম করি নাই এবং আপনি যখন যাহা আজ্ঞা করিয়া থাকেন, প্রাণপণে তাহা প্রতিপালন করিতে কোন ক্রমেই ত্রুটি করি না। এক অলীক স্বপ্ন দেখিয়া সে সমুদায় কি বিস্মৃত হইতেছেন? স্বপ্ন নিরবচ্ছিন্ন প্রকুপিত বায়ুর কার্য্য; দিবসে মধ্যে মনে যে সকল বিষয়ের আন্দোলন করা যায়, নিদ্রাবস্থায় সেই সকল সংকল্প মনের উপর দিয়া যাতায়াতেই স্বপ্ন অনুভব হয়। স্বপ্নে যে সকল শুভাশুভ দৃষ্ট হয়, তাহা যে শুভাশুভসূচক তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়; অনভিজ্ঞ কাপুরুষেরাই বলিয়া থাকে শুভাশুভ স্বপ্নে শুভাশুভ ফল হয়। সেই অকিঞ্চিৎকর স্বপ্নের উপর বিশ্বাস করিয়া আপনি কেন ব্যাকুল হইতেছেন? মনুষ্য মাত্রেই

প্রায় সচরাচর সকলেই স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে ; কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কেহই এরূপ বলিতে পারেন না যে স্বপ্নফলে ধন ধান্যাদি নানা ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন ; অথবা রোগ শোক দুঃখাদিতে জড়ীভূত হইয়াছিল। আপনিও অবশ্য আরও কখন স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন, মনে করিয়া দেখুন, তাহাতে কি ফল লাভ করিয়াছেন। তখন শচী দেবী কহিলেন হা বৎস ! স্মরণ হইতেছে এক বার শুভসূচক স্বপ্নে কোন কল্যাণ দেখি নাই এবং এক বার অমঙ্গলসূচক স্বপ্নেও মঙ্গল হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ কহিলেন তবে আর বৃথা বিলাপ করিতেছেন কেন ? পরিতাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শয়নাগারে গমন করুন, রজনী এখনও প্রভাত হয় নাই। তিনি কহিলেন বৎস ! এ যে তোমার অকল্যাণকর, এই নিমিত্ত এক এক বার হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে ; নতুবা স্বপ্ন যে অলীক, তজ্জন্য শুভাশুভ কখনই সম্ভবে না, তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রতীতি জন্মিল। এই কথা বলিয়া গৌরাঙ্গকে শয়নের অনুমতি করিয়া নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন।

গৌরাঙ্গচন্দ্র শয়নমন্দিরে প্রবেশিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন আমার অদ্যই এ স্থান হইতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য ; বিদ্যানন্দের নিকট মনের কথা সমুদয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি ; যদি প্রসঙ্গাদি ক্রমে মাতার নিকট সেই সকল কথা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে মনোরথসিদ্ধির পথ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তিনি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া গমনোদ্যোগ করিতেছিলেন এমন সময়ে প্রভাতের আগমন বার্ত্তা

লইয়া পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে কলরব করিয়া উঠিল। অমনি গৌরাঙ্গচন্দ্র হস্তে প্রমত্ত হইয়া শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক শুভ যাত্রা করিলেন।

অনন্তর কণ্টক নগরের দক্ষিণ প্রান্তরে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দুই জন মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ লগুড় স্কন্ধে করিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। তখন সাতিশয় ভীত হইয়া ইতস্ততঃ নেত্রপাত করত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, দেখিতেছি চতুষ্পার্শ্বে কেবল কণ্টক বন; পথিকদিগেরও গতি বিধি রহিত হইয়াছে; দিবাকর অস্তাচল গমন করিতেছেন; দিক্ সকল অন্ধকারময় হইল; রাজবর্ত্মের শাখা প্রশাখা কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না; এই দুই ব্যক্তির আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে ইহাদের অভিসন্ধি ভাল নয়; আমাকে নষ্ট করাই উহাদের উদ্দেশ্য; কি করি কোথায় যাই; প্রাণ রক্ষারও কোন উপায় দেখিতেছি না। যাহা হউক একণে ভয় প্রদর্শন দ্বারা পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাই; নতুবা আর উপায়ান্তর নাই। এই রূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে দুর্জ্জনেরা সম্মুখবর্ত্তী হইয়া প্রাণ দণ্ড করিতে উদ্যত হইল। তিনি তাহাদিগের ঘূর্ণিত লোচন, গলে রুদ্রাক্ষ মালা, মুখে মদ্যগন্ধ, বদনে রুধিরচিহ্ন, পাষাণের ন্যায় শরীর, কৃতান্তের দ্বারপালের ন্যায় মূর্ত্তি দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন; কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, অরে দুরাত্মারা! নিরস্ত হও; যাহা বলি শ্রবণ কর, আমার প্রাণ বিনষ্ট করা সাধারণ ব্যাপার নহে যে মনে করিলেই হইবে। দেখিতে-

ছিস আমি অল্পবয়স্ক, বিশিষ্ট সন্তান, সঙ্গে রক্ষক নাই, হস্তে অস্ত্র নাই এবং আমার বলবিক্রমও কিছুমাত্র নাই, তথাচ নিঃশঙ্কচিত্তে সন্ধ্যার সময়ে এই জনশূন্য কাননে প্রবিষ্ট হইয়াছি এবং তোদের আক্রমণে কিঞ্চিৎমাত্র ভীত না হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হইতেছি। ইহা দেখিয়া কি তোদের কিছুই বিবেচনা হইতেছে না? আমাকে কি সাধারণ মনুষ্যই বোধ করিয়াছ। রে দুরাচার! কেহ দণ্ড বিধান করিতে পারে না বলিয়া তোদের এত স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইয়া যৎকিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্ত মনুষ্যের প্রাণ বধ করিতে তোদের কিঞ্চিন্মাত্র দয়া হয় না। পরকালের ভয় কি কিছুই রাখিস না। দেখিতেছি পথিকদিগের পক্ষে তোরাই সাক্ষাৎ যম স্বরূপ। এই কথায় দস্যুদ্বয় লগুড় নামাইয়া কহিল; ভাল পশ্চাৎ যাহা হয় করিতেছি, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তুমি কে, কি উদ্দেশে কোথায় গমন করিতেছ? গৌরাঙ্গ কহিলেন আমি যে কেন হই না, দুরাত্মাদিগের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত জগদীশ্বর এই মায়াময় জগন্মণ্ডলে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; আমিও তদ্বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেছি; তোরাই আমার প্রথম লক্ষ্য। কিন্তু সবিশেষ পরিচয় ব্যতিরেক দণ্ড করা বিধেয় নহে; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি তোমরা কে, কি নিমিত্ত এই নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ? যথার্থ করিয়া বল।

এই কথা শুনিয়া তাহারা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল এবং বিস্ময়বিকশিত

নয়নে গৌরাঙ্গচন্দ্রের নিরুপম সৌন্দর্য্যশালিনী মোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহাদিগের পাষাণময় হৃদয়ও প্রীতিরসে দ্রবীভূত হইয়া গেল। অনেক ক্ষণের পর বিনীত বচনে নিবেদন করিল "ভগবন্! বুঝিয়াছি আপনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ। আপনকার নিকট কিছুই অবিদিত নাই; তথাপি আজ্ঞানুযায়ি পরিচয় দিতেছি শ্রবণ করুন। আমরা জগাই মাধাই নামক দুই সহোদর; তন্মধ্যে আমি জগাই ও এই আমার নিকটে মাধাই। উভয়ে বাল্যাবধি পরম সৌহার্দ্দে সর্ব্বদা একত্রে থাকিয়া ইচ্ছামত কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা কাল ক্ষেপন করিতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অসৎ কর্ম্ম ব্যতিরেকে সৎকর্ম্মের দিক্ দিয়াও কখন যাই নাই। বিদ্যালোচনার কথা দূরে থাকুক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারি এমন কোন বিষয়ে মনোযোগী ছিলাম না। সর্ব্বদা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি প্রাণিপুঞ্জের প্রাণ বিনাশ, প্রতিবাসীদিগের সামান্য সামান্য দ্রব্যাদি অপহরণ, বিনা দোষে সকলকে কটূক্তি এবং অন্যান্য বালক বালিকাদিগকে অকারণ প্রহার করাই আমাদিগের প্রধান কর্ম্ম হইল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে এসকল দুষ্কর্ম্ম দেখিয়াও পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা কেহই আমাদিগকে শাসন করিতেন না; বরং অনেকেই প্রশ্রয় দিতেন। পরে যৌবনপ্রারম্ভে অপেয় পান, অগম্যা গমন প্রভৃতি বিবিধ গুরুতর কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হওয়ায় কিছু অর্থের প্রয়োজন হইল; তখন কি করি পিতার সঞ্চিত ধন নাই যে অনায়াসে অপব্যয় করি, সক্ষমতা নাই যে সাহস পূর্ব্বক রাজ-

পুরুষদিগের উপাসনা করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিব; তবে স্বল্প বেতনে চাকরি স্বীকার করা তাহাতেই বা হঠাৎ মন হইবে কেন? তখন কে বিশ্বাস করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করে এবং নিযুক্ত করিলেইবা সেই কিঞ্চিৎ আয় দ্বারা অভিলষিত বিষয়ের কিরূপে ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিবে; সুতরাং অর্থাগমের আর কোন উপায় না দেখিয়া এই স্থানে দস্যুবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে যাহা কিছু পাইতে লাগিলাম, তদ্দ্বারা দ্যূত মদ্য প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। ক্রমে পিতা বার্দ্ধক্যদশায় পতিত হইলে আমাদের উপরে সংসারের ভার পড়িল। তখন কীট পতঙ্গাদির ন্যায় ভুরি ভুরি মনুষ্যের প্রাণ নাশ করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। এরূপ অসদাচরণ করিতে করিতে আমাদের মন এরূপ নিকৃষ্ট ও কলুষিত হইয়াছে যে ইহাকে দুষ্কর্ম্ম বলিয়া কোন ক্রমেই বোধ হয় না; বরং ইহা একটা পরিবার প্রতিপালনের উপায় মাত্র। আমাদের হৃদয়ে দয়া মায়ার লেশ নাই; পরলোকের ভয় রাখি না; ইহ লোকের ধার ধারি না; আমাদের শাসনকর্ত্তা নাই, নির্ভয়ে এই কুকর্ম্ম করিতেছি; সম্প্রতি যে ইহাকে অতীব অপকৃষ্ট কর্ম্ম ও ইহার নিমিত্ত ঈশ্বর সন্নিধানে সমুচিত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে যে বোধ হইতেছে, ইহা কেবল আপনকার পদারবিন্দ দর্শনেরই মাহাত্ম্য বলিতে হইবে। তাহা না হইলে যেরূপ মৃত পাদপে মুকুলোদ্গম, নির্জ্জীব শরীরে পলকসঞ্চার, মূকের বাক্যস্ফূর্ত্তি অসম্ভব; সেইরূপ আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞানাবৃত হৃদয়ে আকস্মিক জ্ঞানোদয় কোন মতেই সম্ভবিতে

পারে না। এই কথা বলিতে বলিতে জগাই মাধাই উভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বাষ্পাকুল নয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌরাঙ্গের পদপঙ্কজে পতিত হইয়া কহিলেন, হে অনাথনাথ, করুনানিধান! আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি ঐ করকমল দ্বারা নির্দ্দয় নির্ঘৃণ পিশাচদিগের সত্বরে প্রাণবিনাশ করিয়া সমুচিত দণ্ড বিধান করুন; বিলম্বে প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমরা নিশ্চয় বুঝিয়াছি আপনকার হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে রবিসুতদূতের করে কখনই পতিত হইব না; অনায়াসে কৈবল্য ধাম প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই। যদি আর কোন উপায় দ্বারা দণ্ড বিধানে অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে যাহাতে দুস্তর কলুষার্ণব হইতে পরিত্রাণ পাই এমন কোন উপায় বলিয়া দিয়া আপনকার মাহাত্ম্য রক্ষা ও অধমদিগকে কৃতার্থ করুন। এক্ষণে আপনকার অনুকম্পা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। দস্যুদিগের পুনঃ পুনঃ কাতরোক্তিতে পরম দয়ালু গৌরাঙ্গচন্দ্র তাহাদিগের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তুলিলেন এবং উভয়ের কর্ণে মহামন্ত্র হরিনাম প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের আর ভয় নাই; তোমরা অনায়াসেই নিষ্কৃতি পাইবে, সন্দেহ নাই। জগাই মাধাই সেই মহাত্মার মুখোদ্গীর্ণ সুদুর্লভ হরিনাম পাইবা মাত্র দিব্য জ্ঞান লাভ করিলেন। তখন এই জগৎপ্রপঞ্চ কেবল মায়াময় ও জীব সকল যে ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া আমার আমার করিয়া বৃথা কালহরণ করিতেছে এবং ঈশ্বরের আরাধনাই একমাত্র সুখের কারণ, ইহাও তাহাদের বিশেষ-

রূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। তাঁহারা বিষয়বাসনা সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিনামামৃত পানে নিমগ্ন হইলেন। বিষয়ালাপের কথা দূরে থাকুক, এক পরমাত্মা ব্যতিরেকে যে আর কোন পদার্থ উপাস্য নাই, ইহাও বুঝিতে পারিলেন। ক্রমে আহার্য্য সামগ্রী সমগ্র মধ্যে কেবল পবনের সহিত কিছু বিশেষ * সম্বন্ধ রহিল। এইরূপে তাঁহারা বিষয় সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কেবল ঈশ্বরচিন্তায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই অদৃষ্টচর অতর্কিতপূর্ব্ব বৈরাগ্য বিলোকনে সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া পরম পুরুষ পরমেশ্বরের অসংখ্য ধন্যবাদ করিয়া কহিতে লাগিল, হে করুণানিধান! তোমার কি চমৎকার বিধান, ইহার অনুসন্ধান করা কাহারো সাধ্য নহে। অনতি পূর্ব্বে যাহাদিগকে দুরূহ কুকর্ম্মে লীন দেখিয়া ঘৃণা করিয়াছিলাম; যাহাদিগের দৌরাত্ম্যে দেশ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; যাহাদিগের ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শনে নিতান্ত কৃতান্তের ন্যায় জ্ঞান করিয়া আতঙ্কে কম্পিত হইতাম; এক্ষণে তাহাদিগকেই আবার ধীরস্বভাব, পরম সাধু বলিয়া বোধ হইতেছে এবং পরম পদার্থ পরমার্থ তত্ত্ব উপদেশের অদ্বিতীয় পাত্র বলিয়া অনুসরণ করিতে ঔৎসুক্য জন্মিতেছে। কিন্তু এমন শত শত দেখা যাইতেছে, যাহাদিগের শৈশবাবধি অবদানপরম্পরায় দিক্ সকল আলোকময় হইয়াছিল, তাহাদিগের ভয়ে আবার মেদিনী ভারাক্রান্তা হইয়া কম্পান্বিতা হইতেছে। হে সর্ব্বশক্তিমান্! তোমার কত দূর মহিমা ও কিরূপ নিয়ম তাহা তুমিই বলিতে পার।

অনন্তর জগাই মাধাই কিয়দ্দিন এইরূপ অসাধারণ সাধু পদে পরিগণিত থাকিয়া মানব দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে গৌরাঙ্গচন্দ্র কণ্টক নগরে প্রবিষ্ট হইয়া পরম ভাগবত ভারতি গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে উত্তীর্ণ হইয়া অতিথি স্বীকার করিলেন। গোস্বামী মহাশয় অভ্যাগত পরম সুন্দর ব্রাহ্মণকুমার অবলোকন করিয়া সাতিশয় প্রীত ও আহ্লাদিত হইয়া, অভ্যাগতোচিত সমাদর পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিতে কহিলেন এবং পরিচারককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ত্বরায় ইহার পাদ্য অর্ঘ্য আনয়ন কর। ভৃত্য সত্বরে পাদ্য অর্ঘ্য উপস্থিত করিল। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সৎকারোচিত দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ইতস্ততঃ গতায়াত করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ চন্দ্র তাঁহার ভক্তির আতিশয্য এবং ব্যগ্রতা দেখিয়া সঙ্কুচিত চিত্তে কহিলেন, মহাশয়! আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? উপবিষ্ট হউন; আপনকার মধুর সম্ভাষণেই আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তখন গোস্বামী মহাশয় প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে তাঁহার নিকট আসনারূঢ় হইয়া কহিলেন, বৎস! বহুকাল অবধি আমি এই অতিথিসেবায় নিযুক্ত হইয়াছি; ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু, মহাত্মা, ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, পরমহংস প্রভৃতি সকলেই এ অধমের আশ্রমে পদার্পণ করিয়াছেন; কিন্তু অদ্য তোমাকে দেখিয়া আমার মনে যে এক অনির্ব্বচনীয় অকৃত্রিম স্নেহ সম্বলিত ভক্তিরসের আবির্ভাব হইতেছে, এরূপ কাহাকেও দেখিয়া হয় নাই এবং সেই ভাবে

আমাকে একপ্রকার জ্ঞানশূন্য করিয়াছে, তজ্জন্য অকারণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি; নতুবা জগদীশ্বরের অনুকূলতায় অতিথি সৎকারোপযোগী সামগ্রী সমগ্র মধ্যে কিছুই অভাব নাই। গৌরাঙ্গ বলিলেন মহাশয়! আপনি যেরূপ শান্ত-প্রকৃতি ও অতিথিসৎকারে আপনার যেরূপ অনুরাগ দেখি-তেছি, এইরূপ বাক্য তাহারি উপযুক্ত বটে; কিন্তু আমি আপনকার ভক্তিভাজন নহি, তবে স্নেহপাত্র অবশ্যই স্বীকার করিব সন্দেহ নাই। এইরূপ নানা প্রকার কথোপ-কথনে এবং শাস্ত্রালাপে উভয়ে সন্তুষ্ট হইলেন। পরে গৌরাঙ্গচন্দ্র অশনান্তে শয়ন করিয়া বিবেচনা করিতে লাগি-লেন দেখিতেছি গোস্বামী মহাশয় যথার্থ সত্ত্বগুণাবলম্বী মনুষ্য; ইঁনি হৃদয়ভাণ্ডারে অমূল্য জ্ঞানরত্ন সঞ্চয় করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন; রিপু সমূহ ইঁহার বশীভূত হইয়া সেবকের ন্যায় অনুসরণ করিতেছে; দয়া সম্ভবাসাভিলাষে সতত ইঁহার হৃদয়মন্দিরে বাস করিতেছে; প্রশান্ত আকৃতি বিনয়মধুর বচন বিন্যাস ও প্রজ্ঞানসুলভ গম্ভীরতা, ইনি এক জন অসাধারণ মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে; ফলতঃ এরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত লোক অতি বিরল; অতএব এই মহাত্মার নিকটে দণ্ড গ্রহণ করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া পরদিন প্রাতে ভারতি গোস্বামীকে কহিলেন মহাশয়! আমি কিছু মনে করিয়া বাটী হইতে যাত্রা করিয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি মহাশয় দ্বারাই সেই বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে; অতএব নিবেদন করি অনুগ্রহ করিয়া

তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইলে পরম উপকৃত হইতে পারি। গোস্বামী কহিলেন বৎস! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বিলক্ষণ রূপে নিরীক্ষণ করিতেছি কিন্তু কোন ক্রমেই সামান্য বালক জ্ঞান হইতেছে না। হয় কোন দেবতা কি গন্ধর্ব্ব মানব রূপ ধারণ করিয়া আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছ; কিম্বা কোন পবিত্র রাজকুলকে অন্ধকারময় করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছ। অগ্রে পরিচয় প্রদান করিয়া আমার ঔৎসুক্য দূর কর। আমি অঙ্গীকার করিতেছি সাধ্য হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিতে অবশ্য প্রাণ পণে যত্ন করিব, কদাচ অন্যথা করিব না।

এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পরিচয় দিলেন এবং কহিলেন প্রভো! আমার এমন কোন বিষয়ে অভিলাষ নাই, যাহাতে আপনকার গুরুতর পরিশ্রম অথবা বিপুল অর্থ ব্যয় হইবে; কেবল এই মাত্র প্রার্থনা আপনি আমাকে যথানিয়মে দণ্ড গ্রহণ করাইয়া কৃতার্থ করুন। এ আপনার অনায়াসসাধ্য কর্ম্ম। ইহা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় কিঞ্চিৎ কাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন বৎস! তুমি দণ্ড গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র বট, দণ্ড গ্রহণ করিলে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে; কিন্তু তোমার জননী ও জায়া বর্ত্তমান, এই সম্বাদ তাঁহাদিগের পক্ষে বিষম বজ্র স্বরূপ হইবে, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন, এই নিমিত্ত আমার হৃদয় প্রসন্ন হইতেছে না। গৌরাঙ্গ বলিলেন মহাশয়! এক্ষণে সে কথার প্রয়োজন নাই,

ত্বরায় অনুষ্ঠান করিয়া আমাকে বাঞ্ছিত ফল বিতরণে পরিতৃপ্ত করুন। যখন আমি স্বয়ং আপনার মাতা এবং বণিতা প্রভৃতি স্বজনগণের মায়া এককালে জলসাৎ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনে উদ্যত হইয়াছি, তখন কি আর ভবাদৃশ সৎপথ প্রদর্শকদিগের মোহপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি মোহ জন্মাইয়া দিয়া এই শ্রেয় বিষয়ে ব্যাঘাত করা উচিত; হে অদ্বিতীয় বিচক্ষণবর মহাশয়! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন অবশ্য বুঝিতে পারিবেন যে, ত্বরায় আমার অভিলাষ পূর্ণ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিবা মাত্র গোস্বামী বলিলেন, হাঁ বৎস ভাল বলিয়াছ! তোমার কথা শুনিয়া আমার ভ্রান্তি দূর হইল। তোমার দণ্ড গ্রহণের অনুষ্ঠান করিতেছি, এই বলিয়া অৎক্ষণাৎ বেদ বিধানানুসারে সমুদয় আয়োজন করিয়া গৌরাঙ্গ চন্দ্রকে দণ্ড গ্রহণ করাইলেন। তখন মুণ্ডিত মুণ্ড, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, বাম করে কমণ্ডলু এবং রক্তবর্ণ বসন যুগল শোভাকর হইল। সেই অলৌকিক রূপসম্পন্ন তেজোরাশি নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সকলে এককালে মোহিত হইয়া কহিল, যাঁহাকে যোগিগণ অনাহারে একাগ্রচিত্তে শত শত জন্ম তপস্যা করিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারে না; বুঝি সেই করুণাকর লক্ষ্মীপতি নারায়ণ অদ্য করুণা করিয়া নব বেশ ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। নতুবা এরূপ মনোহর প্রশান্ত রূপ অন্যের কিরূপে সম্ভবিতে পারে। এই বলিয়া প্রগাঢ় ভক্তি সহ গলকৃতবাস হইয়া গৌরাঙ্গ চন্দ্রের পদারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ

প্রণিপাত করিয়া শরীর সাফল্য করিল। এই কথা পরম্পরায় দিগদিগন্তরে প্রচারিত হইয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে তাঁহার দর্শনাভিলাষে সমাগত হওয়াতে কণ্টক নগর এক কালে লোকাকীর্ণ হইল। পরম দয়ালু গৌরাঙ্গ চন্দ্র তাহাদিগকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কহিলেন হে অভ্যাগত মানবগণ! তোমরা উচ্চৈস্বরে হরি ধ্বনি করিয়া বাসনার সার্থকতা ও আত্মাকে চরিতার্থ কর। এই কথা বলিতে বলিতে সকলে মোহিত হইয়া চতুর্দ্দিগে হরি হরি শব্দ করিয়া উঠিল।

এখানে শচী দেবী প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পুত্রের চন্দ্রানন অনবলোকনে যার পর নাই অনুতাপিনী হইয়া শিরে করাঘাত পূর্ব্বক হা হতোস্মি বলিয়া বিকলাঙ্গির ন্যায় ধরায় পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হা বৎস নবদ্বীপচন্দ্র! তুমি আমার নিতান্ত আজ্ঞাবহ পুত্র। আমার নিকট কখন প্রতারণা কর নাই; কখন মিথ্যা বল নাই এবং আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কখন কুত্রাপি যাও নাই। আজি কাহার মন্ত্রণায় এরূপ করিলে, কে এই বাদ সাধিল; আমি প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান স্বপ্নকে কেবল তোমারই কথায় অলীক জ্ঞান করিলাম, কৈ তোমার সে কথা এক্ষণে কোথায় রহিল। হা বৎস! তুমি আমার দুঃখ বিমোচনের একমাত্র অবলম্বন আমি তোমারই চন্দ্রবদন দেখিয়া সমুদায় দুঃখ সম্বরণ করিয়াছিলাম। পরম সুখকর লৌকিক চিন্তা উপেক্ষা করিয়া তোমারই রক্ষণাবেক্ষণ ও হিতসাধনে সমুদায় কাল ব্যয় করিয়াছি; তোমার বিদ্যালয় হইতে আগমনের কাল কিঞ্চিৎ

বহির্ভূত হইলে আমি উন্মাদিনীর ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে এ চিরদুঃখিনী হতভাগিনী মাতাকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই কি তোমার সঙ্গত কর্ম্ম হইল? হায়! আমি এখনও জীবিত রহিলাম! প্রাণ আমার কি কঠিন, এই ভয়ঙ্কর দুঃখার্ণবে পতিত হইয়া এখনও বহির্গত হয় নাই; যাহা হউক আর কাল বিলম্ব করিব না। যে প্রকারে হউক এখনই নির্লজ্জ প্রাণ বাহির করিয়া এককালে সন্তাপ নির্ব্বাপিত করিব সন্দেহ নাই। এই রূপ বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন।

গৌরাঙ্গের পরম প্রীতিপাত্র নিত্যানন্দচন্দ্র, তাঁহার সেই আত্মরূপ প্রিয়বান্ধবের অদর্শন হুতাশনে দগ্ধহৃদয় হইতেছিলেন; আবার মাতৃসদৃশা স্নেহময়ী শচীদেবী শোকে নিতান্ত মগ্ন ও মূর্চ্ছাগত হইলেন দেখিয়া তিনি পরিতাপে অবসন্ন হইলেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা শক্তি ও বাক্যস্ফূর্ত্তি একবারে রহিত হইল; সুতরাং তৎকালে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা কি শচী দেবীকে সান্ত্বনা কিছুই করিতে পারিলেন না; নিস্তব্ধ হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। এই বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গের পরম মিত্র ও প্রতিবেশী শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি কতিপয় মহোদয়েরা ব্যস্ত সমস্তে আসিয়া কেহবা শচী ঠাকুরাণীর চৈতন্যোদয়ের নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন, কেহবা নিত্যানন্দকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, ভগবন্! একি, আপনি কি নিমিত্ত মোহে অভিভূত হইতেছেন? অজ্ঞানেরাই শোকে অবসন্ন হইয়া থাকে, মূর্খেরাই দুঃখকে

হৃদয়ে স্থান দান করে, কুটিল ব্যক্তিরাই সর্ব্বদা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, তবাদৃশ মহাত্মাদিগের বন্ধুবিরহে এতাদৃশ ব্যাকুল হওয়া উচিত নহে। ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি যে সকল সংগুণ বিপদ্‌কালে অবলম্বন স্বরূপ; আপনি তৎসমুদায়ের অধিকারী হইয়া কি নিমিত্ত শোক মোহে অভিভূত ও অবসন্ন হইতেছেন? ভ্রান্তি পরিত্যাগ করুন এবং ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া উপস্থিত বিপদ্‌পাতের প্রতিকার চেষ্টা করুন।

আমাদিগের চন্দ্র সদৃশ গৌরাঙ্গচন্দ্র গমন করাতে নবদ্বীপ ধাম অন্ধকারময় হইয়াছে। কেবল আপনার মুখারবিন্দ দেখিয়াই সকলে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আছে। যদি আপনি এইরূপ শোকে অভিভূত ও অজ্ঞানের ন্যায় সর্ব্বদা বিলাপ ও পরিতাপ করেন, তাহা হইলে আমাদের গতি কি হইবে আমরা কাহাকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকিব? অতএব আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া এক্ষণে কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বলুন। প্রতিবেশীদিগের বাক্য শ্রবণে নিত্যানন্দের চৈতন্যোদয় হইল। তখন গাত্রোত্থান করিয়া বিনীতভাবে শচী দেবীকে বলিলেন, মাত! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। আমরা আপনার গৌরাঙ্গচন্দ্রের অন্বেষণে চলিলাম। তিনি যেখানে যাউন, যতই গোপনে থাকুন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি অনতি বিলম্বে তাঁহাকে আপনার নেত্রগোচর করিতে পারিব। তাঁহার অভাবে যদি প্রাণ পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে, অন্ততঃ আমাদিগের প্রত্যাগমন কাল প্রতীক্ষা করুন। এই বলিয়া শচী দেবীর অন্তঃকরণে আশা সঞ্চারিত করিয়া নিত্যা-

নন্দ, আচার্য্যরত্ন ও মুকুন্দানন্দ প্রভৃতি কয়েক জন যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা নবদ্বীপ হইতে গৌরাঙ্গের অবয়ব বর্ণন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা দ্বারা অনেকের প্রমুখাৎ শুনিতে পাইলেন যে, এক মনোহর ব্রাহ্মণ এই পথ পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে কণ্টক নগরে ভারতি গোস্বামীর আলয়ে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, গৌরাঙ্গচন্দ্র দণ্ড গ্রহণ করিয়া এক কুশাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার একে ভুবনমোহন মূর্ত্তি, তাহাতে আবার সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছেন এবং প্রেমে পুলকিত হইয়া সর্ব্বদাই হরিধ্বনি করিতেছেন; এই সমুদায় দেখিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়সরোবর ভক্তিনীরে পরিপূর্ণ ও তাপিতাঙ্গ সুশীতল হইল। কিয়ৎক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার মনোহর রূপ নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতি পুরঃসর দণ্ডায়মান রহিলেন। গৌরাঙ্গচন্দ্র একবার তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষপাতও করিলেন না। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন, ভগবন্! যাহার সহিত আপনার অকৃত্রিম মিত্রতা জন্মিয়াছিল; যাহার সহিত মন্ত্রণা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই করিতেন না; যে কুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ববিরচিত কার্য্যকৌশল দর্শনচ্ছলে ক্রমাগত নানা দেশ পরিভ্রমণ, তীর্থ পর্য্যটন, ঈশ্বরের আরাধনা ও ফল মূল ভক্ষণে প্রাণ ধারণ করিয়া পরিশেষে আপনার মনোহারিণী মায়ায় মোহিত ও প্রীতির অধীন হইয়া উল্লিখিত সঙ্কল্পিত নিয়ম সকল এক বারে উচ্ছেদ করিয়াছে; আমি আপনার সেই প্রণয়াস্পদ প্রিয়

বান্ধব নিত্যানন্দ। আপনকার ভক্তবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া অনেক ক্ষণাবধি সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। প্রভো! একবার কটাক্ষপাত করুন; একবার বচনামৃত বিতরণে চরিতার্থ করুন; আমি নিঃসন্দেহ বলিতে পারি আমাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিলে, অথবা পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগকে অনুসঙ্গী করিয়া রাখিলে আপনকার সনাতন ধর্ম্মের কখনই বিঘ্ন জন্মিবে না; বরং ভক্তবৎসল বলিয়া মানবমণ্ডলিতে বিশেষ রূপে বিখ্যাত হইবেন, সন্দেহ নাই। তখন গৌরাঙ্গচন্দ্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখে! আপনাদিগের আগমনে আমি সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু আর একত্রে থাকিতে কিম্বা অধিক ক্ষণ বাক্যালাপ করিতে ঔৎসুক্য হইতেছে না; বরং তাহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য ও অপ্রয়োজন বোধ হইতেছে। অতএব নিবেদন করি আপনি আমার মায়া পরিত্যাগ করিয়া সহচরদিগের সহিত নবদ্বীপ ধামে প্রতিগমন করুন, আমি সম্প্রতি বৃন্দাবন ধামে গমনোন্মুখ হইয়াছি।

নিত্যানন্দ বলিলেন, ভগবন্! যখন আপনি আমাদিগকে নিতান্ত অপ্রিয় বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন; তখন বিধাতা আমাদিগের প্রতি নিতান্ত যে বিমুখ হইয়াছেন ও সৌভাগ্যলক্ষ্মী আমাদিগকে যে একবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; একথা বলিতে হইবে। কেন না, আপনার ভাব ভঙ্গি দ্বারাই তাহা সুস্পষ্ট রূপে লক্ষিত হইতেছে; সুতরাং আমরাও আপন আপন চিত্তকে স্থির করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইতেছি; কিন্তু মন প্রবোধ মানিতেছে না। যেন আপনি

আমাদিগের সেই অনুকূল প্রভুই আছেন বিবেচনা করিয়া নিরন্তর ঐ পদারবিন্দে মন ধাবমান হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ আবেদন করিতে উদ্যত হইতেছে; যাহা হউক এক্ষণে আর সে সকল কথা উত্থাপিত করিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে উৎসুক নহি। প্রার্থনা করি, হয় আপনাতে অনুরাগাকৃষ্ট চিত্তকে সংযত করিয়া দেন; না হয় অনুগামী করিয়া যথেচ্ছা গমন করুন। গৌরাঙ্গ চন্দ্র ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, সখে! মন বশীভূত করা আপনার কার্য্য। আপনি অসাব্যস্ত হইলে কাহারও সাধ্য নাই; বিশেষতঃ ভবাদৃশ ব্যক্তির চিত্ত স্বভাবতই বশীভূত; তাহাতে যখন এরূপ কথা কহিতেছেন, তখন আপনাদিগের আমার সহিত গমনেচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই বোধ হইতেছে না। অতএব নিবেদন করি, যদি আমার এই অনুমান সত্য হইয়া থাকে, তবে নিষেধ করি না। যে হেতু বিবেচনা করিলাম, আপনার সমভিব্যাহারে থাকিলে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই বিঘ্ন জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। নিত্যানন্দ বলিলেন ভগবন্! যদি অনুকম্পা প্রকাশিয়া এ অনুগতদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন; তবে অবশ্যই সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে আর এক অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে কর্ণপাত করুন। আপনার উদ্দেশকালে শচী মাতাকে সাতিশয় ব্যাকুলা দেখিয়া তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি, অন্ততঃ একাহের নিমিত্ত গৌরাঙ্গচন্দ্রকে অতি শীঘ্রই আপনার সন্নিহিত করিব। তিনি আমার এই কথায় বিশ্বস্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগে বিরত হইয়া অহরহঃ

মহাশয়ের অদর্শনহুতাশনে দগ্ধ হইতেছেন ; অতএব নিবেদন করি একবার নবদ্বীপধামে গমন করিয়া তাঁহার তাপিতাঙ্গ শীতল করণের অভিপ্রায় করুন। এই কথায় গৌরাঙ্গচন্দ্র সম্মত হইলেন না দেখিয়া নিত্যানন্দ বলিলেন, ভগবন্! যে জননী আপনাকে মুহূর্ত্তমাত্র না দেখিলে সাতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেন ; যিনি, আপনি সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, স্বপ্নে দেখিয়া যার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছিলেন ; এক্ষণে তিনি কি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ; কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতেছেন : একবারও ভাবিতেছেন না। দণ্ড গ্রহণ মাত্রই কি তাঁহাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহা কি পুত্রের উপযুক্ত কার্য্য। এই নিমিত্তই কি লোকে পুত্রের কামনা করিয়া থাকে। শচী মাতা আপনাকে প্রগাঢ় স্নেহ সহকারে প্রতিপালন করিয়া ঋণগ্রস্ত করাইয়াছিলেন ; এই কর্ম্ম করিয়া তাহার কি প্রতিশোধ করিলে ? হে বিজ্ঞবর মহাশয়! আমি আর এ বিষয়ে অধিক কি বলিব ; মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে একবার জননীর সমীপবর্ত্তী হইয়া বিনীত ভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কি না।

গৌরাঙ্গচন্দ্র মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ বদনে বলিলেন, সখে! যাহা কহিলে, তৎসমুদায় জানিয়া শুনিয়াও আমি এই আশ্রম আশ্রয় করিয়াছি। এক্ষণে তোমার কথা ক্রমে মায়ায় মোহিত হইয়া আশ্রমের বৈপরীত্য, অর্থাৎ পুনরায় জননীর সেই দৃঢ়তর স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ

ও নীচের কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে ; সুতরাং তাহাতে কোন মতে সম্মত হইতে পারি না। এ বিষয়ে যাহা কিছু বলিলেন; যত অনুরোধ করিলেন; সকলই ব্যর্থ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন সময় মোহজনক কথা উপস্থিত করা ভবাদৃশ বান্ধবের উচিত নহে। এই কথা বলিয়া একাগ্র চিত্তে হরিনামামৃত পান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মায়াতীত গুণের আতিশয্য দেখিয়া নিত্যানন্দচন্দ্র সহচরদিগকে কহিলেন, আমাদিগের নবদ্বীপ-চন্দ্র যে আর পুনর্ব্বার নবদ্বীপে উদিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সকলের হৃদয় আকাশ প্রদীপ্ত করিয়া রহিবেন; সে প্রত্যাশা, তাঁহার বাটী হইতে সকলের অগোচরে বহির্গমনেই দূরীভুত হইয়াছে; কিন্তু তাহা আমাদিগের পক্ষে বিশেষ আক্ষেপের বিষয় নহে। যেহেতু আমাদিগকে সমভিব্যাহারী করিতে স্বীকার হইয়াছেন ; অতএব এক্ষণে গৌরাঙ্গচন্দ্র যে স্থানে থাকিবেন, সেই স্থানেই আমাদের পরম সুখধাম নবদ্বীপ ধাম হইবে। কিন্তু শচী দেবী আমাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া আছেন। আমাদের যাইতে বিলম্ব হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। অথবা তাঁহার এক্ষণে জীবিত থাকা কেবল ক্লেশকর মাত্র দেখিতেছি। গৌরাঙ্গ যেরূপ নির্ব্বন্ধাতি-শয় সহকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিয়াছেন ; পুনর্ব্বার নবদ্বীপে ফিরিয়া যান এরূপ বোধ হয় না। আমিও শচী দেবীর নিকট অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি দুইএক দিবস মধ্যে গৌরাঙ্গকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপে উত্তীর্ণ হইব। আমাকেও বুঝি সেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব সকলে

এরূপ একটী উপায় চিন্তা কর, যাহাতে সকল দিক বজায় থাকে। আচার্য্যরত্ন বলিলেন মহাশয়! যদি এরূপ করা যায়। গৌরাঙ্গচন্দ্র ত বৃন্দাবন যাইবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন; বৃন্দাবন যাইতেছি বলিয়া তাঁহাকে এখান হইতে বাহির করিয়া লইয়া অন্য পথ দিয়া নবদ্বীপ লইয়া যাইতে পারিলে শচী দেবীরও জীবন রক্ষা হয়, আপনাকেও প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। আর তিনি যেরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের আরাধনায় সতত রত থাকেন, তাহাতে এরূপ আচরণ করিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ লইয়া যাইতে বোধ হয় কিছুই ক্লেশ পাইতে হইবে না। এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ কিঞ্চিৎ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে আচার্য্যরত্নকে কহিলেন আচার্য্যরত্ন! তুমি যাহা বলিলে ইহা যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায়ানুগত বটে; কিন্তু নবদ্বীপে লইয়া যাইতে হইলে পাছে পথ চিনিতে পারিয়া পথিমধ্যে প্রতারণা বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে অতিশয় বিপদে পড়িতে হইবে। অতএব তাহা না করিয়া বরং শান্তিপুরে অদ্বৈত গোস্বামীর বাটীতে লইয়া যাওয়া যাউক। তুমি অগ্রে যাইয়া গোস্বামীকে সম্বাদ দাও এবং নবদ্বীপে যাইয়া শচী মাতাকে শান্তিপুরে লইয়া আইস। আমরা গৌরাঙ্গকে সঙ্গে লইয়া সত্বরে শান্তিপুর উপস্থিত হইতেছি। ইহাতে সকলে অনুমোদন করিলেন। আচার্য্যরত্ন সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দচন্দ্রও তৎক্ষণাৎ গৌরাঙ্গের নিকট গিয়া কহিলেন আপনি বৃন্দাবন যাইবেন, তাহারও কিছুই

উদ্যোগ দেখিতেছি না; আমরা সকলে যাইবার নিমিত্ত সুসজ্জ হইয়া আসিয়াছি; আপনি যাত্রা করিলেই সকলেই গমন করি। গৌরাঙ্গচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন সখে! আমার আর উদ্‌যোগ সামগ্রী কি আছে? ভিক্ষাকপাল, পলাশদণ্ড ও কৌপীনযুগল নিকটেই আছে। কেবল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বিদায় হইলেই হয়। তোমরা সকলে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আসি। এই বলিয়া গোস্বামীর নিকট বিদায় লইতে গমন করিলেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন মহাশয়! আমি বৃন্দাবন ধাম দর্শন করিব মানস করিয়াছি; আর আমার সঙ্গিগণ সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে; আপনার অনুমতি হইলেই যাত্রা করি। আপনি দণ্ড গ্রহণ করাইয়া আমায় যে উপকার করিয়াছেন, আমি তাহার পরিশোধ করিতে কখনই পারিব না। এক্ষণে প্রসন্ন মনে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যে উদ্দেশে গমন করিতেছি তাহা যেন সিদ্ধ হয়। গোস্বামী কহিলেন বৎস! তুমি যে আমাকে গুরু বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, ইহাতেই আমার অনেক উপকার করা হইয়াছে। লোকে আমাকে তোমার গুরু বলিয়া আহ্বান করিলেই আমি আপনাকে অতিশয় সমাদৃত ও কৃতার্থম্মন্য বোধ করিব। এক্ষণে প্রার্থনা করি তোমার মনোরথ সিদ্ধি হউক। তোমাকে বিদায় দিতে মন কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতেছে না। তোমাকে না দেখিয়া কিরূপে থাকিব, কিছুই বুঝিতেছি না। এই কথা বলিতে

বলিতে তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুতে পরিপূর্ণ, স্বর ক্ষীণ হইয়া গেল; আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

গৌরাঙ্গ তাঁহাকে অতিশয় কাতর দেখিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? আমি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পুনরায় আপনকার শ্রীচরণ দর্শন করিতে এখানে আসিব। এই বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক চরণ ধারণ করিয়া প্রণাম করিলেন। গোস্বামীও মস্তকাঘ্রাণ ও আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। উভয়ে বাটীর বহির্গত হইয়া অনুচরদিগের নিকট উপস্থিত হইলে গোস্বামী সহযাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা গৌরাঙ্গকে সাবধানে লইয়া যাইবে, আমি আর অধিক কি বলিব। তোমরা নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্ম-রত্ন উপার্জ্জন করিয়া আপন পিতাকে পবিত্র কর। সকলে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া কাটোয়া হইতে বহির্গত হইলেন। কিছু দিন এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে শান্তিপুরের নিকট ভাগীরথীর অপর পারে উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গচন্দ্রকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন ভগবন্! বৃন্দাবনের নিকট উপস্থিত হইয়াছি; এই যমুনা নদী, বসুধার কৃষ্ণবর্ণ বেণীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছেন। এই দেখুন বৃন্দাবনের অভ্রভেদী শৃঙ্গ সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে; চতুর্দ্দিকস্থ উপবন শ্রেণী নীলবর্ণ বসনের ন্যায় নগরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আপনি এখানে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করুন। এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। পরে যমুনার স্তব করিয়া স্নান করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন, অদ্বৈত

চন্দ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া তাঁহারি নিকট আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে জিজ্ঞাসিলেন, সখে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? আমি বৃন্দাবন ধাম যাত্রা করিয়াছি, তুমি কি ইহা জানিতে পারিয়াছিলে? অথবা তীর্থ পর্য্যটনে কৃতসংকল্প হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ। অদ্বৈতচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এ বৃন্দাবন নহে, এই ভাগীরথী নদী; ঐ দেখুন শান্তিপুর দেখা যাইতেছে। যদি এত দূর আসিয়াছেন; অনুগ্রহপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমার আলয়ে যাইতে হইবে এবং যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করিতে হইবে। গৌরাঙ্গচন্দ্র এই কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, নিত্যানন্দ বৃন্দাবন লইয়া যাইতেছি, বলিয়া কি ভুলাইলেন; আবার এখানেও আসিয়া বলিলেন, এই যমুনা; ঐ বৃন্দাবন। তিনি এমত প্রতারণা করিবেন জানিলে আমি কদাপি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতাম না। যাহা হউক, এক্ষণে যাহা বলিবে, তাহাই করিতে হইবে। ফলতঃ নিত্যানন্দের একর্ম্মটী বন্ধুর উপযুক্ত হয় নাই। অনন্তর সকলে নৌকায় আরোহণ করিয়া শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নৌকা শান্তিপুরে উপস্থিত হইল। সকলে অবতীর্ণ হইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে অদ্বৈতের আবাসে উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল; গ্রামবাসীরা আপন আপন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দর্শনাভিলাষে অদ্বৈতের আবাসে

সমাগত হইল। সকলে তাঁহার লোকাতীত মনোহর রূপ ও নবীন বয়সে সন্ন্যাসী বেশ দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার সেই রূপমাধুরী দেখিতে দেখিতে ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সে সময় তাঁহাদের মন হইতে সংসারের চিন্তা একবারেই অন্তর্হিত হইল। শোক সন্তাপ দূর হইল এবং অন্তঃকরণ পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইল। সকলে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার পদারবিন্দে পুনঃপুনঃ প্রণিপাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিয়া গৌরাঙ্গের গুণবাদ করিতে করিতে স্ব স্ব আলয়ে চলিয়া গেল। এদিকে আহারের সময় উপস্থিত হইল। অদ্বৈত আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আহারের সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে, গাত্রোত্থান করুন। তিনি বলিলেন, সকলেই চল অদ্য একত্রে ভোজন করা যাউক। অন্যান্য সকলে অসম্মত হইলে নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া ভোজনার্থে গমন করিলেন। ভোজনাগারে উপস্থিত হইয়া অদ্বৈতকেও সঙ্গে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি কোনক্রমেই সম্মত হইলেন না; বলিলেন, ভগবন্! আপনি পুনরায় এ ভৃত্যের আলয়ে আহারাদি করিবেন ইহা মনেও ছিল না। দর্শনাবধি ক্ষুধা তৃষ্ণা এক বারেই নিবৃত্ত হইয়াছে। নিরন্তর কেবল সেবা শুশ্রূষা করিতে অভিলাষ হইতেছে। আপনি আহার করুন, আমি আপনার পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিব। এই বলিয়া তিনি পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। আহারান্তে গৌরাঙ্গ বলিলেন, সখে অদ্বৈত! তোমরা সকলে সত্বরে আহার কর। দিনমণি অস্তাচলে

গমনোন্মুখ হইয়াছেন আর অনাহারে থাকিয়া আত্মাকে ক্লেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তোমাদিগের ম্লান বদন দেখিয়া আমরা অতিশয় সঙ্কুচিত ও দুঃখিত হইতেছি। সে কথায় কেহ কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত শয্যায় শয়ন করাইয়া কেহ বা পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন, কেহ বা সুশীতল কোমল কর দ্বারা গাত্র সম্বাহন করিতে লাগিলেন; কেহবা পুষ্প নির্ম্মিত ব্যজন লইয়া বীজন করিতে লাগিলেন আর অন্যান্য সকলে আজ্ঞা প্রতীক্ষায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে সকলে একত্রে সম্প্রদায়ের অধিপতি হরিপ্রেমানুরক্ত গৌরাঙ্গচন্দ্রের প্রীতির নিমিত্ত তান লয়শুদ্ধ হরিগুণানুবাদ সম্বলিত সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন গৌরাঙ্গচন্দ্র হরিনাম শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া দলমধ্যে প্রবেশিলেন এবং তাঁহাদিদের সহিত হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। বাহ্যজ্ঞান কিছুই রহিল না; কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন নৃত্য, কখন বা ধূলায় লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। অনুচরগণ তাঁহার সেই অকৃত্রিম ভাবের উদয় দেখিয়া প্রেমে পুলকিত ও আর্দ্র হইলেন, এবং দেবতাজ্ঞানে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহামহোৎসবে দশ দিবস অতিবাহিত হইল। এদিকে গৌরাঙ্গের ভক্তাগ্রগণ্য আচার্য্যরত্ন নবদ্বীপে পৌঁছিয়া শচীদেবীকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শচী দেবী শুনিবামাত্র অতিমাত্র সন্তুষ্ট ও ব্যগ্র হইয়া বধূসহিত শিবিকা-

বোহণে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজনও তাঁহার অনুসরণ করিল। যাইতে যাইতে শচী দেবীর মনে কতই সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল, বুঝি গৌরাঙ্গ আমার জীবিত নাই, নিত্যানন্দ তাঁহার শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার অন্যান্য সহচর সকল সেই মনোদুঃখে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিয়াছেন। এই বজ্রপাত সদৃশ দুঃসহ সম্বাদ শুনিয়া শোকে নিমগ্ন হইলে সান্ত্বনা করে এমন কেহ নিকটে নাই; সুতরাং আত্মহত্যাদি অথবা উন্মাদিনী হইয়া পলায়ন করিতে পারি, আচার্য্যরত্ন এই আশঙ্কায় বুঝি আমাকে অদ্বৈতের আবাসে লইয়া যাই-তেছেন; ফলতঃ গৌরাঙ্গ চন্দ্র জীবিত আছেন, তাঁহার সেই চন্দ্রানন আমি আর কি দেখিতে পাইব, কখনই এরূপ প্রত্যাশা করি না। হা বিধাতঃ! প্রসন্ন হও। আর কত কাল যন্ত্রণা ভোগ করিব। যাতনার একশেষ হইয়াছে. আর সহ্য হয় না। এক্ষণে প্রার্থনা করি, যেন সেই গৌরাঙ্গচন্দ্রের মুখচন্দ্র দেখিতে পাই। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে অদ্বৈতের বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ চন্দ্র তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, শিবিকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ শিবিকা কোথা হইতে আসিল। বাহকেরা কহিল নবদ্বীপ হইতে আসিতেছি। ইহাতে শচী দেবী ও তাঁহার পুত্রবধূ আছেন। এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া গৌরাঙ্গ ও অন্যান্যকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা বলিলেন ও ব্যস্ত

সমস্ত হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইতে গেলেন। তাঁহারা বাটীর মধ্যে প্রবেশিলে সকলে শচীর চরণ বন্দনা করিলেন। তিনি সকলকে অবলোকন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। আনন্দাশ্রু তাঁহার নয়নপথ দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন জননি! আর রোদন করিতেছেন কেন? ঐ দেখুন আপনার জীবনসর্ব্বস্ব সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। নেত্রজল নিবারণ পূর্ব্বক তাপিতাঙ্গকে শীতল করুন। শচী দেবী, শাবকবিরহিত হরিণী শাবক পাইলে যে রূপ ব্যাকুল হইয়া তাহার নিকট দৌড়িয়া যায়, সেই রূপ ব্যস্ত হইয়া গৌরাঙ্গের নিকট দৌড়িয়া গেলেন এবং মুখ চুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক ক্রোড়ের নিকট বসাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পরে নিত্যানন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! তোমরাই আমার এই শুভ ঘটনার এক মাত্র কারণ। আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া অনুসন্ধান না করিলে এ মুখচন্দ্র কি আর দেখিতে পাইতাম। কে অনুসন্ধান করিত কেইবা আমার দুঃখে দুঃখী হইত। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সকলে চিরজীবী হও এবং পুনরায় গৌরাঙ্গের সহিত নবদ্বীপে গমন করিয়া আমোদ প্রমোদে কাল ক্ষেপ কর।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে আচার্য্যরত্নের সহিত নবদ্বীপস্থ ভক্ত সমস্ত নবঘনাগমে তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় আহ্লাদিত হইয়া গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে উত্তীর্ণ হইল এবং সুধালুব্ধ চকোর ও মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায়

তাঁহার চরণসরোজে পতিত হইয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিল এবং তাঁহার প্রীতিহেতু বারম্বার উচ্চৈস্বরে হরিধ্বনি করিয়া মহামহোৎসব করিতে লাগিল। হরিপ্রেমাসক্ত গৌরাঙ্গচন্দ্র তাহাতে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগকে যথাবিহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন। শচীদেবী বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া স্বয়ং রন্ধনাগারে গমন করিয়া অনতিকালেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া সকলকে আহার করাইলেন। আহারান্তে গৌরাঙ্গচন্দ্র সদালাপে ভক্তদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া হরিগুণ কথনে যামিনী যাপন করিলেন। গৌরাঙ্গ চন্দ্র এইরূপে কয়েক দিন সকলের মানরথ পূর্ণ করিয়া এক দিবস আপন মাতাকে বলিলেন জননি! আমি আপনকার নিতান্ত অকৃতজ্ঞ সন্তান। ভক্তি সহকারে জনক জননীর সেবা শুশ্রূষা করা ও অভিমত প্রিয় কার্য্য সম্পাদন দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম; কিন্তু আমি তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছি। বিশেষতঃ সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকিলে আপনকার অন্তঃকরণে যে কিঞ্চিন্মাত্র তুষ্টি জন্মে, এক্ষণে তাহাতেও ব্যাঘাত করিতে অভিলাষী হইতেছে। আপনি আমার নিমিত্ত যত ক্লেশ পাইতেছেন ও যত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন এবং যত ভাবিতেছেন; আমি তাহা জানিয়াও জানিতেছি না, শুনিয়াও শুনিতেছি না এবং প্রতিকারেরও উপায় করিতেছি না। আপনি গর্ভভার বহন করিয়াছেন; প্রতিপালনের ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন; এক এক বার বিরহযন্ত্রণা

ভোগ করিয়াছেন, পুনরায় বুঝি আবার তাহাই সহ্য করিতে হয়। আমি যে আশ্রম অবলম্বন করিয়াছি তাহার পক্ষে গৃহে বাস, এক স্থানে অধিক দিন অবস্থিতি এবং স্বজনদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে কাল ক্ষেপণ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ; তাহা করিলে শাস্ত্রের ও আশ্রমের অবমাননা করা হয়; সাধুসমাজেও এককালে অবজ্ঞাভাজন হইতে হয় এবং পরকালে দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত আমি গৃহে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; অতএব আমাকে একবারে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত বিদায় দেন। এই কথা শ্রবণমাত্র শচী দেবী অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং নিমেষ শূন্য লোচনে গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সত্বগুণের আবির্ভাব হইল। মায়া মোহ প্রভৃতি সমুদায় অন্তর্হিত হইল। তখন তিনি আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া উৎসাহ সহকারে বলিলেন বৎস! তুমি আমার অসাধারণ পুত্র। জন্মজন্মান্তরীণ পুণ্যফলে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। বোধ হয় আমাকে কৃতার্থ ও পৃথিবীকে পবিত্র করিবার মানসেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অতএব তোমার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলে কোন কথাই উল্লেখ করা বিধেয় নহে, কিন্তু আমার একটী কথা রক্ষা করিতে হইবে। বিশ্বরূপ যেরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক এককালে অদর্শন হইয়াছেন, তুমি যেন সেরূপ করিও না। পুরুষোত্তমধামে অবস্থিতি করিও। তথায় এতদ্দেশীয় লোকের সর্ব্বদা গতি বিধি আছে, অনায়াসে

তোমার কুশল বার্ত্তা পাইতে পারিব এবং তুমিও কখন গঙ্গা স্নানোপলক্ষে এদেশে আসিলে দৃষ্টি করিলে নয়ন সফল করিব। এইরূপ কথোপকথনে উভয়ে উভয়ের মতে সম্মত হইলে, অদ্বৈতচন্দ্র সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া বিনীতবচনে বলিলেন প্রভো! আপনকার বিরহানল উদ্দীপ্ত হইয়া দাবানলের ন্যায় যাবজ্জীবন আমার হৃদয় কানন দগ্ধ করিবে, কখন নির্ব্বাপিত হইবে না, অতএব নিবেদন করি যদি কৃপা করিয়া আগমন করিয়াছেন আর কিছু দিন অবস্থিতি করুন। আমি যথাসাধ্য আপনার সেবাদ্বারা শরীরের সাফল্য করি। তৎপরে তিনি প্রিয়সখার অনুরোধে তথায় আর কয়েক দিন অবস্থিতি করিলেন, পরিশেষে বিদায় হইবেন এমন সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন নাথ! শুনিয়াছি তুমি অনাথের নাথ, বিপন্নের উদ্ধারক; আমি আপনার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত। আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিতে কি লজ্জিত হইতেছেন না? আমাকে উদ্বাহসূত্রে বন্ধন করিয়া নিরপরাধে পরিত্যাগ করা কি সৎপুরুষদিগের উচিত কর্ম্ম; বিশেষতঃ নিরন্তর পতিসন্নিধানে থাকিয়া পতির সেবা শুশ্রূষা ও অভিমত কার্য্য সম্পাদন করিয়া বিক্রীত দেহের সাফল্য করা স্ত্রীদিগের প্রধান ধর্ম্ম, আমি তাহাতে একান্ত অনুরাগিণী। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষণে যত্নবান্ হইলে অবশ্যই স্বার্থপরতা দোষে পরিলিপ্ত হইতে হইবে এবং তাহা হইলে আপনার অভিলষিত

ফল লাভেরও সম্পূর্ণ বিঘ্ন ঘটিতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখুন আপনকার একর্ম্মটী যুক্তিবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইতেছে কি না; কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে রত হইয়াছে, ইহা কি প্রাচীন কাল কি ইদানীন্তন কাল কোন কালেই এমত দেখা যায় না। এক্ষণে এই প্রার্থনা করি আমাকে লইয়া যথেচ্ছা গমন করুন; তাহা হইলে আমিও দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইব; আপনাকেও ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ জন্য পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না।

এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে। তুমি বুদ্ধিমতী হইয়া এরূপ অবিবেচনার কথা কেন কহিলে? মায়া কি একবারে জ্ঞানপথ অবরুদ্ধ করিল; অথবা আমার মন বুঝিবার নিমিত্ত এরূপ কথা কহিলে, বুঝিতে পারি না! যাহা হউক তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া কোন মতেই সঙ্গত বোধ হইতেছে না। কারণ স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া তীর্থ যাত্রা বা দেশ ভ্রমণ করিতে হইলে নানা প্রকার বিপদের সম্ভাবনা আছে। দেখ স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকাতেই রামচন্দ্রকে বালিবধ, সাগরবন্ধন ও রাবণের সহিত ঘোর সংগ্রাম প্রভৃতি মহা বিপদ্‌কর কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল এবং এই নিমিত্তই অর্জ্জুন দানবদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হন। এক্ষণে আমি যে আশ্রম অবলম্বন করিয়াছি; স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকা তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। রিপু সকলকে বশীভূত রাখাই এ আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোক নিকটে থাকিলে কোন

প্রকারে মনস্থৈর্য্যের সম্ভাবনা নাই। যেমন পার্ব্বতীর সহবাসে যোগেশ্বর পশুপতির ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছিল; বিশ্বামিত্র যেমন মেনকার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন এবং যখন মহামুনি সপ্তকর্ণি অতি কঠোর তপস্যার পরেও অপ্সরাদিগের মায়াজালে বদ্ধ হইয়াছিলেন; তখন আমাদিগের মত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মন স্ত্রীলোকসহবাসে অত্যল্প কালমধ্যেই চঞ্চল হইবে তাহার সন্দেহ কি? পতিশুশ্রূষা স্ত্রীলোকের এক প্রধান কর্ম্ম ইহা স্বীকার করি, কিন্তু স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন ও তাঁহার যাহাতে বিষম অনিষ্ট হইতে পারে, এমত কর্ম্ম করাও স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নহে; অতএব সঙ্গে থাকিয়া আমাকে আশ্রমভ্রষ্ট, পতিত ও নিত্য পরমার্থিক সুখে বঞ্চিত করা অপেক্ষা গৃহাশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যা, জপোপবাস ও জগদীশ্বরের উপাসনায় কাল যাপন করা তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ বিধেয়। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর সঙ্গে গমন করিব বলিয়া মনে মনে যে আশালতা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তাহা একেবারে উন্মূলিত হইল দেখিয়া, অতিশয় ব্যাকুল হইলেন; নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল; কি করিবেন, কি উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ কাল পরে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, নাথ! তুমি কি নিতান্তই আমাকে পরিত্যাগ করিবে স্থির করিয়াছ? স্ত্রীবধ যদি পরমহংসের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে আর কিছু বলিতে চাহি না; তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাই কর; আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। এই বলিয়া গৌরা-

ঙ্গের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গৌরাঙ্গ অন্যান্য সকলের নিকট বিদায় লইয়া পুরুষোত্তমধাম যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ মুকুন্দানন প্রভৃতি কয়েক জন তাঁহার অনুগামী হইলেন। তাঁহার বিরহানলে শান্তিপুরবাসী জনগণ বনদগ্ধ হরিণের ন্যায়, জলশূন্য সরোবরের জলচরের ন্যায়, হাহাকার করিতে লাগিল। গৌরাঙ্গচন্দ্র স্থানে স্থানে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ অর্থাৎ সেবা গ্রহণ করিয়া কয়েক দিবসের পর এক নদী-তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি স্বভাবতই কখন কখন ঈশ্বর-চিন্তায় বাহ্যজ্ঞানরহিত হইতেন; এখানে সেইরূপ সমাধিতে তাঁহার মন নিবেশিত হইলে ঐ সময় নিত্যানন্দ তাঁহার দণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া নদীর প্রবাহে নিক্ষেপ করিলেন; তদবধি ঐ নদীর দণ্ডভাঙ্গা নাম হইল। সমাধিভঙ্গ হইলে গৌরাঙ্গ চন্দ্র দণ্ড কই বলিয়া ইতস্ততঃ নেত্রপাত করাতে নিত্যানন্দ বিনীত হইয়া বলিলেন ভগবন্! ভবাদৃশ সর্ব্বত্যাগী মহাযোগীর হস্তে দণ্ড রাখিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া, আমি উহা এই নদীনীরে নিক্ষিপ্ত করিলাম। ইহা শুনিয়া তিনি সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমাদের সহিত গমনের আর প্রয়োজন নাই। হয় তোমরা অগ্রে গমন কর, কিম্বা আমিই অগ্রসর হই, তোমরা পশ্চাতে যাইও। প্রভুর এই নিগ্রহ বাক্যে সকলে সাতিশয় বিষাদিত হইলেন। এবং উহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাঁহার ক্রোধানল প্রবল হইয়া উঠিবে এই আশঙ্কায় সকলে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। তথা হইতে একাকী প্রস্থান করত মহাতীর্থ শ্রীক্ষেত্র

ধামে উপস্থিত হইয়া পরম পুলকিত চিত্তে দেবাদিদেব জগন্নাথ দেবের আলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন এবং নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন মাত্র ভাবে উন্মত্ত হইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিবা মাত্রই হঠাৎ মূর্চ্ছা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাঁহার স্বর্ণকান্তি শরীর ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। নিশ্বাস প্রশ্বাস স্তব্ধ ও নয়ন নিমেষশূন্য হইল দেখিয়া, তত্রত্য সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিবেচনা করিল বুঝি এই মহাপুরুষ পরম পুরুষ জগন্নাথ দেবকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রাণ সমর্পণ করিলেন। ঐ পুণ্যক্ষেত্রনিবাসী গুণরাশি সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যিনি অদ্বিতীয় শাস্ত্রদর্শী বলিয়া তৎকালে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ঐশিক ভক্তির অসাধারণ শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং অতি ত্বরায় সুশীতল জল লইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিয়া তালবৃন্ত দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে জগৎস্বামী জগন্নাথ দেবের ভোগের সময় উপস্থিত হইলে এক সুশয্যাবিস্তৃত পালঙ্কে শয়ন করাইয়া ছাত্র দ্বারা আপন আলয়ে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার নাসিকারন্ধ্রের নিকট তৃণ ধরিয়া সূক্ষ্ম বিবেচনা দ্বারা দেখিলেন নিশ্বাস বহিতেছে; তখন জীবিত আছেন নিশ্চয় বুঝিয়া জীবনের প্রত্যাশায় প্রাণপণে মূর্চ্ছা নিবারণোপযোগী নানা প্রকার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নিত্যানন্দ চন্দ্র ও মুকুন্দানন্দ প্রভৃতি গৌরাঙ্গের ভক্ত, জগন্নাথ দেবের নিকেতনের নিকট পৌঁছিলে, নবদ্বীপ-

নিবাসী গৌরাঙ্গপরায়ণ গোপীনাথ আচার্য্য, যিনি তৎপূর্ব্ব হইতে তথায় অবস্থিত ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আচার্য্য আগমনবার্ত্তা বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং গৌরাঙ্গের অন্বেষণে পুরীমধ্যে প্রবেশিয়া পরম্পরায় জানিলেন, এক অলৌকিক রূপধারী মহাপুরুষ এই রূপ মূর্চ্ছাপন্ন হইলে ধার্ম্মিকবর সার্ব্বভৌম মহাশয় অতিশয় যত্নপূর্ব্বক আপন আলয়ে লইয়া গিয়াছেন; তখন পরম ভাগবত গৌরাঙ্গচন্দ্র ভিন্ন এরূপ অসম্ভব ঘটনা অন্যের কখনই সম্ভবে না; এই বিবেচনা করিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে সমভিব্যাহারে করিয়া অতিত্বরায় ভট্টাচার্য্যের আলয়ে গিয়া দেখিলেন, মহাপ্রভু মূর্চ্ছাগত, আচার্য্য তাঁহার জীবন প্রত্যাশায় হতাশ হইয়া ধরায় পতিত ও তাঁহার স্বজনগণ মূর্চ্ছারোগের নানাবিধ ঔষধ লইয়া নাসাগ্রে বারম্বার প্রদান করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চৈতন্যোদয় হইতেছে না; এই প্রকার দেখিয়া তাঁহারা মন্ত্রণা করিয়া সুমধুর স্বরে হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। উপযুক্ত ঔষধ হরিনাম মহামন্ত্র কর্ণকুহরে প্রবিষ্টমাত্রে চকিতনয়নে গাত্রোত্থান করিলেন। এই অসম্ভবনীয় ব্যাপার দেখিয়া তত্রত্য সকলে চমৎকৃত হইয়া অসংখ্য ধন্যবাদ করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরমানন্দিত হইয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত ভিক্ষা গ্রহণ অর্থাৎ আহারের অনুরোধ করিলেন। গৌরাঙ্গচন্দ্র সম্মত হইলে জগন্নাথ দেবের বিবিধ প্রকার উপাদেয় মহাপ্রসাদ আনিয়া সুবর্ণপাত্রে স্থানে স্থানে পরিবেষণ করিলেন।

গৌরাঙ্গ ও তদীয় সহচরগণ প্রার্থিত বস্তু ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলেন। অনন্তর ভট্টাচার্য্য গোপীনাথ আচার্য্যকে জিজ্ঞাসিলেন, যাঁহার দ্বারা হরিনামের ফল প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইল, যাঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয়সরোবর ভক্তিনীরে পরিপূর্ণ হইয়াছে; তিনি কে, কোথায় বসতি, এবং কাহার নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, সবিশেষ পরিচয় দ্বারা আমার কৌতুকাবিষ্ট চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর। আচার্য্য আনুপূর্ব্বিক পরিচয় প্রদান করিলে ভট্টাচার্য্য কহিলেন, ইনি যে সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাকে শাস্ত্রসম্মত মধ্যম কল্প বলা যায়, কিন্তু এরূপ মহাপুরুষ মধ্যম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকা বিচারসঙ্গত নহে; অতএব অভিলাষ করি যদি অভিপ্রায় হয়, তবে পুনরায় সংস্কার করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম যে নিরাকার নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা, যাহা নির্ব্বাণমুক্তির এক মাত্র কারণ, তদ্বিষয়ক কিছু উপদেশ প্রদান করি। আচার্য্য বলিলেন ইহাঁকে কি আপনার প্রাকৃত মনুষ্যই বোধ হইতেছে, না উপদেশ গ্রহণের উপযুক্তই বিবেচনা হইতেছে; ইনি যে জীবের হিত সাধন হেতুক হরিনামের মাহাত্ম্য বর্দ্ধন জন্য অস্মদিগকে কৃতার্থ করিবার সাক্ষাৎ জগদীশ্বর, এই জগন্মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া নবদ্বীপ ধাম, বৃন্দাবন ধাম তুল্য করিয়াছেন তাহা কি আপনার অনুভূত হইতেছে না? হায়! কি আশ্চর্য্য! কি পরিতাপের বিষয়! ভবাদৃশ শাস্ত্রবিৎ পুরুষের চিত্ত এরূপ অন্ধকারময় যে অলৌকিক কীর্ত্তি অমানুষিক

মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়াও যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইতেছে না? যাহা হউক আপনকার বিবেচনায় আমি সাতিশয় বিস্মিত হইলাম। ভট্টাচার্য্য ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন বৎস! বালকেরা সুপণ্ডিত হইলেও কোন একটি চমৎকার দেখিলে ক্ষীণবুদ্ধিবশত ঈশ্বর কিম্বা ঐশ্বরিক শক্তি ব্যতিরেকে তাহার যথার্থ কারণানুসন্ধান করে না; তুমি তজ্জন্যই যাহা বল, নচেৎ যে কথা বলিলে তাহা অত্যন্ত অলীক; কেননা আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বই সর্ব্ববাদিসম্মত নহে; দ্বিতীয় কোন কোন শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে সাকার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা পূর্ব্বক দেখিলে তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ জন্মে, তবে শাস্ত্রসম্মত কথা না মানিলে শাস্ত্রের অপমান হয় ও তাহা হইলে অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খল হওনের সম্ভাবনা; সুতরাং কথঞ্চিৎ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এক বুদ্ধ অবতার ও কল্কি অবতার ব্যতিরেকে কলিযুগে আর কোন অবতারের প্রসঙ্গই কোন শাস্ত্রে দেখি না। এমত স্থলে এই মহাপুরুষ গৌরাঙ্গ চন্দ্রকে ঈশ্বরের অবতার বিবেচনা করা বুদ্ধির তারুণ্য ব্যতীত আর কি বলিতে পারি? আচার্য্য মহাশয় আপনার অদূরদর্শিতা প্রযুক্তই কি দুর্ভাগ্য বশতই অথবা বার্দ্ধক্য হওয়াতে বুদ্ধির অল্পতা জন্যই, না জানি কি জন্য এই ভ্রান্তিমূলক কথা কহিতেছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্রকে প্রামাণ্য করিলে এবিষয়ের ভূরি প্রমাণ দর্শাইতে পারি, তথাহি। যখন বসুদেব রাম কৃষ্ণের নাম রাখিবার নিমিত্ত গর্গ মুনিকে পাঠাইয়া ছিলেন তিনি নন্দালয়ে

উপস্থিত হইয়া জন্মবিধি নাম করণক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক নন্দকে কহিলেন মহারাজ! "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতে নু যুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানিং কৃষ্ণতাং গত।" এই বালকের যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন তনু হইয়া থাকে ইনি কখন শুক্ল কখন রক্ত কখন পীত রূপ ধারণ করিয়া থাকেন এক্ষণে ইনি কৃষ্ণ রূপ ধারণ করিয়াছেন, ইহা ভাগবতের দশম স্কন্ধে লিখিত আছে যদ্যপি যুগচতুষ্টয়ের মধ্যে ভগবানের অনেক অবতার হইয়া থাকে তথাপি যুগ-চতুষ্টয়ে বহু অবতার মধ্যে এই চারি অবতারই প্রধান। যে যুগের যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্ম স্থাপনই, সেই যুগে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে লিখিত হইয়াছে।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতু হরিকীর্ত্তনাৎ। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে হরিনাম সংকীর্ত্তনই কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম এবং গৌরাঙ্গ তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। একাদশ স্কন্দে আর-ও লিখিত আছে "কলাবপিতথা শৃনু বলিয়া বিদেহ নগরে বিদেহ রাজ প্রতি কবিহরি অন্তরীক্ষ প্রভৃতি ঋষিগণ কলিতে যে সকল অবতার হইবে তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ।" অস্যার্থ কৃষ্ণ বর্ণ অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণবর্ণ অথবা কৃষ্ণং বর্ণয়তীতি অর্থাৎ কৃষ্ণকে যিনি বর্ণনা অর্থাৎ জল্পনা করেন তিনিই কৃষ্ণ বর্ণ। ত্বিষা

কৃষ্ণং অর্থাৎ ত্বিক পদে কান্তি তদ্দ্বারা তিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ নহেন, তদ্ভাবং অর্থাৎ ইহাতে এই ভাব নিষ্পন্ন হইতেছে যে অকৃষ্ণ অর্থাৎ অন্তঃশ্যামবহির্গৌরঃ সাঙ্গ পদে নিত্যানন্দ, উপাঙ্গ পদে অদ্বৈত অস্ত্রপদে হরিনাম পার্ষদ পদে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ এই পুরুষকে সুমেধস অর্থাৎ মহাত্ম সকল সঙ্কীর্ত্তন প্রায় সঙ্গে যাজন করেন। বায়ুপুরাণে সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গ শ্চন্দনাঙ্গদী সংন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ। স্কন্দপুরাণে মুণ্ডী গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গ ত্রিস্রোত স্তীরসম্ভবঃ দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে। নারদীয় অন্তঃ কৃষ্ণো বহি গৌরঃ সাঙ্গো পাঙ্গাস্ত্র পার্ষদঃ শচী গর্ভে সমাপ্লুয়াৎ মায়া মানুষ কর্ম্মকৃৎ। পরস্পর এই প্রকার তর্ক বিতর্ক হওয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রবণ করিয়া ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন মহাশয়! আপনি সুবিজ্ঞ হইয়া এক নিতান্ত অপ্রামাণিক কথায় গোপীনাথের সহিত অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা কেন করিয়াছেন? প্রার্থনা করি অনুকম্পা প্রকাশিয়া সারগর্ভ উপনিষদ বেদান্ত কিঞ্চিৎ আমাকে শ্রবণ করাইয়া চরিতার্থ করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে তবে বিলম্বের প্রয়োজন নাই অদ্যই আরম্ভ করুন; শুনিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে! আচার্য্য অভিপ্রায়ানুরূপ মধুর বচন শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া উৎসাহ পূর্ব্বক পরমেশ্বর যে আকারশূন্য কারণশূন্য নিষ্ক্রিয় ইন্দ্রিয়াদির অগোচর পদার্থ ও তাঁহার আকার কোন মতেই সম্ভবে না; সাকার চিন্তা কেবল অজ্ঞানতার কার্য্য ও নিষ্ফল এতদ্বিষয়ের বহু প্রমাণ ও যুক্তি দর্শাইয়া ক্রমাগত সপ্তাহ

কাল উপদেশ দিলেন। প্রাজ্ঞবর গৌরাঙ্গচন্দ্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিলেন অষ্টম দিবসে আচার্য্য বলিলেন ভগবন্! আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বেদান্তসার কিয়দংশ শ্রবণোৎসুক হওয়াতে আমি পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া কয়েক দিন হইল যথোচিত পরিশ্রম পূর্ব্বক যথাজ্ঞান বলিয়া আসিতেছি; আপনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন; কোন কথাই কহিতেছেন না; অতএব জিজ্ঞাসা করি আমার পরিশ্রম কি বিফল হইতেছে; আপনি কি কিছুই বুঝিতেছেন না, কি অমনোনীত প্রস্তাবে সংশয়ারূঢ় হইয়া কর্ণপাত করিতেছেন না বুঝিতে পারি না। যাহা হউক বুদ্ধির অগম্য কি অমনোগত অথবা সন্দেহযুক্ত প্রস্তাব হইলে নিস্তব্ধ হইয়া থাকা অপেক্ষা জিজ্ঞাসা করাই শ্রোতাদিগের কর্ত্তব্য ও কল্যাণকর সন্দেহ নাই। গৌরাঙ্গ বলিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! যাহা বলিতেছেন সত্য বটে: কিন্তু কথঞ্চিৎ দুই এক শ্লোকে অর্থের বৈপরীত্য কি সন্দেহ বোধ হইলে উত্তর প্রতি উত্তর করা শ্রেয়স্কর; যে হেতুক তাহাতে সদর্থ ও ভাবের চমৎকারিত্ব জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা। এই অশ্রুত কথা শ্রবণ করিয়া সাহঙ্কৃত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মনে মনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা আমাকে শাস্ত্রীয় সন্দেহ ভঞ্জনের এক অদ্বিতীয় পুরুষ স্থির করিয়াছেন আর আমি স্বয়ং মনোযোগ পূর্ব্বক সপ্রমাণ উপদেশ দিতেছি, তাহাতেও যখন সন্দেহ রহিতেছে, তখন আপনার প্রণিধান শক্তি অত্যন্ত হীনা ব্যতীত আর কি

বলিতে পারি? যাহা হউক বুঝিলাম আমার পরিশ্রম বৃথা হইতেছে। এই কথা বলিয়া পাঠ স্থগিত রাখিলেন; কিন্তু তিনি ধারাবাহিক যে সকল শ্লোক যে রূপ ব্যাখ্যা করিয়া যুক্তির সহিত স্বমত সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তৎসমুদায় শুনিবামাত্র গৌরাঙ্গের কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। আচার্য্যের শ্লোকযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আনুপূর্ব্বিক অবিকল সমস্ত ব্যক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্লোকের অর্থে অপণ্ডনীয় বহুদোষ প্রদর্শন করাইলেন। আচার্য্যমহাশয় তাঁহার বিদ্যার আতিশয্য দেখিয়া চমৎকৃত ও নিরুত্তর হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনকার নিকট যেমন গর্ব্ব করিয়াছিলাম, তৎসমুচিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রার্থনা করি করুণাবলোকনপূর্ব্বক প্রস্তাবিত বচননিচয়ের স্বরূপার্থ সমন্বয় দ্বারা যাহা নির্ণীত হয়, অবগত করিয়া আমার মনের অন্ধকার বিনষ্ট করত এই মহারাষ্ট্র মহাপ্রদেশের চিরস্মরণীয় হউন। তখন গৌরাঙ্গচন্দ্র এক শ্লোক আবৃত্তি করিয়া এক রূপ ব্যাখ্যা করিলেন। আচার্য্য শ্রবণে সন্তোষ প্রকাশ করিলে তাঁহাতে দোষ দৃষ্ট করাইয়া দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন ও তাহাতে ভাবের চমৎকারিত্ব বোধ করিয়া অধিক আহ্লাদিত হইলে পুনরায় দোষারোপ করিয়া আর এক রূপ, এই রূপ প্রত্যেক বচনের নানারূপ অর্থ করিয়া পরিশেষে গ্রন্থকারের অবিরোধি অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যুক্তির সহিত সপ্রমাণ করিলেন যে পরমেশ্বর যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন লোকের ঈশ্বর; যাঁহার কটাক্ষ দ্বারা পুনঃসৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে, যাঁহা হইতে এই জগতে কত

কত অত্যাশ্চর্য্য অত্যভাবনীয় মনোবুদ্ধির অগোচর পদার্থ সকলও অনায়াসে নেত্রগোচর হইতেছে; তিনি যে ইচ্ছা হইলে স্বয়ং শরীরী হইতে পারেন না এ কথা নিতান্ত অলীক এবং পৌরাণিক পণ্ডিতেরা ভক্তদিগের দর্শন দিবার জন্য ইত্যাদি যে সকল কারণ দর্শাইয়া তাঁহাকে সাকার স্থির করিয়াছেন, তাহা অতি সুসঙ্গত ও বিশ্বস্ত সন্দেহ নাই। মহাপুরুষ গৌরাঙ্গচন্দ্রের মুখোদ্গীরিত সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত উল্লিখিত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের চিরকালের দৃঢ় সংস্কার এক কালে দূরীভূত হইল। অমনি স্মেরোৎফুল্ললোচনে গৌরাঙ্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিলক্ষণরূপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবে মোহিত ও অবশাঙ্গ হইয়া ধরায় পতিত ও মূর্চ্ছাগত হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে চৈতন্যোদয় হইলে চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন হায় আমি কি মূঢ়চিত্ত আমার কি কলুষিত বুদ্ধি যে স্বয়ং করুণানিধান প্রধান পুরুষ করুণা করিয়া সম্মুখে বিরাজমান হইয়াছেন, তথাপি ভ্রান্তি দূর হয় নাই। ঈশ্বর আকারবিশিষ্ট নহেন বলিয়া ঈশ্বরকে উপদেশ দিতেছিলাম, আমার জীবনে ধিক, বিবেচনায় ধিক্ এবং অধ্যয়নেও ধিক্। আমার ন্যায় অভাজন দ্বিতীয় নাই। প্রাজ্ঞে অভিমান কেবল অজ্ঞতাজন্যই। এই রূপ পরিতাপ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া গৌরাঙ্গচন্দ্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, ঐ সময়ে ভগবান্ গৌরাঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে কৃতার্থ করিবার মানসে ষড়্ভুজ মুর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক এই কথার জনরব হইবার

তদ্দেশীয় বৌদ্ধমতাবলম্বী প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ও অন্যান্য অনেকেই কুতূহলাক্রান্ত হইয়া দর্শনাভিলাষে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক বিচার করিতে লাগিল। তিনি প্রায় সকলকেই এক এক কথায় নিরুত্তর করিয়া স্বমত সংস্থাপনপূর্ব্বক হরি আরাধনায় উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহারা পরম উপকৃত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। এই প্রকার কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গচন্দ্র নিত্যানন্দ প্রভৃতি সহচরদিগকে বাটীপ্রত্যাগমনের অনুমতি করিলেন। অসম্মত হইলেও নীলাচলে অবস্থিত হইতে অনুজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের অনুরোধে কৃষ্ণদাস নামক এক মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়মতে বিদ্যানগরের অধিপতি পরম জ্ঞানী শূদ্রমণি হরিপ্রেমাশক্ত রায় রামচন্দ্রকে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ বিতরণে কৃতার্থ ও পথি মধ্যে কুষ্ঠপীড়ায় আক্রান্ত শীর্ণ কলেবর বাসুদেব নামক এক বিপ্রকুমারকে দর্শন দিবা মাত্র ব্যাধি হইতে বিমুক্ত ও দক্ষিণ প্রদেশীয় সমুদায় তীর্থ পর্য্যটন এবং তৎপ্রদেশীয় সমুদায় মনুষ্যকে একমতাবলম্বী অর্থাৎ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ রত্ন বিতরণ দ্বারা কৃষ্ণপরায়ণ করিয়া পুরুষোত্তম ধামে পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, দ্বারাবতী, দ্বারকা, শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি যাবতীয় পুণ্যক্ষেত্র পরিক্রম ও কাশীবাসী তাঁহার বিদ্বেষী দণ্ডী পরমহংস প্রভৃতির প্রতি প্রসন্ন হইয়া

স্বমতের অধীন ও দক্ষিণ প্রদেশের ন্যায় ঐ প্রদেশীয় আপামর সাধারণ সমুদয়কে কৃষ্ণপরায়ণ করিয়া এবং প্রয়াগে রূপ গোস্বামী ও কাশীতে সনাতন গোস্বামী এই মহোদয়দ্বয়কে যথানিয়মে দণ্ডগ্রহণ ও যোগ শিক্ষা করাইলেন। এই প্রকার তীর্থ পর্য্যটনে ষড়্‌বর্ষকাল অতিবাহিত হইলে শ্রীক্ষেত্র ধামে অধিষ্ঠিত হইয়া কখন ভক্তবৃন্দের সহিত গীতচ্ছলে উচ্চৈস্বরে হরিকীর্ত্তন, কখন জীবের হিতসাধনহেতুক সদুপদেশ বিতরণ, কখনবা ধ্যানে মনন ইত্যাদি প্রকারে দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত করিয়া আত্মরূপ নিত্যানন্দকে কহিলেন সখে! তুমি স্বদেশে গমন করিয়া দারপরিগ্রহ কর আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম তোমার বংশাবলি নাথাকিলে গৌরমণ্ডলস্থ সমস্ত লোক উপদেষ্টাভাবে ক্রমে অজ্ঞানকূপে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে। আমাদিগের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ পরিতাপের বিষয়। কেন না জ্ঞানরত্ন বিতরণ করাই আমাদির প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব তুমি একথায় দিরুক্তি না করিয়া অনুমতি প্রতিপালনে সত্বর হও। পরন্তু নিত্যানন্দচন্দ্র যে রূপ অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট নিস্পৃহ পুরুষ ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। সে স্থলে যে তিনি রিপুপরায়ণ কি সুখাভিলাষী হইয়া বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা কোন মতেই বিবেচনাসিদ্ধ নহে; তবে গৌরাঙ্গের অনুমতি প্রতিপালনে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন; বোধ করি তজ্জন্যই কি তদপেক্ষা কোন উচ্চতরাভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্তই হউক, গৌরাঙ্গের নিকট সম্মতি প্রকাশ করিয়া নীলাচল

হইতে খরদহ গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। কিয়দ্দিন পরে তাঁহার এক প্রধান ভক্ত উদ্ধরণ দত্তের প্রযত্নে অম্বিকার সন্নিহিত গাররা নিবাসী গুণরাশি সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুহিতা পরম রূপবতী বসুদেবীর সহিত শুভ সম্বন্ধ নির্দ্ধার্য্য হইয়া দিনধার্য্য হইলে, উদ্বাহোপলক্ষে গাররা গ্রামে গমন করিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের গ্রামবাসী জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতি জনগণ শুনিয়া বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়! ভাল বিবেচনা করিয়াছেন; এই অত্যল্পবয়স্ক বহুপরিবারপরিবেষ্টিত খড়দহের আদিমবাসী পুরুষ; ইনি উদাসীন হইয়া অধিক দিন থাকেন নাই। উদ্ধরণ দত্ত প্রভৃতি হীন জাতির অন্ন ভক্তির সহিত প্রাপ্ত না হইলে ভক্ষণ করেন নাই; অতএব এই অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী মহাজ্ঞানী পুরুষকে কন্যা সম্প্রদান করাই কর্ত্তব্য বটে। আপনি সমারোহ পূর্ব্বক শুভকার্য্য সম্পন্ন করুন; স্বরায় জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন সন্দেহ নাই। পণ্ডিত মহাশয় এইরূপ বহুবিধ শ্লেষবাক্য শুনিয়াও সন্দিগ্ধ হইলেন না। বলিলেন ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের যেমন জ্ঞান ও যেরূপ বিবেচনা, তদনুযায়ী বলিলে; কিন্তু আমি জানি নিত্যানন্দচন্দ্র সাধারণ মনুষ্য নহেন; তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়; সুতরাং তাহা অবশ্যই করিব; তোমাদিগের প্রতিকূলতায় অভিপ্রেত কার্য্যে কদাচ ভগ্নোৎসাহ হইব না। অতএব প্রার্থনা করি তোমরা এসকল কথার আর আন্দোলন করিও না। নিত্যানন্দচন্দ্রের শ্রবণগোচর হইলে অভিলষিত কার্য্যে সম্পূর্ণ বিঘ্ন জন্মিবার সম্ভাবনা। এই বলিয়া উৎসাহ পূর্ব্বক

শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহার বান্ধবগণ বিষণ্ণ হইয়া বিবেচনা করিলেন ইহাকে আর এবিষয়ের অনুরোধ করা বিফল দেখিতেছি। ইনি উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন, কোন ক্রমেই কথা রক্ষা করিবেন না; কিন্তু আমাদিগের বিদ্যমানতায় এরূপ অসদৃশ ঘটনা হওয়া নিতান্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়; অতএব একবার উদ্ধরণ দত্তের নিকট নিত্যানন্দের নিন্দা-সূচক জল্পনা করিয়া দেখা যাউক। যদি তৎশ্রবণে অপমানিত হইয়া পাণিগ্রহণ না করেন, তবেই কুলমর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে; নতুবা আর উপায় দেখি না। এই মন্ত্রণা করিয়া দত্তকে আহ্বান পূর্ব্বক নিত্যানন্দের বহুতর দোষের কথা কহিয়া কন্যা-দানের অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দ শ্রবণে ক্রোধা-বিষ্ট না হইয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার অলৌকিক কার্য্য দেখাইলেন। তখন সকলে চমৎকৃত হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিত্যানন্দের নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং উৎ-সাহ পূর্ব্বক উপস্থিত থাকিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইয়া পরমান-ন্দিত হইল। পণ্ডিত মহাশয় মনোনীত কার্য্য সম্পাদন অর্থাৎ তনয়াদান করিয়া আহ্লাদে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। তাঁহার জাহ্নবা নাম্নী অবিবাহিতা আর এক তনয়া ছিল; তাহাকেও যৌতুকস্বরূপ সমর্পণ করিলেন। নিত্যানন্দচন্দ্র কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে সে যামিনী যাপন করিয়া পরদিবস সস্ত্রীক হইয়া গৃহে গমন করিলেন। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বিদায় করিয়া পার্থিব সুখে নিস্পৃহ হইয়া সর্ব্বদা রাধা কৃষ্ণের উপাসনায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক কিছুকাল যাপন করিয়া পরিশেষে অন্ত-

চত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই-রূপ কথিত আছে যে, তিনি স্বয়ং পাদচারে গোপীনাথ দেবের মন্দিরে যাইয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেম। এই এক প্রকার গৌরাঙ্গচন্দ্রের জন্মাবধি লীলা সম্বরণ পর্য্যন্ত প্রকটিত হইল।

গোস্বামিদিগের গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে যেরূপ বর্ণন আছে তৎসমুদায় বিস্তারিত করিয়া লিখিতে হইলে গ্রন্থ অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং বহুকাল ও বহুব্যয়সাধ্য হয়। বিশেষতঃ অস্মদাদির তাহা উদ্দেশ্যও নহে। তবে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, গৌরাঙ্গ হইতে ভেকাশ্রমের সৃষ্টি, সে তাহাদের অজ্ঞাততা জন্যই, বাস্তবিক নহে; তাহাই সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত প্রসঙ্গাধীন কিঞ্চিৎমাত্র লিখিলাম। তিনি শাস্ত্রসম্মত দণ্ডগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হরিনামই যে ব্রহ্ম ও তাঁহার আরাধনাই স্বর্গাদির একমাত্র কারণ, এই দৃঢ় প্রতীতি হওয়াতে অবিরত তাহাই করিয়াছিলেন ও তদ্বিষয়ক উপদেশও সর্ব্বসাধারণকে দিয়াছিলেন। এতাবন্মাত্র মহাত্মা নিত্যানন্দচন্দ্র হইতে ভেকাশ্রমের সৃষ্টি। ইহা গোস্বামিদিগের শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসিদ্ধও বটে। যেহেতু তদ্বংশীয় গোস্বামী প্রভুরা অদ্যাপি কেহ ভেকাশ্রম অবলম্বন করিলে কি ভেকাশ্রমী হইয়া দার পরিগ্রহ কিম্বা পরিণীতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে মর্য্যাদা অথবা কর-স্বরূপ সপাদ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং ঐ আশ্রমি-দিগের মরণান্তে উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাহাদের ধনস-

স্পাত্যাদি সমুদায় অধিকার করেন। অন্যের কথা কি আমাদিগের মহাপুরুষ রাজপুরুষেরাও এপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করেন নাই। যাহা হউক তিনি যে অভিপ্রায় ও যে কারণে এই আশ্রমের কল্পনা করিয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত অনতি পরেই লিখিতেছি; পাঠক মহাশয়েরা পাঠ করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহার অভিপ্রায় কদাচই মন্দ নহে।

নিত্যানন্দচন্দ্র গৃহস্থাশ্রমে প্রবৃত্ত হইলে কিছুদিন পরে তাঁহার পত্নী বসুধাদেবীর গর্ভে বিরভদ্র নামক পুত্র ও গঙ্গানাম্নী কন্যা জন্মিয়াছিল। বীরভদ্রের বৃত্তান্ত পশ্চাতে কিঞ্চিৎ লিখিব। তাঁহার শ্যালি জাহ্নবা যাঁহাকে যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার অপরূপ রূপকূপে পতিত হইয়া কন্দর্পসর্পদংশনে সাতিশয় ব্যাকুলা হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন হৃদয়! এত চঞ্চল হইতেছে কেন; মহামন্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ ভিষগবরের নিকটেই আছ; কোন ক্রমেই প্রাণবিয়োগের সম্ভব নাই। সময় বুঝিয়া জ্ঞাত করিলে অবশ্যই অনুকূল হইয়া উপযুক্ত চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন; এক্ষণে প্রাপ্তির উপায় চিন্তা কর। এই বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন নিত্যানন্দের যে প্রকার আশ্চর্য্য কার্য্য, সৌন্দর্য্য, অসাধারণ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, অলৌকিক ক্ষমতা এবং মনোহর মূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহাতে কোন ক্রমেই সমান্য মানব বোধহয় না; কোন মহাপুরুষ হইবেন সন্দেহ নাই। অপিচ পিতা আমাকে এক প্রকার এই মহাত্মাকে দান করিয়াছেন; অতএব ইহাঁকে মধুর ভাবে উপাসনা করিলে কোন

মতেই ধর্ম্মপথে বিঘ্ন জন্মিতে পারে না, বরং সময়ে সময়ে সকল ভাবের উদয় হইয়া ইহলোকে পরম সুখ পরলোকে সদ্গতি হওনের সম্ভাবনা; কিন্তু মধুর ভাবের ভাবুক হইলে যে সহসা কৃপা করিবেন এমন যোগ্য পাত্রী আমি নহি; অতএব প্রথমতঃ দাস্যভাব অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। এই মনে করিয়া চিরক্রীত সেবিকার ন্যায় অহরহ আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া সেবা ও শুশ্রূষাদি মনোরম কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন বিশেষরূপ স্নেহভাজন হইয়াছি, এক্ষণে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলে নিতান্ত তাচ্ছীল্য করিতে পারিবেন না; তখন নেত্রভঙ্গি দ্বারা ও কৌতুকচ্ছলে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন; নিত্যানন্দচন্দ্র উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া মনে মনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া প্রথমতঃ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পরিশেষে ঐকান্তিক আগ্রহ ও ভক্তির আতিশয্য দেখিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরন্তু এই সকল ঘটনা হওয়াতেও তিনি জনসমাজে কোন অংশেই অসমাদৃত হইলেন না। লোকাতীত কীর্ত্তিগুণে পরম পূজ্যই রহিলেন। খরদহবাসী ও তৎপ্রদেশীয় অনেকেই তাঁহাকে ঈশ্বরের অংশাবতার জ্ঞান করিয়া ঐকান্তিক ভক্তি করিতে লাগিল। বিশেষতঃ কতকগুলি শূদ্রকুলোদ্ভব মনুজেরা সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া অবিরত তাঁহারই উপাসনায় কালক্ষেপ করিতে লাগিল। পরম দয়ালু শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র তাহাদিগের প্রগাঢ় ভক্তিতে সাতিশয় বাধিত হইয়া একদিন বিবেচনা করিলেন এই ভক্তবৃন্দের পারলৌকিক সুখের কোন বিশেষ উপায় করা আমার সর্ব্বতোভাবে

কর্ত্তব্য ও তাহা করিলে ইহাদিগের ভক্তির স্বার্থকতা হয়; কিন্তু জগদীয় সমুদয় বাহ্য বস্তুতে অনাসক্ত ঐন্দ্রিয়িক সুখ হইতে স্বতন্ত্র ও রিপুসকলের নিকট বিশেষ রূপ বিজয়ী হইয়া অভি-নিবিষ্ট চিত্তে ঈশ্বরের আরাধনা করাই সেই পরম সুখের এক অদ্বিতীয় উপায়, তজ্জন্য অর্থাৎ বাহ্যবস্তুতে অনাসক্তি প্রভৃতির নিমিত্ত পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা সন্ন্যাসাদি আশ্রম কল্পনা করিয়া যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা অতি সঙ্গত বলিতে হইবে; কেন না মনুষ্য সকল সহসা রিপুচয় পরাজয় ও বিষয় বাসনাদি পরিত্যাগ কোন ক্রমেই করিতে পারে না; তবে ঐ সকল আশ্রম আশ্রয় করিলে যদিচ মনের সহিত না হউক, আপাততঃ নিয়মের অধীন হইয়া এই কার্য্য আশ্রমের বিপ-রীত, আমার পক্ষে অতি বিরুদ্ধ, করিতে হইলে উপহাসাস্পদ হইব, ইত্যাকার জ্ঞানে অনেক মায়াময় কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে এবং ক্রমশঃ অভ্যাসবশতঃ মানবের বশীকরণ ও যথার্থ বৈরাগ্য ভাবের উদয় হইয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের উপা-সনা করিয়া পারলৌকিক সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারে সন্দেহ কি! কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য ব্যতিরেকে ঐ সকল আশ্রমের অধিকারী নহে ও তাহাদিগের কেবল দ্বিজ সেবাই ধর্ম্ম বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাতে গ্রন্থকারদিগের অভিপ্রায় কি বলিতে পারি না; ফলিতার্থ তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুযায়িনী মীমাংসা কোন ক্রমেই বোধ হইতেছে না, যেহেতু মনুষ্য এক জাতি ও এক হইতে উৎপন্ন, তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইত্যাদি জাতিভেদ ও উত্তম মধ্যম

অধম ইত্যাদি শ্রেণীভুক্ত হওয়ার আদিকারণ এই মাত্র বোধ হয় যে, আদি পুরুষদিগের জ্ঞান বুদ্ধি ও সদসৎ কর্ম্মের তারতম্য দ্বারা এইরূপ কল্পনা হইয়াছে। নতুবা এস্থলে আর কিছুই সম্ভবে না। অতএব সেই সমস্ত কারণ অর্থাৎ জ্ঞান বুদ্ধির অল্পতা, কি অকর্ম্মবশতঃ কনিষ্ঠ অর্থাৎ শূদ্র আখ্যা লব্ধ যে আদি পুরুষ, যদি ঈশ্বরের আরাধনার যোগ্য শ্রেণীতে অগণ্য হইয়া থাকেন, হউন; কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার বংশাবলিতে কস্মিন্ কালে কেহ সৎপুরুষ জন্মিলেও যে সন্ন্যাস অবলম্বন অর্থাৎ সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হইবার অধিকারী হইবে না ও যাবজ্জীবন কেবল বিপ্রদাস হইয়া কালক্ষেপ করিবে ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক কথা। অতএব বিবেচনা করিয়া এতদ্বিষয়ে কোন নূতন প্রথা প্রচলিত করিলে পরম ভক্তবৃন্দবৃন্দ পারলৌকি বিষয়ে বিশেষ উপকৃত হইতে পারে কিন্তু সন্ন্যাসাদির প্রথা প্রচলিত করিতে হইলে শাস্ত্রের অবমানতা হয়, এই অনুমান করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভেকাশ্রমের সৃষ্টি করিয়া মুরারি, চৈতন্য দাস, যদুনাথ, পুরুষোত্তম দাস, উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে ভেকধারি করিলেন। তাহারা তাঁহার আদেশানুসারে সংসারকে অসার বিষবোধে পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারকে পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব বৈরাগ্য এই অত্যুৎকৃষ্ট উপাধিদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া অহিংসা পরমোধর্ম্ম রক্ষণে যত্নবান্ হইল এবং কৌপীন পরিধান, গাত্রে হরিনামাঙ্কিত, ভালে তিলক, শিরে শিখা মাত্র ধারণ করিয়া একান্ত ভক্তি সহকারে হরিনামামৃত

পানে নিমগ্ন হইল। সেই প্রশান্তমূর্ত্তি অযাচক পরম বৈষ্ণব-দিগকে দেখিয়া অনেকেরই হৃদয় বৈরাগ্যভরে আন্দোলিত হইয়াছিল ও অনেকেই তদবধি সেই পথ অবলম্বন করিয়া পারলৌকিক সুখস্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অত্যুৎকৃষ্ট ভেকাশ্রমের আদিম বিবরণ অনুসন্ধান না করিয়া কুতার্কিকেরা এই আশ্রমকে অধম জ্ঞান ও নিত্যানন্দকে উপহাস করিয়া থাকে, বস্তুতঃ তিনি কোন অংশেই উপহাসের উপযুক্ত ছিলেন না। সাধুব্যবহারে এরূপ পরম পূজ্য হইয়া ছিলেন যে অদ্যাপি তাঁহার বংশাবলী এই গৌড় দেশে বিশেষরূপ সমাদৃত ও অবাধিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি জন্মাবধি যে কোন কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে ঈশ্বরের আরাধনা কি জীবের হিত সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তদ্ব্যতীত কোন কার্য্যই করেন নাই। সেই মহাত্মার জীবনচরিত, গোস্বামীদিগের গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে তিনি যে এক অতি অসাধারণ পুরুষ জন্মিয়াছিলেন ও তাঁহাকে উপহাস করা কেবল দুরদৃষ্টের কারণ তাহা বিশেষ রূপেই প্রতিপন্ন হইতে পারে সন্দেহ নাই। আর যদি সন্ন্যাসাদি আশ্রমত্রয় যুক্তিযুক্ত এবং প্রামাণিক বলিয়া গণ-নীয় হয়, তবে তৎপ্রচারিত ভেকাশ্রমও অবশ্যই প্রামাণ্য ও ঐ সকল আশ্রমের সদৃশ সন্দেহ নাই। আর যদি সন্ন্যাসাদি আশ্রমত্রয় যুক্তিযুক্ত এবং প্রামাণিক বলিয়া গণনীয় হয়, তবে তদীয় প্রচারিত ভেকাশ্রমও অবশ্যই প্রামাণ্য ও এসকল সত্য মতের সদৃশ সন্দেহ নাই। অপিচ নেড়া, দরবেশ, কর্ত্তা-

ভজন ইত্যাদি যে সকল আধুনিক মত প্রকাশিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দেখিলে তৎপ্রকাশকদিগের প্রতি কি ঐ সকল মতে দোষারোপিত করা যায় না? কেননা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় মন্দ নহে; কামক্রোধাদি পরাজয়, হিংসা দ্বেষাদি জঘন্য মনোবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি এবং সত্যের প্রতি প্রীতি রাখিয়া কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের উপাসনা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তবে যে প্রাচীন মতের অনাদর করিয়া স্বমতের অধীন হইয়াছেন তাহাতেই বা হানি কি আছে। এই মহী-মণ্ডলে নানা দিগ্‌দেশীয় পূর্ব্বতন মহানুভব মহোদয়েরা অত্যা-শ্চর্য্য জগৎসৃষ্টি সন্দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থির করিয়া স্ব স্ব অনুভব ও বিশ্বাস দ্বারা যেমন তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা ও ভজনপ্রণালী নিরূপিত করিয়া লিপি বদ্ধ করিয়াছেন, উল্লি-খিত আধুনিক মত সকলও বোধ করি সেই প্রকারে প্রচা-রিত হইয়াছে। বাস্তবিক জগদীশ্বর যে দ্বিভুজ কি চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ কি দশভুজ, কি হস্ত পদাদি রহিত পিণ্ডাকৃতি, অথবা আকার শূন্য বিকার শূন্য মনোবুদ্ধির অগোচর পদার্থ এবং পৃথিবীর সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ও কি প্রকারেই বা সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ করিতেছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। কখনই অন্যের সাধ্য নহে; কিন্তু কোন প্রকারে, যে কোন পদার্থেই হউক না কেন সংশয় শূন্য হইয়া দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব্বক ঈশ্বরজ্ঞানে আরাধনা করিলে মানবদিগের অবশ্যই চরিতার্থ লাভের সম্ভাবনা। যেহেতু সেই বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অগোচর কিছুই নাই, তিনি জীবের মনের ভাব বুঝি-

য়াই প্রীতি প্রাপ্ত হয়েন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচীন মত যাহা বহুকাল হইতে অবিরোধে ঈশ্বরের বাক্যের ন্যায় গণ-নীয় হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে স্বস্ব দেশীয় সেই মত অবলম্বন করিয়া চলাই সকলের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, অকারণ অবজ্ঞা করায় প্রয়োজনাভাব এবং তাহা করিতে হইলে কেবল আপন আপন সমাজে তিরস্কৃত ও ঘৃণিত হইতে হয় এতাবন্মাত্র। যাহা হউক এক্ষণে উল্লিখিত আধুনিক মতাবলম্বী হীন পুরুষ-দিগের অবস্থা কিঞ্চিৎ লেখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ ভেকাশ্রম, এই আশ্রম আশ্রয়ের এক্ষণে প্রধান কারণ ব্যভিচার, মদন রাজার খাস প্রজা সকল প্রথমতঃ ছলে বলে কলে কৌশলে পরকীয় কুলকামিনীদিগের কুলকোষ হইতে কর প্রদান করিতে থাকে, রাজার প্রসন্নতায় পরস্পর প্রীতিশৃঙ্খলে বিশেষরূপে আবদ্ধ হয়, তাহাদের অবোধ গুরুজনেরা সন্ধান পাইয়া গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করিলে উভয়ে মন্ত্রণা করিয়া তাহাদের মুখে চুন কালী দিয়া, সুযোগে রজনী-যোগে দেশান্তর বা গ্রামান্তর হইয়া রাজার নিকট প্রতিপত্তি লাভ করত, নিষ্কণ্টকে মনের সুখে কালক্ষেপণ করিতে থাকে, ক্রমে সন্তান সন্ততি জন্মিয়া উদ্বাহের কাল উপস্থিত হইলে কি করেন, পরিবর্ত্তস্থল ব্যতীত ক্রিয়া করিতে হইলে পরিতাপগ্রস্ত হইতে হয় এবং সদৃশ কৌলীন্য মর্য্যাদা বিশিষ্ট পাত্র কন্যাই বা কোথায় পান যে, শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া জাতিকুল রক্ষা করেন, সুতরাং পবিত্র ভেকাশ্রম যাহাতে এক্ষণে পাত্রাপাত্র কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য হিতাহিত ইত্যাদি কোন বিষয়েরই কিছু বিবে-

চনার আবশ্যকতা রাখে না, সপরিবারে তাহাই অবলম্বন করিয়া সুরধনীর স্রোতোমিশ্রিত নদীনীরের ন্যায় হইয়া কুলীন সন্তান, অর্থাৎ যাহার পিতা পিতামহ বৈরাগী হইয়াছেন তাঁহারই সহিত পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ করিয়া পরম পবিত্র হয়েন। অপিচ কেহবা দীনদসা প্রযুক্ত ব্যয় সাধ্য কর্ম্ম পরিণয় করিতে অসমর্থ হইয়া, কেহবা পত্নীবিয়োগে প্রবীণ দশায় উদ্বাহ ঘটনা না হওয়া বিধায়, অনায়াসলভ্য পঞ্চ সীক্কায় মনোমত ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া পরম সুন্দরী বৈষ্ণবীর লোভে, কেহবা কৃষিকর্ম্মাদি জাতীয় ব্যবসায় অপারক হেতু, উদরান্ন জন্য লালায়ীত হইয়া মুষ্টি ভিক্ষা আশায় এবং কেহ কেহ স্বজনহীন জাতিহীন হইয়া মরণান্তর দাহন বহন প্রত্যাশায় হোচটে পড়িয়া পঞ্চ লাভের ন্যায় এই আশ্রম আশ্রয় করিয়া থাকেন। বস্তুতস্তু সত্বগুণাবলম্বী হইয়া ভেক আশ্রম আশ্রয় করা এক্ষণে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা হউক এইরূপ নানা প্রকার দুর্ব্বিপাক বশতঃ ভেকধারী হইয়া মনমালিন্য দূর করত প্রেমদাস, রূপদাস, স্বরূপদাস, রসিকদাস বাবাজী ইত্যাদি আখ্যা বিখ্যাত হইলে সম্পূর্ণরূপ জাত্যভিমান জন্মে, পূর্ব্ব কুল শীল কথা একবারে বিস্মৃত হইয়া কেহবা সামান্যত ব্রাহ্মণ তুল্য, কেহবা সনক সনাতন নারদাদি মহর্ষিদিগের তুল্য এবং কেহ কেহ আপনাকে দেব লোকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে পূজা প্রার্থনার ভদ্র সমীপে গতায়াত করেন।

পরন্তু অন্য অন্য জাতীয়দিগের ব্যবসার এক একটা নিয়ম আছে, পরস্পর সকলেই প্রায় তাহাই অবলম্বন করিয়া

কালক্ষেপণ করে। মহাপুরুষ বৈরাগী মহাশয়দিগের তার বিষয় কি, তাঁহাদের যেমন পঞ্চফুলে পরিপূরিত পুষ্পপাত্রের ন্যায় জাতি পদার্থ; ব্যবসায়ের বিষয়েও সেইরূপ, অর্থাৎ রূপচাঁদের চাঁদমুখ দেখিলে না করেন এমন ব্যবসায় অপ্রসিদ্ধ: কেবল ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে অদ্যাপি কাহার মুখে শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় নাই, আর স্বহস্তে কেহ হল প্রবাহ করেন না, হলপ্রবাহ করে না বটে কিন্তু হলপ্রবাহের পাকে পাকে যে পাক দিয়া ফেরেন ও কৃষকের অনৈপুণ্য দর্শনে যে এক এক বার দন্ত কিড়মিড়ি করিয়া হলধারণ করিতে উদ্যুক্ত হন, তাহাতেই তাহার ফলপ্রাপ্তি হওয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অপিচ এতদ্ব্যতিরেকেও কেহ কেহ ধনাশাবায়ু দ্বারা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া সপথ পূর্ব্বক বিচারপতিদিগের নিকট মিথ্যা কথন অপহরণ দস্যুবৃত্তি ইত্যাদি যে কত শত বৈষ্ণবোচিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশেষত এই একটী প্রধান গুণ যে, তাঁহারা বৈষ্ণবী মন্ত্রে উপাশক, বৈষ্ণবী সহস্র দোষে দূষিত হইলেও একটী অপমানের কথা জিহ্বাগ্রেও আনিতে পরেন না, বৈষ্ণবীর অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে জলগ্রহণ করেন না এবং অনুমতি হইলে বোধ করি অগাধ জলধিজলে অনায়াসেই আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, বৈষ্ণবীর বিরস বদন দেখিলে এককালে ব্রহ্মাণ্ড শূন্যময় দেখেন, আহার বিহার সুসুপ্তি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া, সেবাপরাধী হইয়া থাকিব! এই বিবেচনায় চরণতলে উপবেশন করিয়া চরণ সেবা করিতে করিতে বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা

করিতে থাকেন। সে সময়ে বৈষ্ণবী উৎফুল্ল বদনে একটী কথা কহিলে পরম প্রীত হইয়া হাসিতে হাসিতে বৈষ্ণবীর গাত্রে গলিয়া পড়েন ; মনে করেন, যেন সৌভাগ্য তাঁহার করতলস্থই হইল, বিধি বুঝি স্বহস্তে সাগর সিঞ্চিয়া অমূল্যনিধি তুলিয়া দিলেন। এবিষয়ে অধিক আর কি বলিব বৈষ্ণবীই তাঁহাদের বিষ্ণু ও তদীয় উপাসনাই বৈষ্ণবত্ব ও তৎপ্রীতির নিমিত্তই সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের যে আখড়াধারী দাড়ি রাখা বাবাজীরা আছেন তাঁহাদের চরিত্র বিষয় মনে করিতে হইলে এই মহাশয়দিগে সাধু বলিয়া ধন্যবাদ করিতে হয় সংশয় নাই।

আখড়াধারী বাবাজিদিগের বিষয়।

এই মহাপুরুষেরাও পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ ভেকাশ্রম আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইতে সম্পূর্ণই উৎসুক, কেবল গৌরাঙ্গের গৌরবের হানি হইবে বলিয়াই কোন কোন গুণে কিঞ্চিৎ ন্যূন আছেন, কিন্তু যে এক চাতুরী বিদ্যায় সুশিক্ষিত, তাহাতেই বোধ হয় তাঁহাদের অনন্তগুণ। সেই অনন্তগুণবান্ পুরুষেরা প্রায় গ্রামের এক পার্শ্বে, অথবা সন্নিহিত উদ্যান, যাহা আম জাম ও নিম নারিকেল প্রভৃতি নানাজাতি বিলাতীয় মধুরপ্রদ বৃক্ষে সুশোভিত, যাহার চতুষ্পার্শ্ব কণ্টকাকীর্ণ বনে পরিবেষ্টিত, যাহার অভ্যন্তরে সুবিমল জলে পরিপূর্ণ সোপানবদ্ধ সরোবর, যেখানে কুলকামিনীরা জলক্রীড়া করিতে সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া

থাকে, সেই স্থানে এক ক্ষুদ্র অট্টালিকা অথবা আটচালা নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করেন। ঐ গৃহের নাম আখ্‌ড়া, আখ্‌ড়ার চতুর্দ্দিগ হইতে যাতি; যুতি, মল্লিকা, মালতী, সেউতি প্রভৃতি বিকসিত পুষ্পে সুশোভিত, শ্রেণীবদ্ধ তরু সকল বায়ু সঙ্কারে সৌরভ বিস্তার করিতে থাকে; সম্মুখে এক তুলসীবেদিকা, তুলসী বেদিকার চতুষ্পার্শ্ব অতি স্বচ্ছ. অন্য দিকে আলবালে বেষ্টিত এক মাধবী লতামণ্ডপ, ঘরের অভ্যন্তরের চারিভিত প্রায় রাধাকৃষ্ণ ও গৌরনিত্যানন্দের চিত্রপটে আচ্ছাদিত, মধ্য স্থলে কাষ্ঠাসনস্থিত শ্বেতবসনে বেষ্টিত শ্বেত চন্দনে লেপিত চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি দুই তিন খানি গ্রন্থ ও তন্নিকটে শেতারাকৃতি একতারা দোতারা ও ঝঞ্ঝনি লাগান খঞ্জনি ঝুলিতে থাকে, বাহিরে নামের মালা ও নানারঙ্গের ঝোলা গোঁজে ঝোলা এবং দুই চারিটী চামড়া মোড়া মোড়া স্থানে স্থানে পড়িয়া থাকে, বাবাজীরা যে এক কৌপীন পরিধান করিয়া থাকেন দেখিলে উলাঙ্গই বোধ হয়, সেই উলাঙ্গ বেশে ছাব জোহর দ্বারা অঙ্গ সৌষ্ঠব করিয়া এক কম্বলাসনে উপবেশন পূর্ব্বক পিতল বা দস্তা নির্ম্মিত গুড়গুড়িতে গুড় গুড় শব্দে সর্ব্বদা ধূমপান করিয়া থাকেন।

পরন্তু এই বাবাজীরা আশ্রম বিপরীত কর্ম্ম বলিয়া মাল্যচন্দন অর্থাৎ পাণিগ্রহণ করেনা, কিন্তু এক এক বাবাজীর রক্ষিতা দুই তিনটী করিয়া সেবাদাসী, সেই রসকলী কাটা রসবতী অল্পবয়স্কা সেবিকাদিগের মাতায় হাত বুলাইয়া ষোড়সোপচারেই সেবাগ্রহণ করেন; পুত্রমুখারবিন্দ দেখিবার

অনুবন্ধ হইলে অসাধারণ ক্ষমতা দ্বারা অনায়াসে এক দিবসেই পরিষ্কার করেন, কাকে বকে তাহা কেহই জানিতে পারে না। বাবাজীরা যেরূপ অসম লোলুপ, তাহাতে বোধ হয় যে আহার করিতে বসিলে কেহ প্রহার করিলেও আকুচকী কণ্ঠাপর্য্যন্ত না হইলে কদাচই উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের সেবাদাসী-মধ্যে এক জন সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকিয়া পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্তা থাকেন, তদভিন্ন সকলেই প্রায় প্রত্যহ প্রভাতে রক্ত পলাণ্ডু সহিত পর্য্যুষিতান্ন সেবন করত রসকলী কাটিয়া, দন্তে মিসি মাজাঘসি ও বাসি কাপড় পরিয়া একতারা মন্দিরা প্রভৃতি যন্ত্র হস্তে করিয়া হাসিতে খুসিতে ভিক্ষার্থ গমন করেন। দৈবাধীন কোন দিন প্রত্যাগমনের কাল অতিবাহিত হইলে, বাবাজীরা, সাধ্বী স্বরূপা পত্নীবিয়োগে জনগণের যেরূপ ব্যাকুল হওয়া সম্ভব ততোধিক হইয়া ধরাসনে পড়িয়া হায় হায় করিতে থাকেন এবং সেবাদাসীর মধ্যে কেহ, 'আজ আমার শিরঃপীড়া হইবার উপক্রম হইয়াছে' বলিলে বাবাজীদের তখনই নাড়া ধরে, আস্তে ব্যস্তে শয্যা বিস্তার করত সেবাদাসীকে শয়ন করাইয়া পদসেবা করিতে নিযুক্ত হন। যে উদ্যানে অবস্থিতি করেন তাহাতে উদ্যানপতির স্বত্ব প্রায় রহিত হইয়া যায়। অর্থাৎ শাখামৃগের ন্যায় প্রতি বৃক্ষের প্রতিশাখায় ভ্রমণ করিয়া উপাদেয় ফল যাহা কিছু জন্মে সমুদায় অপহৃত করিয়া ভক্ষণ ও বিক্রয় করিয়া থাকেন। বেলাবসানে ঝোলা হস্তে করিয়া মাধবীলতার তলায় সাধু সাজিয়া বসিয়া থাকেন। অবলা কুলবালারা সেই উদ্যানমধ্যস্থ সরোবরে জলক্রীড়া

করিতে যাইতেছে দেখিলে অমনি ঝোলা ফেলিয়া কপ্‌নী খুলিয়া সম্মুখস্থ হইয়া প্রস্রাব করিতে বসেন। সেই মহাপুরুষদিগের অসাধারণ গুণের কথা অধিক কি বলিব স্থূল কথা তাঁহারা ঝোলে ঝালে অম্বে সকলেই আছেন; ছলে কলে কৌশলে সর্ব্বদা সকলের নিকট সকলেই প্রচার করিয়া থাকেন আমি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বত্যাগী মহাযোগী বাসনাশূন্য হইয়া আত্মমন একবারে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছি; কামক্রোধাদি প্রধান শত্রুচয় আমার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে; যাচ্ঞা করি না, আহার না করিলে জীবনধারণ হয় না ও জীবন ধারণ না হইলে হরিআরাধনায় পরাঙ্মুখ হইতে হয়, এই জন্যই যৎকিঞ্চিৎ যথাকালে ভোজন করিয়া থাকি এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পায় ভূত ভবিষ্যৎ সকলই দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। অপুত্রা কামিনীরা কায়মনোবাক্যে আমার নিকট কামনা করিলে অনায়াসে পুত্রের মুখ দেখিতে পায়। কুষ্ঠ শ্বাস কাশ শূল গৃহিণী প্রভৃতি মহাব্যাধি সকল এক দিনের মধ্যেই নিবৃত্ত করিতে পারি, অধিক কি আমার শরণাগত ব্যক্তিদিগে ভবযন্ত্রণামাত্রই ভোগ করিতে হয় না। সেই ভ্রষ্টাচারি বৈষ্ণবনামধারী প্রতারক পুরুষদিগের এই রূপ প্রতারণা বাক্যে প্রতীত হইয়া অনেকেই তাহাদিগকে ভক্তি করেন। বিশেষত তাঁতি তেলি তাম্বুলি সৌবর্ণবণিক গন্ধবণিক স্বীকারি কৈবর্ত্ত রাজবংশী ইত্যাদি জাতিমধ্যে যাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে উপাসক যাহাদের নিত্য নিত্য কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইয়া থাকে, উদরের চিন্তা নাই এবং যোগে যাগে দুই চারিটী অঙ্করও

লিখিতে এবং পড়িতে পারেন, সেই স্বল্পবুদ্ধি ভস্মাভিমানী পরমার্থতত্ত্বানুসন্ধানে অনুরাগিগণ ও শ্বাসকাশ শূলাদি মহা-রোগে আক্রান্ত হীনজাতি ক্ষীণমতি পুরুষেরা তাহাদিগকে পরম সাধু জ্ঞানে প্রত্যহ দুই সন্ধ্যা গিয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত প্রণত হইয়া গলকৃতবাসে এক পার্শ্বে বসিয়া থাকেন। তখন বাবাজীরা মনে মনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপনা-দিগের সাধুতা ও পাণ্ডিত্য বিশেষরূপে অবগত করাইবার জন্য অন্য কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া কখন মহর্ষিদিগের ন্যায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকেন, কখন বা গ্রন্থ খুলিয়া পাত উলুটিয়া নেত্রনীরে ভাষিতে থাকেন; সমাগত ব্যক্তি-দিগের প্রতি এক বার দৃষ্টিপাতও করেন না। এই প্রকারে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে যখন দেখেন, আমাকে ইহা-দের মহাপুরুষ বলিয়া বিশেষ ভ্রান্তি জন্মিয়াছে সংশয় মাত্র নাই, এক্ষণে যাহা কিছু বলিব ঈশ্বরের বাক্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া প্রতিপালন করিবে; তখন তাহাদের প্রতি নেত্র নি-ক্ষেপ করত কহেন, বাপুসকল! বোধ হয় তোমাদিগকে আরও এক দিন এস্থানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি এবং অদ্যাত দেখিতেছি। কেন, কি মনে করিয়া এ অজ্ঞান পাগলের নিকট বসিয়া রহিয়াছ? অনর্থক বসিয়া থাকায় প্রয়োজন কি? এই কথা শ্রবণে আতুরেরা আশ্বাসিত হইয়া সকাতরে কৃতা-ঞ্জলি পূর্ব্বক একে একে দণ্ডায়মান হইয়া পীড়ার বিষয় আনু-পূর্ব্বিক আবেদন করিয়া আরোগ্য লাভের প্রার্থনা করে। বাবাজীরা কহেন ছাওয়াল সকল বৃথা আমার উপাসনা কেন

করিতেছ? তোমাদিগকে এ মন্ত্রণা কে দিলে? আমি কি যোগী, কি ঋষি, তাই আমার বাক্য সিদ্ধ। তোমরা আরোগ্য হও বলিলেই আরোগ্য লাভ করিবে। কি চিকিৎসক, তাই ঔষধ প্রদানে তোমাদিগকে ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ করিব? দেখিতেছ ফকির মানুষ; আমার সকলই ফক্কিকার, খাই দাই এই খানে পড়িয়া থাকি। কিছুরই মধ্যে থাকি না, কোন অনুসন্ধান রাখি না, এই খান দিয়া ঢোল ঢাক বেজে গেলেও একবার চক্ষে দেখি না, আমার নিকট গমনাগমন করা তোমাদের বিফল, সৎবৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাও স্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্য লাভ হইবে। এই কথা বলিয়া পুঁথি খুলিয়া অধোবদনে নিস্তব্ধ বসিয়া থাকেন। তদনন্তর অবোধ আতুরেরা হতাশ হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিষণ্ণ বদনে বিনতি পূর্ব্বক সহস্র কথা কহিলেও আর একটি কথার উত্তর করে না, যেন গ্রন্থের ভাবনীরে একবারে ডুবিয়া গিয়াছেন; বাহ্য জ্ঞান মাত্র নাই; তৎকালীন এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন। অগত্যা তাহারা অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া চিন্তিত চিত্তে ভবনাভিমুখে পদ সঞ্চালন করিলে বাবাজীদের সুশিক্ষিতা সেবাদাসীরা সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়া অতি আস্তে বলেন, তোমাদিগকে একটী কথা বলি যদি ধরিয়াছ, তবে ছেড়ো না। তোমাদের কষ্ট দেখে আমার মনে বড় দুঃখ হয়েছে, এই জন্য ঈশারায় এক কথা বল্লেম।

চতুরা নাগরীর এই মায়াবী বাক্যে মুগ্ধ হইয়া নির্ব্বোধ আতুরেরা এককালে তাহার পদতলে প্রণত হইয়া বিনতি পূর্ব্বক বলেন, ঠাকুরাণী! আপনি যে কথা বল্লেন, তাতে

আমারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, প্রাণান্তেও উপায়ান্তর চেষ্টা করিব না, সকল আশা ভরসা করে ঐ চরণ সার করেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করে বাবাজীকে এককথা বল্‌বেন।

উত্তর। আঃ! আস্তে আস্তে এক কথা বল্‌লেম, সেই ভাল আর কেন কথা বাড়াও, এক্ষণে চলিয়া যাও, এই বলিয়া আখ্‌ড়াভিমুখে হাত নাড়া দিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে চলিয়া যান। আতুরেরা বাটী যাইতে যাইতে পরস্পর বিবেচনা করে আমাদের প্রতি বৈষ্ণব ঠাকুরাণীর দয়া জন্মিয়াছে, যে ভাবের কথা কহিলেন তাহাতে বোধ হয় আমাদের জন্য বাবাজীকে অনুরোধ করিতে পারেন, আর তিনি অনুরোধ করিলে যে নিতান্তই ঔদাস্য করিবেন এমনও বোধ হয় না। অতএব আরও কিছু দিন এই সাধু পুরুষের উপাসনা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই যুক্তি স্থির করিয়া সকলে পূর্ব্বের ন্যায় দুই সন্ধ্যা আখ্‌ড়ার বাবাজীর নিকট গিয়া প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে বণ্টার গোরুরের ন্যায় বসিয়া থাকেন। দেখিলে বোধ হয় এরূপ ভক্তির আতিশায্য ও চিত্তের একাগ্রতা পরম পাতা পরমেশ্বরের প্রতি জন্মিলে অনতি কালেই সাক্ষাৎ হইয়া নির্ব্বাণ পদ প্রার্থনা করিলেও দিতে পারেন। কিন্তু আ-মরি! কি পরিতাপের বিষয়! ভ্রান্ত জীব সকল তাহাতে ক্ষান্ত থাকিয়া সেই অতি অশান্ত প্রতারক পুরুষদিগের আরাধনায় বৃথা আয়ুক্ষয় করিয়া থাকে। যাহা হউক এই প্রকারে আরও কিছু দিবস অতিক্রান্ত হইলে সেবাদাসীরা বাবাজীকে

বলেন, গোসাঞী! আপনাকে কএক দিনই বল্‌তেছি আপনি দাসী বাঁদীর কথা বলে গ্রাহ্য করেন না; কিন্তু প্রভু আপনার মুখেই শুনিছি, ভাল কথা যে কেহ বলুক না শুন্‌তে হয়; আহা! দেখুন দেকি এই কএকটী লোক আজ কত দিন হতে আপনার উপাসনা করিতেছে এবং কত ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আপনাকে কিছু অর্থব্যয় কি কায়িক পরিশ্রম দ্বারা ঔষধ অন্বেষণ করে দিতে হবে না, কি না গৌর বলে মুখের কথা একটা খসালে উহারা ব্যাধি হতে মুক্তি পায়, ইহাতে কেন কৃপণতা করেন, আহা কৃপা করিলে দোষ কি; আমি জানি কৃষ্ণের জীব সকলই সমান, না হয় উহারাই আপনকার গুণাগুণ বিশেষরূপ জ্ঞাত নয়। যাবলে বুঝাইবেন তাই সত্য জ্ঞান করে যাবে। কিন্তু আমরাতো সকলই জানি, আমাদের কাছেতো কিছুই ছাপা নাই! মনে করুন সেই আমদাবাজে আখ্‌ড়া থাকিতে এমন কত শত জনকে ভাল করেছেন। সেবাদাসি যা বলিলে সত্য, কিন্তু সেখানে যেমন প্রথমতঃ দুই একটী লোককে দয়া করাতে ক্রমে বহুলোকের আগমনে আমার ভজন সাধনের বিঘ্ন জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল, যে ভয়ে সেই পবিত্র স্থান পরিত্যাগ করে আমি এখানে আসিয়াছি, আবার এখানে তাই কেন ঘটাও, খাও দেও চুপ চাপ করে আপনার আখেরের কাজ কর, আর জঞ্জাল বাড়িও না। এইরূপ সম্ভ্রমবর্দ্ধক বাক্য শুনিয়া সেবাদাসী কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সকাতরে কহেন, গোসাঞী! যাই বলুন এ দাসীর অনুরোধে আপনাকে এই কএকটী

লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিতেই হইবে, কারণ উহাদের অতি-শয় যাতনা দেখে আমি আশ্বাস দিয়াছি। তবে উত্তর কালের জন্যে সাবধান হলেম; এখন উপরোধ আর কদাচ কাহারও জন্য করিব না। সেবাদাসীরা পুনঃ পুনঃ এই প্রকার বাক্-বিস্তৃত করিলে, বলেন সেবিকে! তোমরা বারম্বার অনুরোধ করিলে কথা রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু এরূপ বিশ্বাসক্ষীণ দীন-দিগকে দয়া করা আমার অসাধ্য ব্যাপার। এই কথা বলিলে সেবাদাসীরা চকিতচিত্তে গোসাঞী! কি কি? কি বল্‌লেন? ভাল করে বলুন বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। তখন নিকটে ডাকিয়া কহেন, দেখ, উহারা লোকমুখে শুনে দুই সন্ধ্যা গতা-য়াত কর্‌তেছে বটে, কিন্তু উহাদের চিত্তকানন এখন তর্ক সংশয়সমীরণ দ্বারা সতত আন্দোলিত হইতেছে। কখন মনে করে এই সাধু পুরুষের প্রসন্নতায় স্বাস্থ্য লাভ হইবে, একাগ্র চিত্তে এই মহাত্মার উপাসনা করাই কর্ত্তব্য; কখন মনে করে, না, ইনি পারিবেন না; অন্য কোন সাধু মহতের শরণাগত হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ এবং কখন কখন এমনও বিবে-চনা করে, ব্যাধি নিবারণ করা বাবাজীদিগের সাধ্য নয়, জনৈক সুবিজ্ঞ বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করানই কর্ত্তব্য।

এই রূপ যার মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই ব্যাধিমুক্তির কারণ স্থির করিয়া অকারণ চিন্তায় চিত্তার্পিত করাতে আমাকে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত দৃঢ় বিশ্বাস করা যে উহাদের সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর তাহার সম্পূর্ণরূপ বিঘ্ন হইতেছে; অতএব আমি কিরূপে উহাদের মনোরথ পূর্ণ

করিতে পারি। তুমি জ্ঞান বিশ্বাসই আমার মহৌষধ, অর্থাৎ যে একাগ্রচিত্তে আমার উপাসনা করে, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহার অভিলাষ সুসিদ্ধ করেন এই মাত্র। বাবাজীদিগের এইরূপ বক্তৃতার শেষ হইতে না হইতেই তাহাদের সেবিকারা সিহরিয়া কর্ণদ্বারে হস্তদ্বয় প্রদান পূর্ব্বক দন্তে জিহ্বা কাটিয়া বলেন, আই আই আমি এই ভণ্ডদের জন্য প্রভুর নিকট অনুরোধ করিতেছিলাম, এত কাল প্রভুর নিকটে বাস করে এখনও মানুষ চিন্তে পারিলাম না। যা হউক মেনে আজ বুঝিলাম কলির জীব অতি মূঢ়; জেনেও জানে না, শুনেও শুনে না এবং বুঝেও বুঝে না, কেবল আপন দোষেই কষ্ট ভোগ করে। এই বলিয়া আতুরদিগের প্রতি বৈরক্ত্যভাবে কহেন, তোমরা আর এখানে কেন, প্রভু যাহা বলিলেন শুন্‌লে ত? এখন স্বস্থানে গমন কর, আর তোমাদের মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা নাই। তোমরা আর এখানে গতায়াত করিয়া আমাদের স্বকার্য্যসাধনের ব্যাঘাত করিও না। অবোধ আতুরেরা চতুর বাবাজীদিগের বাচনিক তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ মনোবৃত্তি কয়েকটী, অর্থাৎ যাহা পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেরই মনে উদিত হইবার সম্ভাবনা, তাহাই শ্রবণান্তর চমৎকৃত হইয়া পরম সাধু জ্ঞান করত তাহার পদতলে পতিত ও লুণ্ঠিত হইয়া বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করে। বাবাজীরা তৎকালে তাহাদের প্রতি আর এক বার ফিরিয়াও চান না। হয় গুন গুন শব্দে গৌর-গুণগান আরম্ভ করেন, অথবা হরিনামের ঝোলা হাতে ঝোলাইয়া নিঃশব্দে বসিয়া থাকেন। রুগ্ন ব্যক্তিরা ভগ্নাশ

হইয়া পরস্পর সকলেই বিবেচনা করে, বাবাজী মহাপুরুষ, ইহাতে কিছু বিশেষ বস্তু জন্মিয়াছে, নতুবা আমাদের অব্যক্ত মনোবৃত্তি সকল কিরূপে জানিলেন! আমি যে বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হইবার মানস করিয়াছিলাম, অন্য সাধু মহন্তের শরণাগত হইতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহাত কেহই জানে না। যাহা হউক বুঝিলাম ইঁহার অগোচর কিছুই নাই, জনগণ যাহা করে, ইনি জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা তৎসমুদায় দেখিতে পান, ব্যাধি নিবৃত্ত করাত অতি তুচ্ছ বিষয়; বোধ হয় মনে করিলে সৃষ্টিস্থিতিলয় করিতেও অক্ষম নহেন। হায়! আমরা কি মুর্খ, এমন অমূল্য রত্ন যত্নপূর্ব্বক শিরোধার্য্য না করিয়া কাচভ্রমে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম! বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী যাহা বলিলেন সত্য, জীব কেবল আপন দোষেই কষ্ট পায়। যাহা হউক একমনে একধ্যানে একজ্ঞানে সাধুর উপাসনা করাই কর্ত্তব্য, যদি ব্যাধি নিবৃত্ত না হয় পরলোকেত ভাল হইবে সংশয় নাই। মনে মনে এই স্থির করিয়া তদবধি সকলেই তাঁহার পদে একবারে বিক্রীত হইয়া নিত্যই আকড়ায় অবস্থিতি করে, গৃহকার্য্য সমুদায় বিস্মৃত হইয়া যায়, প্রতিদিন প্রাণপণে আহরণ করিয়া বিবিধ ফলমূল, নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য এবং ক্ষীর শর নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় সামগ্রী সকল উপায়ন প্রদান করে, এবং পুত্র কলত্র প্রভৃতি স্বজনগণদিগের নিকট বাবাজীদের অসাধারণ গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকেও মুগ্ধ করিতে থাকে। বাবাজীরা ক্রমশঃ পরীক্ষা করিয়া যখন বিলক্ষণ রূপ জানিতে পারেন, যে বাসনাবৃক্ষে ফলোৎপাদিত

হইয়াছে, ইহাদের মনে আর সংশয় মাত্র নাই, আমাকে এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে, যাহা করিতে বলিব ঈশ্বরের বাক্যের ন্যায় প্রতিপন্ন হইবে। তখন মনে মনে পরমোল্লাসিত হইয়া কহেন, বাপা সকল। তোমাদের ব্যাধিনাশক মহৌষধ প্রাপ্ত হইতে আর অপেক্ষা নাই, অনেক দিন লাভ করিয়াছ। এক্ষণে যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছি তদনুসারে চলিলেই অনায়াসে ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে। প্রভুমুখে এই কথা শুনিবামাত্র সকলে পরমানন্দিত হইয়া যে আজ্ঞা শব্দে সম্মতি প্রকাশ করিলে বাবাজীরা বলেন, এমন কিছু কঠিন নিয়ম নয়, কেবল প্রতি- দিন ত্রিসন্ধ্যা তুলসীতরু তিন বার বা সাত বার প্রদক্ষিণ, পুরঃ- সর তন্মূলের কণিকামাত্র মৃত্তিকা তিনাঙ্গুলে রসনাগ্রে প্রদান করিয়া প্রগাঢ় ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিও, আর অন্য হইতে কেহ জিজ্ঞাসিলে হর্ষোৎফুল্লবদনে এই কথা বলিও প্রভুর প্রসাদে পীড়া প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা আছে অল্প দিনেই যাইতে পারে। দৈবাধীন কোন দিন ব্যাধি যদি প্রবল হইয়াই উঠে, তবে আপনারই ভূরি দোষ প্রকাশ করিয়া আমার গুণবাদ করিও এবং রোচক দ্রব্য মাত্রই সুপথ্য জ্ঞান করিয়া নিঃসংশয় সেবন করিও। বাপা সকল! এই সমস্ত নিয়ম রীতিমত রক্ষা করিতে পারিলে তোমরা অল্পকাল মধ্যেই অগাধ ব্যাধিজলধি হইতে উদ্ধৃত হইবে সন্দেহ নাই।

পীড়িতেরা ক্ষীণ বুদ্ধিবশতঃ ভণ্ড বৈরাগীদিগের অনা- য়াসগম্য প্রতারণা বাক্যও উপলব্ধি করিতে পারে না। সুতরাং

তাহারা প্রীত্যুৎফুল্ল চিত্তে অতি অবজ্ঞাকর আজ্ঞা সকল প্রতিপালনেও পরাঙ্মুখ না হইয়া তৎক্ষণাৎ বাবাজীর স্বরোপিত তুলসীতরু সাত বার প্রদক্ষিণ পুরঃসর তন্মূলের মৃত্তিকা ভক্ষণ করে এবং তাহাদের শ্রীচরণকুহরাজে অব্যাজে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া গ্রাম মধ্যে গমন করত শঙ্কাশূন্য চিত্তে ডঙ্কা বাজাইতে আরম্ভ করে; আনন্দের আর ইয়ত্তা থাকে না। সে সময় স্বভাবতঃ কি অন্য কোন কারণবশত যদি কাহারো ব্যাধি কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইয়া উঠে, তবেত কথাই নাই; প্রত্যুত তাহা না হইলেও বাবাজীদিগের চাতুরী কৌশলে তন্নগরবাসী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের কি অজ্ঞ কি বিজ্ঞ, কি ভদ্র কি অভদ্র প্রায় পীড়িত মাত্রই দলান্ধ হইয়া আরোগ্য অন্বেষণে সেই বৈরাগীদিগের উপাসনা করিতে থাকে। অপিচ কেহ পুত্রের কামনা, কেহ ধনের কামনা, কেহ পরমার্থানুসন্ধান, কেহবা অবশীভূতা স্ত্রীকে প্রণয় পাশে বদ্ধ করিবার জন্য এবং কেহ কেহ স্বামী সোহাগিনী হইবার অভিলাষে বাবাজীদের বাসে দুই সন্ধ্যা গিয়া বসিয়া থাকে। বাবাজীরা যদিচ সকলের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পারেন, কিন্তু মনে করিলেই পুত্রার্থিনী কামিনীদিগের কামনা সিদ্ধি করিতে পারেন। এই রূপ নানা কারণে বহু লোকের গমনাগমন হইলে বাবাজীদের আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না এবং তাঁহাদের গর্ব্বপর্ব্বতচূড়া এককালে গগনমণ্ডল স্পর্শ করে; মনে করেন আমি চতুরাগ্রগণ্য, আমার ন্যায় চাতুর্য্য শক্তি সম্পন্ন চারি যুগে আর কেহই জন্ম গ্রহণ করে

নাই, যেহেতু বিদ্যাশূন্য জ্ঞানশূন্য অতি জঘন্য পুরুষ হইয়াও কতশত জ্ঞানিদিগের আলোকময় হৃদয় তমসাবৃত করিয়াছি, সকলেই আমাকে বাঞ্ছাকল্পতরু জ্ঞান করিয়া বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত্যভিলাষে আরাধনা করিতেছে; দেবদুর্লভ দ্রব্য সকল স্বচ্ছন্দে সেবন করিতেছি, এবং এই কম্বলাসনে বসিয়া রত্ন সিংহাসনোপবিষ্ট মহীপালের ন্যায় বহু লোকের উপর আধিপত্য করিতেছি, জনগণ কদাচিৎ রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তথাপি আমার আজ্ঞা কেহই অবজ্ঞা করিতে পারে না; এক ব্যক্তি আদিষ্ট হইলে শত জন ধাবমান্ হইতেছে এবং আমার ভুক্তাবশিষ্ট মহা প্রসাদের ন্যায় উৎকৃষ্ট বোধ করিয়া ভোজন করিতেছে, সুতরাং আমি যে চতুরচূড়ামণি তাহাতে সন্দেহ কি; অথবা বুঝি যথার্থই সাধু পুরুষ জন্মিয়াছি, পরম দয়ালু শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝি যোগ্য-পাত্র বুঝিয়া ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাদি আমারই করে সমর্পণ করিয়াছেন; আমি বিতরণ না করিলে বুঝি কেহই ইহার আস্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারে না, নতুবা আমার প্রতি লোকের ঈদৃশ অনুরাগের সম্ভাবনা কি?

মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া অহঙ্কারে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠেন, কাহাকেই মানুষ জ্ঞান করেন না, বরং সকলকেই পশু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিবেদনা একবারে রহিত হইয়া যায়; তখন ব্রাহ্মণদিগকেও অসঙ্কুচিত চিত্তে পাদোদক পদরেণু প্রসাদাদি প্রদান করিতে থাকেন। অল্পমতি স্ত্রীজাতি বিশেষতঃ যুবতীরা সিদ্ধ পুরুষ

স্থানে সাধন অথবা সন্দর্শন করিতে আসিলে তাহাদের কুল-তরির কাণ্ডারি হইয়া অকুল সাগরে ভাষাইবার অভিলাষে কত প্রকার কৌশল ও কত প্রকার ছল করিয়া পরিশেষে বলেন, ভাল তোমরা কএক জন আমার নিকটে কেন, তোমাদের ভজন তো অতি সহজেই আছে, যেহেতু নারীদিগের পতি সেবাই সাধন। তোমাদের পতি বর্ত্তমান, কায় মনো বাক্যে তাহাদের সেবা করিলেই সাধনের ফল হইতে পারে; যেমন হউক পতি বটে তো, তবে যাহাদের পতি নাই, তাহারা একদিন ভজনানুরাগিণী হইয়া শরণাগত হইলে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য বটে। গোসাঞী! পতি সেবা করিলে যে পরমার্থের ফল হয় সেটা কথার কথা আমরা তা মানিনে, আমরা জানি সাধু সঙ্গ না করিলে জীবের নিস্তার নাই আর প্রভুকে সন্দর্শন করিয়াবধি আর যে কেহ সাধু আছেন, আর কাহারু শরণাপন্ন হইলে যে পরমার্থ জ্ঞান জন্মিতে পারে, সে সন্দেহও আমাদের হৃদয়ের বহির্গত হইয়াছে, এই নিমিত্ত প্রভুর চরণে আত্মা মন সমর্পণ করিয়া প্রার্থনা করি এ অধিনীদিগের কলুষাকর হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের বীজ বপন করিয়া কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। কামিনীগণ! তোমরা সকলেই বারম্বার ঐ কথাটী বল্‌তেছ বটে কিন্তু সে অতি কঠিন বিষয়, আমি বলি পারবে না, তাতে অনেক বিঘ্ন, বৃথা আশা করোনা। প্রভু যাহাই হউক সে কিরূপ তার মর্ম্ম কথা কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ কহিতে আজ্ঞা হয়, যদি কৃষ্ণপ্রেম কাহারু কপালে থাকে তবে হবে। এইরূপ নানা প্রকার কথোপকথন হইলে বাবা-

তাঁরা প্রচুর প্রমাণ দর্শাইয়া প্রতিপন্ন করেন যে, আমি রাধা-পতি কৃষ্ণ, ইত্যাকার যে জ্ঞান সেই উৎকৃষ্ট ভজন, তাহার নাম সহজ ভজন; যে হেতু তদ্দ্বারা অল্পায়াসেই কৃষ্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যিনি গুরু তিনিই কৃষ্ণ, অর্থাৎ গুরু কৃষ্ণে প্রভেদ নাই। সেই গুরু দুই প্রকার, দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষা গুরু, তন্মধ্যে শিক্ষাগুরুই প্রধান, যে হেতু তদীয় অনুকম্পায় অমূল্য ধন জ্ঞানরত্ন লাভ হয়। যে কামিনী সন্নিবিষ্ট চিত্তে গুরু কৃষ্ণ অভেদ জ্ঞানে পূর্ব্বোক্ত সহজ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে সে ইহলোকে পরম সুখ ভোগ করিয়া পরলোকে বৃন্দা-বন ধাম গমন করে, তাহাকে শারীরিক কি মানসিক যাতনা কখনই সহ্য করিতে হয় না। এই কথা শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট মাত্র অনেক যুবতীরাই আনন্দ সাগরে নিমগ্না হন। কদাচিৎ কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া কহেন, প্রভো! এরূপ ভজনপ্রণালীত কখনই শুনি নাই, বরং শুনিতে পাই পরপুরুষগতা কামিনী-দিগের কোন কালেই পরিত্রাণ নাই, অতএব জিজ্ঞাসা করি এ প্রকার সাধন করিয়া কাহারু অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে তো? হাঁ ইহাতে আর সন্দেহ কেন; যেহেতু নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় এবং রসাশ্রয়, এই পঞ্চাশ্রয়ের শেষাশ্রয় দুইটী শ্রেষ্ঠ; দেখ প্রেম হইতে আসক্তি তাহা হইতে রস, অর্থাৎ নায়ক নায়িকার সম্ভোগ, তাহা দুই প্রকার স্বকীয়া এবং পর-কীয়া, তাহাতে পরকীয়া শ্রেষ্ঠা। উক্ত উভয় সম্ভোগাশ্রিতা চিত্তশক্তি, মায়াশক্তিও জীবশক্তি; ইহাতে স্বামর্থ, সামঞ্জসা ও সাধারণী এই ত্রিবিধ রতি নির্ণীত আছে; নায়কের সুখাভি-

লাভ জন্য শৃঙ্গারের নাম স্বামার্থ, তাহার পাত্রী শ্রীমতী, পতি শ্রীপতি, ধাম শ্রীবৃন্দাবন। আত্ম ও পতির সুখার্থ শৃঙ্গারের নাম সামঞ্জস্য, পাত্রী শ্রীরুক্মিণী শ্রীলক্ষ্মী আদি, ধাম দ্বারকা এবং স্বীয় সুখাভিলাষে শৃঙ্গারের নাম সাধারণী, পাত্রী শ্রীকুব্জাদি, ধাম শ্রীমথুরা। অপর প্রেমান্তর্গত পঞ্চ ভাব, যথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, শান্তের নিষ্ঠাগুণ, দাস্যের সেবাগুণ, সখ্যের সমতা গুণ, বাৎসল্যের মমতা গুণ, মধুরের শৃঙ্গারগুণ, এবং উক্ত চারিগুণ মধুরে বর্ত্তে, দেখ শান্তের পাত্র শুক নারদ, দাস্যাশ্রয়ী হনুমান ধ্রুব প্রহ্লাদাদি, সখ্যভাবাশ্রিত অর্জ্জুন শ্রীদামাদি, বাৎসল্যভাবান্বিত নন্দ যশোদা এবং মধুরের পাত্রী শ্রীমতী রাধিকা। ইত্যবধানে জানিবা যে, পরকীয়া প্রেম শ্রেষ্ঠ অথবা শ্রীকৃষ্ণই জগৎপতি অর্থাৎ তিনি জগদীয় সমুদায়ের পতি, পতি শব্দে আর কাহাকেই বুঝায় না, তবে যে জনগণ সাধারণ মনুষ্যদিগকে পতি বলিয়া সম্বোধন করে, সে কেবল গৌরবার্থে বাস্তবিক নহে এবং যিনি গুরু তিনিই কৃষ্ণ, সুতরাং ইহাতে পরকীয়া প্রেমই বা কি রূপে সম্ভবিতে পারে।

অল্পমতি কুলবতীরা বাবাজীদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রলোভন বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করে, আহা প্রভুর কি দয়া, দুর্ভাগিনী কুলকামিনীদিগের কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত কি সুলভ উপায়ই বাহির করিয়াছেন, কি সহজ সাধনেরই প্রিয় হইয়াছেন! যে সাধনের প্রসঙ্গেই হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, না জানি তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে কি অনির্ব্বচনীয়

সুখাস্পদ হইতে পারে, কৃষ্ণ প্রাপ্তি হওয়া ও অন্য অন্য সুখ সে তো অধিকন্তু, আপাততঃ পরকীয়া সম্ভোগ যে পরমামোদজনক, যে জন্য হৃদয়পক্ষি সতত সংসার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া উড্ডীয়মান হইতে সমুৎসুক, যাহা দুরাত্মা বিনতাদিগের দৌরাত্ম্যে কোন ক্রমেই ঘটিবার সম্ভব নাই, সেই অতীব দুরারাধ্য ঘটনার অনায়াসেই সঙ্ঘটন হইতে পারে, কারণ আকড়াতে বাবাজীর নিকট পরমার্থ তত্ত্বে যাইতেছি বলিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলে কেহই আর সহসা সন্দিগ্ধ হইবে না, বরং অনেকেই ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে। অতএব এরূপ প্রমাদশূন্য প্রমোদজনক ও অনায়াসসাধ্য সাধনায় যে যুবতী পরাঙ্মুখ হইবে সে নিতান্ত হতভাগিনী। এই বলিয়া অনেক সৌভাগ্যবতী যুবতীরাই বাবাজীদিগের অনুরক্তা হইয়া একবারে জন্মের মত কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের সুখের আর পরিসীমা থাকে না; প্রায় প্রতিদিন প্রত্যূষে বহির্দেশে যাইবার উদ্দেশে গিয়াই কৃষ্ণ দর্শন করেন এবং অপরাহ্নে মনোহর বেশ বিন্যাস করত কেহবা সুস্বাদু ফলমূল লইয়া, কেহবা উপাদেয় মিষ্ট সামগ্রী ও নানাবিধ ভর্জ্জিত দ্রব্য লইয়া, কেহবা যাতি যূতী মল্লিকা মালতী প্রভৃতি সুবাসিত পুষ্পে সুগ্রন্থিত মাল্য হস্তে করিয়া এবং কেহ কেহ প্রভু আমাদের পর্ণপ্রিয় বলিয়া সুসজ্জিত তাম্বূল অঞ্চলে বান্ধিয়া রসরঙ্গিণী সব রসভরে হেলিতে দুলিতে আকড়া ধাম গমন করেন এবং উপহারাদি তাঁহাদের প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া যে এক প্রকার ভঙ্গী দ্বারা প্রণাম পূর্ব্বক তদীয় চরণ-

রেণু সেবন করেন এবং বাবাজীরা নবানুরাগিণী নবীনা নাগরীদিগের শুভাগমনে পরম আমোদিত হইয়া যে রূপ মুখ ভঙ্গি দ্বারা কৃষ্ণ তোমাদিগকে কৃপা করুন এই আশীর্ব্বচন পুরঃসর উপবেশনের অনুমতি করেন তাহা অবিকল লিখিতে লেখনী নিতান্ত অশক্তা হইল, ফলতঃ সেই ভাব যে মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক কখন অবলোকন করিয়াছেন, আমার এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা অবশ্যই তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া কৌতুকাবিষ্ট করিবে সংশয় নাই।

পরন্তু যে নারীর আগমনের কালাতীত হইলে বাবাজী-দিগের নাড়ী ছাড়িবার উপক্রম হয়, হৃদয়পক্ষী শূন্য মার্গে গমন করে, তাহার আগমনে এই রূপ সম্বোধন করেন, হেদে এখনি আমি মনে করিতেছিলাম, তবে বুঝি ব্রত সাঙ্গ হলো, কৃষ্ণপ্রেমসুধা পান না করিতেই বুঝি ক্ষুধা গেল। কেন প্রভু কি হলো, কেন এমনটা মনে করিলেন ? হয় নাই কিছু, মনে হলো তাই বল্লেম। না প্রভু সহসা এমনটা মনে হওয়ারত বিষয় নয়, অবশ্য কিছু কারণ আছে, বোধ হয় এ অধিনীর কোন অপরাধ হয়ে থাক্‌বে, যা হয় ভেঙ্গে বলুন আমি উত্তর কালেতো সাবধান হতে চাই। বাবাজী বিরক্ত হইয়া উত্তর করেন, দেখ্ দেখি এক বার গগনমণ্ডল পানে চেয়ে আর কি বেলা আছে ; তুমি মনে করেছ সহজ ভজন তবে বুঝি নিতান্তই সহজ, এতে বুঝি আর কিছুই চাইনে, প্রেমের গাছ আছে, তলায় পড়ে থাকে, কুড়ায়ে নিএ খেলেই হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা নয়, প্রেমে প্রেম চাই ; প্রেম নহিলে প্রেম হয় না,

যত্ন নহিলে রত্ন পাওয়া যায় না, এ আবার কৃষ্ণ প্রেম, এতে অনেক কাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড যার অন্তরে তার অন্তরে যেতে হবে, একি কথার কথা তাই কৃষ্ণপ্রেমে ব্রতী হয়েছি বলিলেই হলো।

বাবাজী এই রূপ বক্তৃতা করিলে তদীয় কথার পুষ্টতা হেতুক পূর্ব্বাগতা কামিনীগণ মধ্যে কেহ বলিয়া উঠেন, তা বটেইত, প্রভুত বেশ আজ্ঞা করতেছেন, যে পথে দাঁড়য়েছি তার করণ চাই, করণইত প্রেমের কারণ, করণ নইলে তো কিছুই হবে না, সদাই যদি সংসারের কাজেই থাকুন তবে আপন কাজ হয় কৈ। কেউ বলেন তোমার বোন্ ঘরে মানুষ আছে, কাজের ভাবনা ভাবতে হয় না, আমিই জানি যে একলা একেশ্বরে যা করি তাই হয় যা না করি তাই রয়, তবু দেখ বোন্ তাড়াতাড়ি করে তিন সকালে রেন্দে বেড়ে খেয়ে এসে বসে থাকি। আর যাহারা বেলাবসানে আসিয়াছে তাঁহারা উত্তর করিয়া থাকেন বোন্, আমি ঐ চরণেই বিক্রীত আছি তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং দিবা নিশি ঐ চরণতলে বসিয়া প্রভুর সেবাদাসীর ন্যায় সেবা করি এটাও নিতান্ত বাসনা বটে, কিন্তু কপাল ক্রমে ঘটে না, তবে যে বল্লে একলা একেশ্বর, তা একলা একেশ্বরে বোন্ এক প্রকার ভাল, আপন মনে যেমন বোঝে তাই করে, এইখে ডাক পুরুষের কথা মিলেছে "আছে গোরু না বয় হাল তার দুঃখ সর্ব্বকাল" তা সেটা ভাই আমাকে ঠিক ঘটেছে, সবাই আপন আপন ছেলেপিলের সোহাগ নিয়ে মত্ত, গৃহস্থালি কাজে কেউ

চায় না, এই পোড়াকপালি যে দিকে জল পড়ে সেই দিগে ছাতা ধরে, তা একবার মনে করি বলি আমিই ক্রকার জন্যে মরি. মাটির ভাঁড় একটা বিটী আছে আজি বৈই কাল্ মর মানুষ সে নিয়ে যাবে, তবেইত নিশ্চিন্ত, দুর হউক আর ভুতুপাটুনি খাটবো না. আবার কি ছাই মন পোড়া মনের গতিকেই দুঃখ পাই, থাকতে পারিনে সকল দিগে চাইতে হয়! যা হউক আজ প্রভুর কথায় চৈতন্য হলো, কাল হইতে মলেও আর হেঁসেলে ঢুকবো না আলগা আলগা বেড়াব পুরুষদের খাওয়া হতে হতেই আমি হাতে তাতে ধরে আঁচাতে বেরয়ে চলে আসবো আর কোন দিগে চাইব না. এতে ভাত পাই ভালুই না পাই তাইবা কি গৌরাঙ্গের সেবা দাড়াবো! ছার পেটের নিমিত্তে আর ভজন ভুলবো না। অনেক কাল এইরূপ শিষ্টালাপ হইলে ভজন আরম্ভ হয়।

যথা গীত। গায়ক বাবাজী। গৌর এবার চাইতে হবে। গৌর দীনদয়াময় দিন বয়ে যায় দীনের দিন কি এমনি যাবে! এখনও তোর ঘুম ভাঙ্গে নাই ঘুমের ঘোর আছে। ও তোর অঙ্গের মধ্যে পথে পথে নিদ্রাকর্ষণ করেছে। নিদ্রাবশে রইলি ভুলে চেতন হবি আর কোন্ কালে চেয়ে দেখ তোর পদকমলে সিন্দ কাটার যোগাড় করেছে। ১।

মানুষ ধরে কর সাধনা। মনি ধনের ভাগী সবাই. সে ধনের কেউ ভাগ লবে না। বিদ্যা যেমন রত্ননিধি, সে ধনের কেউ নয় বিবাদি, খাদি কি কারে করবে চান্দি, রাঙ্গ থাকতে হবে সোনা। ২। ইত্যাদি।

পরন্তু ভক্তগণ এই সকল গীতের যথার্থ ভাব লাভ করিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইবেন তার বিষয় কি, ভাবগ্রহ না হওয়াই তাঁহাদের প্রীতির প্রতি প্রধান কারণ। অর্থাৎ তাঁহাদের বোধাতীত হইলেই বিবেচনা করেন তবে ইহাতে নিগূঢ় রসই আছে। এই মনে করিয়া বাবাজীদিগের গীতধ্বনি শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট মাত্রই একবারে প্রেম ভরে টলমল করিয়া উঠেন, আনন্দের পরিসীমা থাকে না, অজস্র তাহাদের নেত্র দিয়া পুলকাশ্রু বিনির্গত হইতে থাকে। এই প্রকার গীত সমাধা হইলে গ্রন্থ পাঠ হইয়া থাকে। গ্রন্থ পাঠে কেহ অনুবোধ করিলে দৃষ্টির প্রতি দোষারোপ করিয়া সে বিবাদে উদ্ধার হন। বাবাজীরা প্রায় স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতে পারেন না তাঁহাদের যে দুই এক জন ভদ্র বংশীয় ভক্ত জুটেন প্রভুর নিকট আদিষ্ট হইয়া তাঁহারাই গ্রন্থ পাঠ করেন এবং তাঁহারাই আকড়া লোকাকীর্ণ করিবার এক প্রধান কারণ, অর্থাৎ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াই অনেকে গমনাগমন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যা আবার ততোধিক। কোনতে গাচে গ্রন্থ আবৃত্তি করিতে পারেন এই মাত্র। অর্থের কথা উপস্থিত হইলে প্রায়ই অনর্থ গোল করিয়া মারেন, কথঞ্চিৎ দুই একটী ভাষা কবিতার ভাবোপলব্ধি হইলে প্রতিপত্তি লাভের প্রত্যাশায় পরমাহ্লাদিত হইয়া সেই কথাটীর পুনঃ পুনঃ আলোচনা করেন এবং কখন কখন কোন লোকে সন্দিগ্ধ হইয়া সেই বিদ্যাশূন্য বাবাজীদিগকে গুণিগণাগ্রগণ্য জ্ঞান করত জিজ্ঞাসা করেন গোসাঞী! এ কথাটার যে ভালরূপ ভাবগ্রহ হইল না।

বাবাজীরা বলিতে পারেন তো ভালুই, নতুবা আহা, আমরি মরি, কি ভাবই প্রকাশ করেছেন, মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য এবং চরিত্র বিষয় কেবল কবিরাজ গোস্বামীই জানিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে নাই। এই কথা বলিয়া বলেন, ছাওয়াল! যদি এই সকল নিগূঢ় ভাবই সহসা বুঝিতে পারিবে তবে সাধু মহাত্মাদিগের সহিত তোমাদের আর প্রভেদ কি? শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন দুরূহ শ্লোকাশ্রিত নিগূঢ় ভাব সকলের উপদেশ নাই, জীব আপন গুণেই তাহার আস্বাদ গ্রহণ করে। যথা শ্লোক। একাগ্র হইয়া যেই করয়ে ভজন, নিগূঢ় রসামৃতপান করে সেই জন। তা বাপু তুমি এখনই উতলা হলে হবে কেন; এখনও তো তোমার অধিকার হয় নাই, অপেক্ষা আছে, তবে হবে, না হয় এমন নয়, চৈতন্য প্রেমে তোমার যেরূপ অনুরাগ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় অল্প কালেই চেতন পাবে সন্দেহ নাই। বাবাজীর এই কথার পর ভদ্রবংশীয় পাষণ্ডেরা উত্তর করিয়া থাকেন, আর প্রভু কেই চৈতন্যচরণে অনুরাগের চিহ্ন তো আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, আপনিই মধ্যে মধ্যে বলে থাকেন তা আমার যে অনুরাগ জন্মেছে আপনি কিসে জানিলেন? বাবাজী ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলেন, চৈতন্যচরণে যার রতি মতি হয়। দৃষ্টি মাত্রে বুঝা যায় ছাপা নাহি রয়॥ আর গৌর প্রেমে অনুরাগী হয় যেই জন। নয়ন দেখিলে তার বুঝে বিচক্ষণ॥ এত শাস্ত্র সম্মত কথা, এতো আর নস্যাৎ করিবার যো নাই, তা বাপু তুমি এত দিন পর্য্যন্ত আমার নিকট গমনা-

গমন করতেছ, এ আর বুঝতে পারবে না, এও কি কথা. আর এটাও তুমি জেন যে, জহরির নিকটে কখনই জহর ছাপা থাকে না।

এই কথা শুনিবা মাত্র ভক্তপ্রধান ভদ্র বংশীয় পামরেরা আপনাকে চরিতার্থ বোধ করত পূর্ব্ব প্রস্তাবিত কথা একবারে বিস্মৃত হইয়া আজ্ঞা ভক্তা, তা বটে, এই বলিয়া সাতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রভুর গুণানুবাদ করিতে থাকে। দৈব-বশতঃ কোন দিন ভক্তপ্রধান ভদ্রসন্তানদিগের অনাগমনে বাবাজীরা স্বয়ং গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপে অবোধ শিষ্য-দিগের মন মোহিত করেন তাহা অতি রহস্য জনক. সুতরাং কিঞ্চিৎ লিখিতে হইল। যথা, পয়ার। অসার সংসার সার গোবিন্দচরণ। বিশারদ বাবাজীরা এস্থলে সমুদয় সকারকে মকার বিবেচনা করিয়া বিকে বি ইত্যাদি পাঠ করেন, অমার মমার মার গোবিন্দচরণ। অস্যার্থঃ যিনি মমারঃ তিনি, আর যিনি অমার মমার উভয়ের বহির্ভুত তাহাকে মার, অর্থাৎ মারিয়া দূর কর আর গোবিন্দচরণের অর্থ আর ভেঙ্গে বল্‌ব না, যে বুঝেছে সে মজেছে। দ্বিতীয়। মোর প্রভুর নাম নিব কত। এস্থলে বাবাজীদিগের বিদ্যা, মোর প্রভু নামনি রকত। এই পাঠ করিয়া, আহা, আমরি মরি, মহাপ্রভুর এত ক্লেশের কথা কি ভক্তের প্রাণে সহ্য হয়, এই কথা বলিতে বলিতে নেত্রযুগল হইতে জলধারা পতিত হইতে থাকে। ভক্তগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহেন, প্রভো! যে ভাবে আপনার প্রেমসিন্ধু একবার উথলিয়া উঠিল, স্বন্ধ ত্যাস ও

অধমদিগকে কিঞ্চিৎ কহিতে আজ্ঞা হয়। বাবাজী বলিয়া থাকেন বাপু এসব দুঃখের কথা, প্রভু গৌরাঙ্গচন্দ্র অতি অল্প কালে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে যথা কালে আতপান্ন ভক্ষণ, দেশ বিদেশে ভ্রমণ, রুক্ষস্নান ইত্যাদি অতিশয় কঠোর করাতে কণা শক্তি হয়ে প্রভুর নামনি রকক্ত অর্থাৎ রক্ত নেমেছিল। এই কথা শুনিবামাত্র ভক্ত সকলে সন্তাপিত হইয়া আহা উহু মরি মরি মহাপ্রভু এতকষ্ট স্বীকার করেছিলেন তবে আমরা কোন ছার এই বলিয়া গোল করিতে থাকে। পরন্তু বাবাজীদিগের অধ্যয়নের ক্ষমতা বিষয়ক যাহা কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল, পাঠকগণ কদাচিৎ আরোপিত জ্ঞান করিবেন না, কোন এক আকড়ায় এক সত্যবাদী পুরুষ স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে উল্লিখিত কৌতুকজনক ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন।

যাহা হউক প্রতি দিন এই রূপ ভজনানুশীলনে সন্ধ্যা সমাগত হইলে ভক্তেরা প্রভুর চরণকমলে প্রণত হইয়া স্বস্বালয়ে প্রস্থান করেন। কোন কোন যুবতীর সেই এক সময়, সেই সন্ধিক্ষণ অতীত হইলে পতিত হইয়া থাকিতে হয়, সুতরাং গোলে মিশিয়া ফিরে আসিয়া আকাড়ায় ঢুকিয়া বাবাজীর মনোরথ পূর্ণ করিয়া মনের উল্লাসে চলিয়া যান।

অনন্তর এতদ্দেশে স্থানে স্থানে এক একটী নিরূপিত দিবসে যে মহোৎসব হয়, তদুপলক্ষে বৈষ্ণব নেড়া দরবেশ কর্ত্তাভজা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। সেই সময়ে তন্নিকটস্থ আকড়াধারী বাবাজীরা প্রায় সকলেই

ভক্ত বাবাজীদিগকে কহেন, বাপা লোক! এই মহোৎসবে বহু সাধু মহন্তের শুভাগমন হইবে, আমার ইচ্ছা যে এক দিন মনোহর দাসের কিঞ্চিৎ ভোগ দিয়া দশ জন সাধু সেবা করি, কিন্তু তোমরা তো জান আমার কিছুই নাই, লেঙ্গটা, তবে কি প্রকারে হতে পারে। ভক্তবৃন্দ হাস্য করিয়া বলেন, প্রভো! এক কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার ইচ্ছাত আছে; হাঁ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে নাই কি; সকলই আছে। আমরা জানি আপনার ইচ্ছাতে না হতে পারে এমন কর্ম্মই নাই। আপনি এ অধীনদিগকে অনুমতি করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকুন, দেখুন দেখি কেমন হয় কি না। এই বলিয়া তখনই সকলে সাধ্যমত সাহায্য করিতে সম্মত হয় এবং তখনই চতুর্দ্দিগে ধাবমান হইয়া প্রয়োজনীয় সমুদায় সামগ্রী ভূতের মত অনতিকালেই উপস্থিত করে। পর দিবস প্রাতে আহুত নেড়া নেড়ী ছোঁড়া ছুঁড়ি ধোমড়া ধুমড়ী কালভেকধারী ডোম হাড়ি প্রভৃতি বেস্থাচারি কদর্য্যাচারি সাধুনামধারি পুরুষ প্রকৃতিগণ আকড়ার চতুর্দ্দিগে স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া আসন পাড়িয়া উপবেশন করিলে আকড়াধারির ভক্তগণ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পরিচারকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। প্রধান পক্কেরা প্রধান পক্কদিগের নিকট গলকৃতবাসে এক পাশে পরমার্থ জ্ঞানোদ্দেশে অজ্ঞান হইয়া বসিয়া থাকেন। সাধু সকল তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভেড়াকান্ত বিবেচনা করিয়া কথাটীও কন না, মনের উল্লাসে বালিসে ঠেশ দিয়া স্বস্ব সেবা-দাসীদিগের দ্বারা সেবিত হইতে থাকেন। পরমার্থ বিষয়ক

কোন কথা জিজ্ঞাসিলে পূর্ব্বলিখিত রূপ উত্তর প্রদান করিয়াই প্রস্তাবকের মনোভিষ্ট সিদ্ধ করেন। ভক্তিমতী পতিহীনা কুলাঙ্গনাগণ প্রত্যুষে সুস্নাত হইয়া রসকলী কাটিয়া আকড়ায় গিয়া কেহ কুটনা কেহ বাটনা কেহবা জল যোগাইয়া শরীরের সাফল্য করেন; অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইলে পূর্ব্বোক্ত সাধু সকল পরমানন্দিত হইয়া "প্রেমচে কহ শ্রীরাধে" বলিয়া এক পঁক্তিতে সকলে ভোজন করিতে বসেন। ভক্তগণ পাছে সেবাপরাধ হইবে এই ভয়ে কম্পিত হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তি পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া চারিদিকে ঘুরিতে থাকেন। অশনলোলুপ সাধু সব সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন পায়সান্ন প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য ভক্তির সহিত পাইয়া পরমাহ্লাদে সেবন করত ভক্তবৃন্দের বাসনাবৃক্ষ ফলবান করিতে থাকেন, উদরীর ন্যায় উদর হইলেও উঠিতে চান না।

যখন দেখেন উদর ফাটিয়া যায়, শ্বাস প্রশ্বাস রহিত হইয়া প্রাণ বহির্গত হয় আর সয় না, তখন অগত্যাকে উঠিতে হয়, উঠিবামাত্র কি পুরুষ কি স্ত্রী কি ভদ্র কি অভদ্র কি সাধারণ কি অসাধারণ, ভক্ত মাত্রেই সেই নেড়া নেড়ীদিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া প্রত্যেকে পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া অতি যত্নে যৎকিঞ্চিৎ মুখে দিয়া মাতায় ঠেকাইয়া বস্ত্রে বান্ধিয়া বাটীতে গিয়া পুত্র কলত্রাদিকে পবিত্র করেন এবং কুষ্ঠাদি মহাব্যাধির মহৌষধ ও স্বর্গের সোপান মনে করিয়া কৌটায় পুরিয়া পেটরায় রাখেন, প্রতিদিন স্নানান্তে অগ্রে সেই মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া পরে

তিলক সেবা ও তৎপরে ইষ্টমন্ত্র দশ বার জপ, তাহা সকল দিন সকলের ঘটে না. পুত্রাদি প্রাণাতিরেক প্রিয় পাত্র মহা পীড়ায় আক্রান্ত হইলে সেই মহৌষধের উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, চিকিৎসকের সহিত আলাপও করেন না; যখন দেখেন বহু ব্যাধি একত্রিত হইয়া রসরক্তাদি ক্ষয় করতঃ শমনসদন পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছে আর বিলম্ব নাই, তখন মনে মনে এইরূপ আক্ষেপ করেন যে, এ হতভাগার অদৃষ্টে এরূপ শোকাবহ ঘটনা হওয়াতো অবশ্যই সম্ভাবিত, যেহেতু আমার বিশ্বাস কোই যদিচ সাধুদিগের মহাপ্রসাদ ব্যতীত উপায়ান্তর চেষ্টা করি নাই, কিন্তু মনেওতো করিয়াছিলাম, মন নিয়েইতো লেখা জোকা. যাহা হউক এক্ষণে লোকাপবাদ উন্মোচনের নিমিত্ত অনেক চিকিৎসক নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনা করিয়া বৈদ্য ডাকিয়া যথা সর্ব্বস্ব দিতে অঙ্গীকার করেন, তখন বৈদ্যের সাধ্য কি, স্বয়ং শিব সমাগত হইলেও আর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং এইরূপ মুর্খতা হেতুক অনেক ব্যক্তিকে অকালে কালের গ্রাসে পতিত হইতে হয়।

পরন্তু আকড়াধারি বাবাজীগণের সহজ সাধনের ব্রতে যখন বহু কামিনী ব্রতী হয়, যখন এক বাবাজী বহুজনের কামনা সিদ্ধ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া উঠেন, তজ্জন্য যখন তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাহারা ব্রত ভঙ্গ করিবার উপক্রম করে, তখন সাধু সকল মনে মনে বিবেচনা করেন, এই যুবতীরাই আমার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ. ইহাদের হইতেই

ক্ষীর স্বর নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় সামগ্রী দ্বারা রসনাকে চরিতার্থ করিতেছি, ইহাদের সন্দর্শনেই সর্ব্বদা নব নব আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং ইহাদের হইতেই আকড়ায় এত অধিক লোকের সমাগম বলিতে হইবে, যেহেতু যুবকেরা যে সকলেই আমাকে সাধু জ্ঞান করিয়া পরমার্থ চিন্তায় আগমন করে তাহা কোন ক্রমেই বোধ হয় না, তাহার মধ্যে অনেকেই দিব্যাঙ্গনা-দিগের অনুসরণ করিয়া আসিয়া থাকে সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি নবযুবতী প্রভৃতি কুলকামিনীদিগের শুভাগমন না হয় তবে তাহাদেরও আগমন পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইবে, তাহা হইলে আকড়া ভঙ্গভাবাপন্ন হইয়া দিন দিন অবসন্নই হইতে পারে, সুতরাং তাহা হইলে বহু যত্নে ও বহুদিনে স্থাপিত আধিপত্য আমার যে অনতিকালেই বিনষ্ট হইবে ও আমাকে যে পুনর্ব্বার উদরান্নের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া জলপাত্রদিগের সহিত জলপাত্র হাতে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আর এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইলে আমার জীবিত থাকাই মৃত্যু, অতএব যাহাতে এই আকাড়ার উজ্জ্বলকারিণী কামিনীদিগের আগমন পথ পরিষ্কৃত থাকে এই চেষ্টা করাই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এই মনে করিয়া রমণপ্রিয় রমণীদিগের প্রতি এই উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন যে, যদি কোন কামিনী আপন শিক্ষানাথের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি রাখিয়া আপনাকে রাধিকা জ্ঞানে অপর কোন পুরুষকে কৃষ্ণভাবে ভাবনা করে, তাহা হইলেও তাহার সহজ সাধনার ব্রত ভঙ্গ হইতে

পারে না। ইহা গোস্বামীদিগের শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তি-সিদ্ধও বটে। এই মনোমত মন্মথদমনক ভজনপ্রণালী শ্রবণে কুলটা কামিনীগণ মনে মনে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া অধোমুখে ঈশদ্ধাসিতে হাসিতে কহেন, প্রভু কি ছাই কথা বলেন কে জানে, অবলা কুলবালাদিগের প্রতি কি ভগবানের এতই দয়া যে, যে সে প্রকারে ভজন করিলেও তাঁহার প্রীতি জন্মে। কোই এমন কথাতো আর কখন কাহারু মুখে শুনি নাই, তবে আপনার মুখের বাক্য আমা-দিগকে বিশ্বাস করিতে হয় এই মাত্র; যার মন যায় করুগে৷ কিন্তু সে কর্ম্ম আমাদের নয়, প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যেন ঐ চরণে মতি থাকে। এই রূপে ভক্ত্যতিশয় জানাইয়া তদবধি কটাক্ষ শরসন্ধান দ্বারা অভিলষিত যুবকদিগের মন হরণ করিতে থাকেন। মনহারা যুবকগণ মণিহারা ফণির ন্যায় ব্যাকুল চিত্তে প্রভুদের প্রেয়সী সেবাদাসীদের শরণাগত হইয়া অভিপ্রেত ব্যক্ত করেন। কার্য্যনিপুণা সেবিকাগণ উপযুক্ত কার্য্য পাইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক সচেষ্ট হইয়া অচির-কালে তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দেন। পরম দয়ালু প্রভু সকল দেখেও দেখেন না শুনেও শুনেন না, সাধু সাজিয়া বাহিরে বসিয়া ধ্যানে থাকেন, তাহাদের গৃহমধ্যে চুলোচুলি, কিলো কিলি, হুড়াহুড়ি কত হয় তবু কথাটীও কন না। যখন বাবাজীদিগের অনুকম্পায় সেবাদাসীদের সহায়-তায় ভজন প্রভাবে ভক্তবৃন্দের এই মনোভিষ্ট সুশৃঙ্খলে সুসিদ্ধ হইতে থাকে, তখন আকাড়ার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম

সমূহের যোষাদিগের সতীত্ব রক্ষায় স্থানাভাব ক্ষণাত্তায় প্রধান রক্ষক দ্বয় একবারে পরাভূত হয়, সুতরাং তাহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকে না, মনে হইলেই নিঃশঙ্কহৃদয়ে মনোমত পুরুষের অনুসরণ করিয়া আকড়ায় গিয়া মন্মথের আরাধনা করেন, কেহ গমনবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলে একবার আকড়ায় বাবাজীর কাছে গিয়াছিলাম বলিলেই নিঃশঙ্কিত হয় আর দ্বিরুক্তি করে না। এই সুলভ উপায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে যখন বহু পুরুষ প্রকৃতির আগমন হইতে থাকে, তখন বাবাজীরা এত দিনে আকড়া আমার চিরজীবী হইল আর ক্ষয় নাই এই মনে করিয়া পরমাহ্লাদে যাবজ্জীবন ভক্তগণের মাথায় হাত বুলাইয়া কাল ক্ষেপণ করেন।

কাল প্রাপ্ত হইয়া কালদূত আসিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক কালসদনে লইয়া যাইলে তাঁহার ভক্তগণ হায়! এত দিনে আমরা অনাথ হইলাম, সুখের বাসা সুখের আশা এক বারে ভঙ্গ হইল। কে পতিতপাবন হইয়া এ পতিত জনদিগকে উদ্ধার করিবে, কেই বা মধুর ভাষে সম্ভাষণ করিয়া মন প্রাণ হরণ করিবে; কার প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া চরিতার্থ হইব, কারই বা পাদোদক পদরেণু সেবন করিয়া শরীরের সাফল্য জ্ঞান করিব। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তাঁহাদের শিক্ষানাথের মৃত দেহ সমাজ অর্থাৎ ভূগর্ভশায়ী করিবার সময়ে অনেক ভাগ্যবানই স্নান করাইয়া স্নানোদক পান ও অন্নাদি মুখে দিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক এ পরম বস্তু আর পাব না বলিয়া সেবন ও সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ তাহাতেও

আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত না হওয়াতে সেই শবের দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি পুনঃ পুনঃ চোষণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। তাঁহাদের প্রভুর বার্ত্তা কেহ জিজ্ঞাসিলে মরিয়াছেন অথবা বৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন বলেন না; বলেন কি প্রভু আমাদের বসিয়াছেন, কেহ বলেন, এ অধমকে সঙ্কেতে কহিয়া গিয়াছেন, দ্বাদশ অথবা চতুর্দ্দশ বর্ষ নিষ্কামী হইয়া ভূমিগর্ভে রহিবেন, পুনরায় উঠিয়া ভক্তবৎসল বাবাজী ভক্ত সকলকে বাঞ্ছিত দানে পরিতৃপ্ত করিবেন।

পাঠকবর্গ পূর্ব্বোক্ত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার কদাচই কল্পিত রচনা বিবেচনা করিবেন না। আমি এই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে দৃষ্ট করাতেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া এই গ্রন্থ রচিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হায়! কি আশ্চর্য্য যাহারা আপন কলত্রাদির মৃত দেহ স্পর্শ করিতেও ঘৃণা করে, কেহ মরিলে মৃত ব্যক্তির বংশে যে কেহ যেখানেই থাকুক ন্যূন সংখ্যায় দশাহ আপনাকে অশুচি বোধ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি বাদ করিয়া থাকে, মৃত স্পর্শ করিলে ভিন্নজাতি ভিন্নকুল হইলেও তৃতীয় দিবস ঐরূপ অপবিত্র হইয়া থাকে, ত্রিলোক পবিত্রকারিণী সুরধূনী যাঁহার জল কুশাগ্রে স্পর্শ করিলেও সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয় স্বীকার করে, সেই জলে অঙ্গ মার্জ্জনা পূর্ব্বক বারম্বার নিমজ্জিত হইলেও যাহারা পবিত্র হইতে পারে না, সেই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা প্রতারক বৈারগীদিগের কুহকে পড়িয়া কি কুকর্ম্মই না করিতেছে।

পরন্তু ভেকধারি বৈরাগীদিগের ও তাঁহাদের ভক্ত গৃহী মহাশয়দিগের চরিত্র বিষয় সমুদায় বিস্তারিত করিয়া লিখিতে হইলে কেবল তাহাই লিখিয়া পুস্তক উপসংহার করিতে হয় আর যে রীতি ক্রমে বর্ণিত হইল তদনুসারে নেড়া দরবেশ ইত্যাদি মতাবলম্বী লোকের চরিত্র কথা লিখিতে হইলেও গ্রন্থ অত্যন্ত বাহুল্য ও বহুকাল ও বহু ব্যয়সাধ্য হয়, তবে কিছুই না লিখিয়া দুঃসাধ্য অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হওয়া গেল না, এতাবতা কিছু কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি পাঠক মহাশয়দিগের নিকট উৎসাহ পাই ও ঈশ্বরের অনুকম্পায় সুস্থ শরীর থাকিতে পাই, তবে ভরসা করি দ্বিতীয়বার বিস্তারিত রচনা পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া সকলকে কৌতুকাবিষ্ট করিতে পারিব সংশয় নাই।

নেড়ামত।

মহাত্মা নিত্যানন্দসুত বীরভদ্র, তাঁহার জ্ঞানোদয় হইলে ঈশ্বরের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে এই স্থির করেন যে, পুরুষ মাত্রেই কৃষ্ণ ও প্রকৃতি মাত্রেই রাধিকা। পিতা যে স্বতন্ত্র রাধাকৃষ্ণের অস্তিত্ব প্রতি বিশ্বাস করিয়া সকলকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন ও তাহাদের তুষ্টিতা হেতুক কঠোর তপস্যার অনুজ্ঞা দিতেছেন, সে কেবল তাঁহার ভ্রান্তি। দেহ মধ্যে যে পরমপদার্থ বিরাজিত রহিয়াছেন তিনিই আধার প্রভেদে রাধিকা এবং কৃষ্ণ। বিশুদ্ধ কর্ম্মানু-

শীলন দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করাই উপাসনা, উপবাসাদি করিয়া পরমাত্মাকে ক্লেশ দেওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বুভুক্ষা হইলেই ভোজন করিবে, তাহাতে কালাকাল নাই, নিদ্রাবেশ হইলেই কোমল শয্যায় শয়ন করিবে এবং শাস্ত্র-সম্মত এক প্রকৃতি সঙ্গ করিবে, এবম্বিধ প্রকারে চলাই মনুষ্য-দিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তদনুসারে চলিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দচন্দ্র পুত্রকে স্বমতাবলম্বী করিবার মানসে অনেক উপদেশ দিয়া যখন দেখিলেন অরণ্যে রোদন করা হইল, বীরভদ্র কোন ক্রমেই তাঁহার উপদেশের অনুসরণ করিলেন না, তখন সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া ধর্ম্ম-চ্যুত সন্তানের আর মুখাবলোকন করিব না বলিয়া ত্যাজ্য করিলেন। বীরভদ্রও সেইরূপ ক্রোধপরবশ হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরভূম গিয়া বসতি করিলেন। যে স্থানে বীরভদ্র গিয়া বাস করাতেই তৎকালীন বীরদেশ ও এক্ষণে বীরভূম নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। যাহা হউক তৎপরে পিতার প্রতি দ্বেষ বুদ্ধিতে বিবেচনা করিলেন জনক মহাশয় যেমন ভেকাশ্রমের সৃষ্টি করিয়া বহু শিষ্যে পরিবৃত ও আরা-ধিত হইয়া দেশে বিখ্যাত হইয়াছেন, আমারও স্বমত সংস্থাপন পূর্ব্বক সেই রূপ হওনের যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই মনে করিয়া সর্ব্বদা সাধারণ ব্যক্তিদিগের নিকট আপন মত প্রচার করিতে লাগিলেন। অল্পবুদ্ধি মানবগণ সেই কথায় দৃঢ় বিশ্বস্ত হইয়া তন্মতাবলম্বী হয়; অর্থাৎ পুরুষমাত্রেই কৃষ্ণ ও প্রকৃতি মাত্রেই রাধিকা, বিশুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা আত্মাকে

চরিতার্থ করাই ধর্ম্ম ইত্যাদি নিয়ম নিয়মিতমত প্রতিপালন করে এবং বীরপুরুষ বীরভদ্রকে পরম জ্ঞানী জ্ঞান করিয়া অবিচলিত ভক্তিদ্বারা পরিতুষ্ট করে। বীরভদ্র ভক্তদিগের উপর প্রভুত্ব করিয়া পরম সুখে জীবিতকাল অতিবাহিত করিয়া যোগ্য স্থানে গমন করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার মতের মাথা না থাকায় অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করাতে নেড়া মত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। এক্ষণে সেই নেড়ামতাবলম্বী ব্যক্তি সকল তদীয় অভিপ্রেত বিলুপ্ত করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া যে যে প্রকার কদর্য্য ব্যবহার করিতেছে তাহা বিস্তারিত আর কি লিখিব, আকড়াধারী বাবাজীদিগের ন্যায় সমুদায়ই, অধিকন্তু তাঁহারা আপন আপন নেড়ী লইয়া যেরূপ বিহার করিয়া থাকেন তাহা পুস্তকে লেখা যায় না।

দরবেশ মত।

সংস্কৃত পারস্য এবং গৌড়ীয় ভাষায় অতি সুপণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ, তাহার পূর্ব্ব নাম অনুসন্ধান করিয়া এতক অবগত হওয়া যায় নাই। গৌড় বাদসাহ তদীয় পাণ্ডিত্য ধার্মিকতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়া নাম দরিফ খাস রাখেন; নাম শুনিয়া অনুমান হয় তাঁহার সনাতন ধর্ম্মেরও ব্যাঘাত করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক দরিফ খাস মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া অসাধারণ বুদ্ধি বিচক্ষণতা দ্বারা অতি দূর বিস্তৃত রাজ্য

নখ দর্পণের ন্যায় করিয়া বাদসাহের উচ্চসম্মান রক্ষা পূর্ব্বক অতি সুশৃঙ্খলে রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ঐ সময়ে দণ্ডধারী শ্রীগৌরাঙ্গ বহু শিষ্য সহিত মালদহের সংলগ্ন রামকেলী নামক স্থানে গিয়া কিয়দ্দিন অবস্থিতি করেন। দরিফখাস তদীয় লোকাতীত রূপ, ঐশ্বরিক শক্তির কথা পরম্পরায় শুনিয়া বিস্ময়যুক্ত ও দর্শনোৎসুক হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় আলাপে দরিফ খাসের হৃদয়ে ঔদাসীন্য জন্মে, সে দিবস অবনীশ্বরের আবাসে পুনরাগত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু রাজ সম্পর্কীয় কি সাংসারিক কোন কার্য্যে আর ব্যাবৃত হন নাই, অনতি কাল মধ্যেই সাংসারিক মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। ফলতঃ সে যাত্রায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বাদসাহ দূত দ্বারা ধৃত ও আনীত করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি কারাবদ্ধ হইয়া পিঞ্জররক্ষিত পক্ষীর ন্যায় অনুক্ষণ পলায়নের নিমিত্ত সচেষ্টিত থাকিয়া কিছু দিবস পরেই সে অভিলাষ সুসিদ্ধ করেন, অর্থাৎ দৌবারিকের করে উৎকোচ স্বরূপ কতক গুলিন স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করতঃ অতি সংগোপনে দরবেস অর্থাৎ ফকিরের বেশ ধারণ পূর্ব্বক চলিয়া যান এবং অনুসন্ধান দ্বারা পবিত্র ক্ষেত্র কাশিধামে যে বাটিতে গৌরাঙ্গ গিয়া তৎপূর্ব্বহইতে বিরাজমান ছিলেন ঐ ভবনের দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গচন্দ্র তাঁহাকে আগত বুঝিতে পারিয়া সন্নিহিত এক শিষ্যকে বলিলেন, দ্বারে এক পরম বৈষ্ণবের শুভাগমন হইয়াছে, সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক আমার নিকটে লইয়া আইস।

শিষ্য আজ্ঞামাত্র দ্বারদেশ হইতে আসিয়া কহিল, প্রভো! কোই দ্বারেত বৈষ্ণব দেখিলাম না, কেবল একজন দরবেশ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হা তাহাকেই লইয়া আইস। শিষ্য পুনর্ব্বার গিয়া দরিফ খাসকে অগ্রসর করিয়া আগমন করিলে পরস্পর সন্দর্শনে আনন্দসলিলে অবগাহন করিলেন। দরিফখাস গৌরাঙ্গের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলে তিনি বিহিত অভ্যর্থনা করিয়া আপনার নিকটে বসাইলেন। দরিফ খাস উপবিষ্ট হইয়া স্বাভিপ্রেত অবগত করাইলে গৌরাঙ্গচন্দ্র পরমাহ্লাদিত হইয়া পর দিনেই তাঁহাকে দণ্ড গ্রহণ করাই তাঁহার নাম সনাতন গোস্বামী রাখিলেন। পরন্তু জ্ঞানার্ণব সনাতন গোস্বামী যে দরবেশের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইটিই দরবেশ মতের আদি কারণ, অর্থাৎ তিনি কি জন্য সেই বেশ ধরিয়াছিলেন তাহার কারণানুসন্ধান না করিয়া অল্পবুদ্ধি বশতঃ তৎকালে কোন কোন ব্যক্তি বৈরাগ্য জন্মিলে দরবেশ বেশ ধারণ করিয়াছিল। যবনের বেশ ধারণ করিয়াছিল বটে কিন্তু তাহারা সাতিশয় হরিপরায়ণ ছিল, অহরহ হরিনাম সুধাপানে রসনাকে পরিতৃপ্ত করিত। সেই প্রবাহ চলিয়া এক্ষণে সেই মতাবলম্বী লোকদিগের যেমন মুসলমানের বেশ ধারণ করা হইয়াছে, ব্যবহারও তদনুরূপ। খাদ্যাখাদ্য এবং উচ্ছিষ্ট বিচার এক বারে রহিত করিয়াছে। অধিকন্তু আমি কৃষ্ণ ও রমণী রাধিকা এই বলিয়া কেবল গর্ভধারিণী ব্যতীত সুযোগ পাইলে জাতি কুল নষ্ট না করেন এমন কামিনীই অপ্রসিদ্ধ এবং কামিনী সম্ভোগ বিষয়ক যে সকল প্রবৃত্তি

জনক কথা বলিয়া থাকেন তৎশ্রবণে শ্রবণকুহরে হস্তার্পণ করিয়া সেই পাপিষ্ঠদিগের তখনই মস্তক ছেদন করিতে ইচ্ছা না হয় এমন অহিংসক পুরুষ অতি বিরল। সুতরাং সেই সকল অতীব কুৎসিত কথা লিপিবদ্ধ করিতে লেখনী নিতান্ত লজ্জিতা হইল; অপিচ এই সকল মতের অন্তর্গত ভাবকালী, গৌরবাদী, স্বারবালী, সুরমা, স্পষ্টদায়ক, সহজিয়া, বাউল সাঁই ইত্যাদি যে কতকগুলা মত প্রচলিত হইয়াছে তাহাও এই সকল মতের অনুরূপ, বেসীর ভাগ এক একটা কথা মাত্র সুতরাং তাহা বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজনাভাব হইল।

কর্ত্তাভজা।

শকাব্দা ষোড়ষাধি ষোড়শশত বর্ষে ফাল্গুন মাসীয় প্রথম ভৃগুবারে উলা গ্রাম নিবাসী মহাদেব বারুই নামক এক ব্যক্তি স্বপর্ণক্ষেত্রে এক অষ্টম বর্ষীয় অজ্ঞাত বালক দেখিয়া যত্ন পূর্ব্বক গৃহে লইয়া গিয়া পুত্রের ন্যায় দ্বাদশ বর্ষ প্রতিপালন করে। তদনন্তর সেই বালক এক গন্ধবণিকের আবাসে দেড় বৎসর কাল অবস্থিত হইয়া পূর্ব্ব প্রদেশে গিয়া সার্দ্ধবর্ষ অবস্থানানন্তর নানা দেশে পরিভ্রমণ করে। সপ্তবিংশতি বর্ষ বয়স্ক হইলে তদীয় হৃদয়ে ঔদাস্য ভাবের উদয় হওয়াতে কোটী দেশে কৌপীন, গলদেশে খিরকা এবং সুবর্ণ বর্ণ বপু কাস্থায় আচ্ছাদিত করিয়া বেজরা গ্রামে গমন করেন। তাঁহার রূপ মাধুরী তপস্যায় অভিনিবেশ দেখিয়া ক্রমে ক্রমে

হটুঘোষ প্রভৃতি দ্বাবিংশতি জন প্রধান ভক্ত জুটে, তাহারা তাঁহাকে আউলে চাঁদ, আউলে ব্রহ্মচারি, আউলে কাঙ্গালি, বলিয়া সম্বোধন করিত। ভক্তগণ মধ্যে ঘোষপাড়া নিবাসী সৎগোপকুলোদ্ভব কৃষকপ্রধান রামশরণ পাল চাস বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিচ্ছেদে সেই আউলেচাঁদের সঙ্গে থাকিয়া অহরহ তদীয় পদারবিন্দ সন্দর্শনে নয়নের সাফল্য বোধ করিত। আউলে চাঁদের মহত্ত্ব গুণে, বা লোকেরা সৌভাগ্য বশতই হউক তাঁহার নিকট সমাগত আতুর, অন্ধ, অপুত্রকাদি অনেকের মনোরথ পূর্ণ হয়। ভক্তগণ সেই বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দর্শনে ইনি কদাচই মনুষ্য নহেন, দ্বাপর যুগের দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই করুণাকর প্রধান পুরুষ করুণাবলোকন পূর্ব্বক অস্মদাদিকে উদ্ধারিতে পুনরাগমন করিয়াছেন এই নিশ্চয় করিয়া আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যশালি জ্ঞান করিত।

পরন্তু ভক্তগণের এই বিবেচনা কেবল অজ্ঞানতা জন্যই সন্দেহ নাই, তবে তাঁহাকে ভক্তির ভাজন বলিয়া অবশ্যই নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে, যেহেতু তিনি এক জন বেদান্ত-সম্মত ব্রাহ্ম ছিলেন, জগদীয় সমুদায় হইতে নির্লেপিত হইয়া অহরহ ঈশ্বরের আরাধনায় কালক্ষেপণ করিতেন, ভক্তদিগের ভক্ত্যাতিশয়ে সন্তুষ্ট বা রুষ্ট হইতেন না, সাধন বিষয়ক কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসিলে এই মাত্র কহিতেন, যিনি জগৎকর্ত্তা তাঁহাকেই ভজন কর। বোধ হয় এই কথা ক্রমেই এই মতের নাম কর্ত্তাভজা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

যাহা হউক ষোল শত একানব্বই শকে বোয়ালিয়া গ্রামে আউলে চাঁদ লোকান্তরিত হইলে সমভিব্যাহারী অষ্ট জন শিষ্য তথায় তাঁহার কান্থা লইয়া সমাজ দিয়া করারি গ্রামে সব সমাধিস্থ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে আপন আপন আলয়ে গমন করিল, ঘোষপাড়া নিবাসি রামশরণ পাল আবাসে আসিয়া সেই কর্ত্তাভজা নূতন মত প্রচারক হইলেন, ভক্ত সকল তদীয় বাগাড়ম্বরে নিশ্চিত বিবেচনা করিল, আমাদের আউ- লেচাঁদ দেহ পরিত্যাগ করিয়া পালজীর শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, অতএব এই মহাত্মার প্রতি আমাদের সেই রূপ অনুরক্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এই বলিয়া পালজী- কেই ঈশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করিতে লাগিল এবং তাঁহার নাম কর্ত্তা রাখিল, কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বগুণে ক্রমে ক্রমে নানা স্থানে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি নানা জাতীয় বহুসংখ্যক শিষ্য হইয়া উঠে। কর্ত্তা প্রথমতঃ শিষ্যদিগে এই মন্ত্র প্রদান করেন, যথা, "গুরু সত্য" যখন দেখেন শিষ্যের বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়াছে, বিকার মাত্র নাই, তখন ষোল আনা মন্ত্র দেন, যথা, "কর্ত্তা আউলে মহা- প্রভু আমি তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমার ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি দোহাই মহাপ্রভু" এই মন্ত্র প্রকারান্তর, যথা, "কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু তোমার সুখে চলি বলি, যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নই, গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা, গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা, গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা" এই মন্ত্র প্রদান করিয়া, আর কোন মন্ত্র কদাচই মনে করিও না; এই মন্ত্র কাহারু নিকট

প্রকাশ করিও না, দশকর্ম্ম পরিত্যাগ করিও, পরস্ত্রী গমন, পর-দ্রব্যাদি হরণ, পরহত্যাকরণ এই তিন কর্ম্ম, ও মিথ্যা, কটু, অন-র্থক, প্রলাপ, এই চারিবাক্য অতি নিষিদ্ধ জানিও। পালজী এই রূপ উপদেশ দিয়া শিষ্যগণের স্বর্গারোহণের সোপান বান্ধিয়া দিয়া শমনসদনে গমন করিলে তদীয় বংশাবলী তদবধি পিতার পর পুত্র এই ক্রমান্বয়ে সেই কর্ত্তৃপদ প্রাপ্ত হইয়া শিষ্য-দিগকে আশীর্ব্বাদ ও রামশরণকে ধন্যবাদ করতঃ স্বপাটে বসিয়া পরম সুখে জীবন যাত্রা অতিবাহন করিয়া আসিতেছেন, এইক্ষণে তাঁহাদিগের আর বড় অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত সচেষ্ট হইতে হয়না, স্থানে স্থানে যে এক এক জন প্রতিনিধি নিয়ো-জিত করিয়াছেন, যাঁহাদের খ্যাতি "মহাশয়" সেই মহাশয়েরা অতি মহাশয় মানুষ, এক্ষণে তাঁহাদেরই দ্বারা প্রায় সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। না পারেন এবং না করেন এমন কর্ম্মই নাই, মনে হইলে লোকের সর্ব্বনাশ করিতে শঙ্কিত নহেন, ভূম্যধিকারীদিগের কর্ম্মচারির ন্যায় কৃষকাদি সামান্য মনুষ্য-দিগকে মন্ত্র ক্ষেত্র অর্পণ করিয়া কর সংগ্রহ করতঃ কর্ত্তার নিকটে প্রেরণ করিতে তাঁহাদের পক্ষে অতি সহজ হইয়াছে, অবলা কুলবালা ভুলান তো কথায় কথায়, কত শত পেটমোটা ঊর্দ্ধকোটাবিশিষ্ট গোটা বামুন ক্ষত্রিয়দিগেও হীনজাতি ক্ষীণ-মতি হইয়া অনায়াসে শিষ্যানুশিষ্য করিতেছেন, কত কত অতি সম্ভ্রান্ত দুরন্ত দেশ বিখ্যাত ধনশালী ব্যক্তি যাঁহারা অন্তঃপুর মধ্যে পুংজাতি পশু প্রভৃতি যাইবারও ভূয়সী প্রতিরোধ করিয়া থাকেন, যাঁহাদের প্রবল প্রতাপে দেশস্থ সমস্ত লোককে সর্ব্বদা

কম্পান্বিত থাকিতে হয়, সেই ভীষণমূর্ত্তি ভয়ানক পুরুষদিগকে "গুরু সত্য" মন্ত্র দান করত নির্ভয় হৃদয়ে অতি অশান্ত বেশে হাসিতে হাসিতে তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া নবীনাঙ্গনাদিগের কামনালতিকা ফলবতী করিতেছেন। গৃহপতি নরসিংহেরা শৃগাল হইয়া বসিয়া থাকেন, কথাটীও কন না। হায়! কি আশ্চর্য্য, তদ্দ্বারা কি তাঁহাদের নিষ্কলঙ্ক কুলরাকা কলঙ্কিত হইয়াছে না? কি পূর্ণ শশধরের ন্যায় প্রভাশালিনী রহিয়াছে? না হয় সম্মুখে কেউ কিছু না বলুক, সত্য কথা, অসাক্ষাতে বলতে ছাড়িবে কেন, কেবল যে আমরাই বলিতেছি এমন নয়, হায় কর্ত্তাভজা দলভুক্ত ব্যতীত পঞ্চম-বর্ষীয় বালক অবধি তাঁহাদের এই কুৎসিত ব্যবহার দেখিয়া কুৎসা করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। অপিচ সম্ভ্রান্ত ভক্তগণ না হয় এ পর্য্যন্তই গ্লানি স্বীকার করিয়া ভক্তির সীমা করুন, তার বিষয় কি, আবার প্রতি শুক্রবারে রজনীতে স্ত্রী, ভগিনী, গর্ভধারিণী প্রভৃতি সংসার মধ্যে যে কেউ ভাগ্যবতী থাকেন, সঙ্গে করিয়া শ্রীপাটসন্দর্শনে অর্থাৎ দুরাশয় মহাশয়দের ভবনে গিয়া থাকেন। যেহেতু ভৃগুবারে নিশাভাগে তাঁহাদের ভজনের নিরূপিত সময়। ঐ দিনে শিষ্যগণের আনন্দের সীমা থাকে না, এমন কি আহ্লাদে উদর পরিপূর্ণ হয়, ক্ষুৎ-পিপাসা কিছুই থাকে না। কত ক্ষণ দিবাকর অস্তাচলে গমন করিবেন, কতক্ষণে সন্ধ্যার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কেবল ইহাই ভাবিয়া ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যদিকে অনিমিষে চাহিয়া থাকেন। সন্ধ্যা সমাগত হইতে না হইতেই কি পুরুষ কি প্রকৃতি, কি স্বগ্রাম কি

গ্রামান্তরবাসি ভক্ত মাত্রই ক্রমে ক্রমে মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া থাকে। মহাশয়রা ভক্তবৃন্দের ব্যয় সাহায্যে আপন পত্নী ভগিনী দ্বারা অথবা অন্য কোন কুলটা কুলকামিনী দ্বারাই হউক অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করেন, ভক্তগণ ছোট বড় মধ্যম ছত্রিশ জাতি পুরুষ প্রকৃতি এক পঁক্তিতে বসিয়া পরমানন্দে সেই পবিত্রান্ন ভোজন করেন। এই তাঁহাদের ভজনের প্রারম্ভ, তদনন্তর মহাশয় যাহাকে কৃপা করেন তাকে আর কে পায়। তদ্ব্যতীত যে যে নারীর প্রতি অনুরক্ত তাহাকে লইয়া যুগল বেশে একবাসে সকলের এক শয্যায় শয়ন এইটী তাঁহাদের মুখ্য সাধন। সাধন সমাধা হইলে সকলে মিলিয়া গীত আরম্ভ করেন। এই রূপ আমোদ প্রমোদে রজনী প্রভাতা হইলে সাধু সকলে চোরের ন্যায় দলভঙ্গ হইয়া স্বস্বালয় প্রস্থান করেন। পরন্তু মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভজন প্রণালী প্রচলিত করাতেই কর্ত্তাভজা লোকের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া এই মত চিরজীবি করিবার উপক্রম করিয়াছে। এরূপ সদুপায় বাহির না করিলে অর্থাৎ আদি কর্ত্তা রামশরণের মতানুগত হইয়া চলিলে এত দিন তাঁহার এই অলৌকিক কীর্ত্তি কোন্ কালে ভস্মসাৎ হইয়া যাইত। যাহা হইক এই এক ভারি রহস্যের বিষয়, দুরাত্মা মহাশয়েরা প্রবঞ্চনা প্রতারণা করিয়া ভক্তগণের নিকট হইতে যাহা কিছু করে, সিংহের মামা ভোমবল দাসের কুহকে অর্থাৎ ঘোষপাড়া নিবাসী কর্ত্তার প্রতারণায় ভুলিয়া তৎসমুদায় তদীয় শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া থাকে।

এক্ষণে অভিনব মতানুগত মানবগণ যাঁহারা অজ্ঞান বিষে অচেতন হইয়া রহিয়াছেন, গুরু লঘু কিছুই জ্ঞান নাই, কামিনীদিগের কুল ধ্বংশ করাই যাঁহাদের কাম্য হইয়াছে, আমি সাধু ইত্যাকার জ্ঞানে যাঁহারা অহঙ্কারশিখরের শিরোভূষণ হইয়াছেন, সেই অভাজনদিগের ও তাঁহাদের ভক্ত গৃহি মহাশয়দিগের প্রতি কিঞ্চিৎ সদুপদেশ বিধান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যদি এইরূপ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা যায় তাহা হইলে দৃষ্ট করা দূরে থাকুক পুস্তকখানি স্পর্শও করিবেন না, যেহেতু তাহারা সাতিশয় পদ্যপ্রিয়, এমন কি যৎসামান্য লোকের রচিত যৎকুৎসিত পদ্য শুনিলেও ঈশ্বরের বাক্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন আর বেদ বেদান্তার্গত দর্শনাদি শাস্ত্র প্রসঙ্গ হইলেও তাহাতে কর্ণ পাত করেন না, বরং কেহ কেহ অবজ্ঞাও করিয়া থাকেন, এতাবতা কিঞ্চিৎ পদ্য লেখাই শ্রেয়স্কর হইল, যদি অনুকম্পা প্রকাশিয়া তদুপলক্ষে তাঁহারা পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত একবার পাঠ করেন তবেই পরিশ্রমের সফলতা জ্ঞান করিব।

পদ্য

ভেকধারি নেড়া কর্ত্তাভজা দরবেশ। করিব জিজ্ঞাসা কিছু কহ সবিশেষ॥ কি জন্য প্রবীণ মতে বিরত হইয়া। অভিনব মতে রত কি সুখ দেখিয়া॥ স্বর্গের সোপান কি ও মতে

গাঁথা আছে। দড়বড়ি চড়ি যাবে শ্রীহরির কাছে।। কিম্বা পুষ্পরথ আসি দাঁড়াইবে দ্বারে। স্বেচ্ছামতে চড়ে যাবে শ্রীনাথ আগারে।। কিম্বা কি প্রাচীন পথ মেরামত হীন। তাই ভাবি ভাবিয়াছ অতি সুকঠিন।। তাহে কি কণ্টকী বৃক্ষে হইয়াছে বন। মনুষ্যের সমাগম নাহি কদাচন।। সে পথে কি ভবার্ণবে নাহি পারাবার। অভিনব ঘাটেতে কি জোড়া ইষ্টিমার।। না জানি কি লাগি সবে ভ্রান্ত হয় অতি। নবপথে পদার্পণ কেন এ দুর্ম্মতি।। যাহোক তাহোক কিন্তু যুক্তিযুক্ত নয়। বিসদৃশ কার্য্য মূর্খতার পরিচয়।। তবে যদি ধরিয়াছ বুঝ তার মর্ম্ম। অর্থ বুঝে কর্ম্ম কর তবে রবে ধর্ম্ম।। বৈরাগ্যের বেশ ধর রাগে পূর্ণ দেহ। সাধু সাধু কর রব সাধু নহ কেহ।। সাধু কি করিয়া থাকে প্রকৃতির সঙ্গ। সাধু কি ধরিতে যায় কলুষ ভুজঙ্গ।। সাধু কি হইয়া থাকে লোভপরবশ। সাধু কি আপনি গায় আপনার যশ।। সাধু কি কপট ফাঁদ বিস্তৃত করিয়া। রাঁড় ভাঁড় আতুরান্ধে খায় ভুলাইয়া।। সাধু কি সুখের আশে ভ্রমে নিশি দিন। সাধু কি করয়ে কার্য্য সুযুক্তি বিহীন।। স্থির করিয়াছ বুঝি ঠিক দিয়া মনে। যাইতে হবে না কভু শমনসদনে।। যারেক না মনে কর কি হইবে পিছে। আগা গোড়া যত কও সমুদায় মিছে।। বাহিরে জানাও সবে ধার্ম্মিকের ভাব। রসকলি নাসিকার দেহময় ছাব।। ত্বকের ভিতরে টক ঠকের প্রধান। বাহিরে ধার্ম্মিক ভাব বকের সমান।। এই সব কার্য্য সাধু সমুচিত নয়। ইহ লোকে অপযশ পরলোকে ভয়।। অধর্ম্মের

জয় নাহি হয় কোন কালে। ঠেকিতেই হয় তায় বিষম জঞ্জালে॥ কর্ম্মপথ অপবিত্র যেই জন করে। ঘৃণিত হইয়া রয় সংসার ভিতরে॥ ছেলে বুড়া আদি কেহ নাহি মানে তায়। সাধুর সমাজে কভু বসিতে না পায়॥ ধর্ম্ম পথে পাতে যেই প্রতারণা জাল। একেবারে যায় তার ইহ পরকাল॥ অতেব তোমরা সব শান্ত হয়ে থাক। ধর্ম্মপথ কর্ম্ম পথ দুই পথ রাখ॥ সাধু নাম নিতে যদি সাধ থাকে মনে। সাধুর লক্ষণ কিছু শুনহ শ্রবণে॥ রাগ দ্বেষ নাই আর নাই অভিমান। সমভাবে ভাবে সবে আপন সমান॥ আমি তুমি তিনি উনি ভেদ নাই জানে। তুল্য ভাব জ্ঞানকরে মান অপমানে॥ কোন মতে কারু প্রতি নাহি করে রোষ। সোণা আর ধূলি লাভে সম পরিতোষ॥ পরনারী জ্ঞান করে জননীর প্রায়। মনের বিকার কিছু নাহি রাখে তায়॥ হৃদয়ে কখন লোভ না হয় উদয়। পরধন লোষ্টবৎ তুচ্ছ জ্ঞান হয়॥ সুপথ ভ্রমণ করি যদি প্রাণ যায়। তথাপি কুপথে কভু পদ না বাড়ায়॥ তরুতলে তৃণাসনে করিয়া শয়ন। তৃণতুল্য জ্ঞান করে এ তিন ভুবন॥ মনেতে মালিন্য নাই মলিন বসন। যাহা পায় তাহা খায় পুলকিত মন॥ কাম আদি শত্রুচয় করি পরাজয়। সদানন্দ তুল্য সদা সন্তোষ হৃদয়॥ শোক তাপ দুঃখ হৃদে নাহি পায় স্থান। যথা তথা থাকে সুখি সর্ব্বত্রে সমান॥ সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা অন্য চিন্তা নাই। সাধু সাধু সাধু সেই তার যশ গাই॥ যদ্যপি চলিতে পার উক্ত আচরণে। সাধু বলি সাধুবাদ দিবে সাধু জনে॥ জ্ঞানার্ণব জ্ঞান করি

জ্ঞানেচ্ছুক যত। দাসানুদাসের ন্যায় হবে অনুগত॥ কৃপা করি জ্ঞান তরি দিবে তাসবায়। অকূল ভবজলধি পার হবে তায়॥ যাহার নয়নপথে পতিত হইবে। প্রণত হইয়া পদে বিনতি করিবে॥ যে দেশে করিবে বাস তার অধিপতি। সৌভাগ্য মানিয়া মনে হৃষ্ট হবে অতি॥ ঐহিকে পরম সুখ ভোগে কাল যাবে। বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ পরলোকে পাবে॥

অভিনব মতাবলম্বীদিগের ভক্ত গৃহী মহাশয়দের
প্রতি উপদেশ।

সাধুসঙ্গ করিবার সাধ যার হয়, সাধু যে চিনিয়া লও তাহার আশ্রয়। সাধু বল যাহাদিগে তারা সাধু নয়। অভি-প্রেত সিদ্ধি হেতু ভাক্তে সাধু হয়॥ লঘু গুরু না বুঝিয়া লঘু গুরু জ্ঞানে। গুরু ত্যজি লঘু গুরু কর সব ক্যানে॥ গুরুকথা গুরু অতি তাহারা তা নয়। গুরু যেই গুরু সেই জানিহ নিশ্চয়॥ তবে জ্ঞানরত্নধন যে করে অর্পণ। শিক্ষাগুরু বলি তারে করি সম্ভাষণ॥ সেই গুরু পাত্র এবে দেখিতে না পাই। গুরু জ্ঞানে দিয়া দেখি লঘুই সবাই॥ টোলধারি ব্রহ্মচারি কিবা দণ্ডধারি। বিচারিয়া দেখি প্রায় সব ভ্রষ্টাচারি॥ সাধুর সদৃশ জ্ঞানগর্ভ কথা মুখে। কাজে কিছু নাহি দেখি মরি সেই দুখে॥ অহিংসা পরমোধর্ম্ম দেয় উপদেশ। কিন্তু প্রায় দেখি সব হিংসকের শেষ॥ মিথ্যাকথা বড় পাপ সকলেই কয়। কলে নাহি কর হেন নাহি সদাশয়॥ স্বদোষ গোপন গুণ ব্যক্ত করিবারে। অবিরত ফেরে সব বাজারে বাজারে॥

লোভ পরবশ হয়ে হয় পরবশ। সাধে সাধে সাধু বলে কেন হব বশ।। বিশেষ যে টোলধারি তাঁর গুণ কত। টাকাটী পাইলে মিথ্যা কন শত শত।। হয় নয় নয় হয় টাকাটীতে হয়। না জানি অধিক পেলে কিবা নাহি হয়।। দৈবাধীন কেহ যদি লঘু পাপ করি। টোলে গিয়া বলে প্রভু কিসে জানি তরি।। তখনি তাহাকে দেন চান্দ্রায়ণবিধি। সেরূপ পাপেতে নিজে লিপ্ত নিরবধি।। শরিকি বিষয় লয়ে করি গণ্ডগোল। ব্যবস্থা লইতে যদি কেহ যায় টোল।। যথার্থ হইলে তার প্রাপ্য শাস্ত্রমতে। প্রথমত বলে নাহি পাবে কোন মতে।। তদন্তর হাতে যদি টাকা দেয় ছুটি। লিখিতে তাহার পক্ষে নাহি হয় ত্রুটি।। তার পর যদি তার প্রতিপক্ষ গিয়া। সবিনয়ে তোষে তায় কিছু অর্থ দিয়া।। তারি সত্য করি স্থির ব্যবস্থা লিখিয়া। বিধিলিপি ভুলা লিপি বলে তারে দিয়া।। পরদারা হরণেও পারাঙ্মুখ নহে। পাইলে যুবতী নারী বিচার না রহে।। ইত্যাদি জ্ঞানকৃত পাপে পাপী যেই জন। কেমনে তায় সাধু বলে করিব বরণ।। সাধুবলে সে সবার লইলে আশ্রয়। প্রশ্রয় পাইবে অতি নাহিক সংশয়।। একেতো মনসা তাহে ধুনার গন্ধ পেয়ে। ফোঁস ফাঁস করি সব উঠিবে নাচিয়ে।। মন্ত্রৌষধ না মানিবে না শুনিবে হিত। আমি হর্ত্তা কর্ত্তা জ্ঞানে ঘটাবে কুরীত।। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে স্বেচ্ছাচারি হবে। পাপের ভাণ্ডারি হয়ে চির কাল রবে।। আর এক অনিষ্ট আছয়ে সম্ভাবনা। সেই ধারা মতে হবে চলিতে বাসনা।। বৈষ্ণব তাঁতির কুল দুই

কুল যাবে।। অকুল সাগরে পড়ে খাবিমাত্র খাবে।। মুখে যেমন বলে এক কাযে করে আর। সেই রূপ কদর্য্য হইবে ব্যবহার।। অতএব হিত বলি করহ শ্রবণ। সাধুবলি যার তার লও না শরণ।। সাধুর সাধুত্ব কিছু নাহি তার সাজে। বিনা সাজে সাধু হয় যদি হয় কাজে।। সুবর্ণ সদৃশ বর্ণ চম্পকের ফুল। মধুহীন বলি ঘৃণা করে অলিকুল।। কোকিল কুৎসিত অতি ব্যক্ত চরাচরে। কিন্তু সে অখিলপ্রিয় সুমধুর স্বরে।। সাধুভাব আছে যাতে সাধু বলি তায়। অসাধুরে সাধু বল অজ্ঞান বিধায়।। অতএব আর এক শুন উপদেশ। বিদ্যা লয়ে গিয়া কর বিদ্যার উদ্দেশ।। পাইলে বিদ্যার দেখা জ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞানে হবে হিতাহিত বিচার শকতি। হইলে বিচার শক্তি ভ্রান্তি যাবে দূরে। আনন্দ করিবে বাস মানসের পুরে।। ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার হইবে বাসনা। বেদজ্ঞ বিপ্রের কাছে করো উপাসনা।। ব্যবহার প্রতি তার দৃষ্টি না করিয়া। শাস্ত্রের সদর্থ অর্থ শুন মন দিয়া।। বিদ্যার প্রভাবে তাহা সহজে বুঝিবে। তার সহ আপনার যুক্তি মিলাইবে।। যুক্তি সহ যেই শাস্ত্র হইবে মিলন। তাহাকেই গুরু জ্ঞানে করিবে যতন।। তাহার প্রকৃত ভাব হৃদে জাগাইয়া। করিবে সকল কার্য্য সতর্ক হইয়া।। আশ্রমের শ্রেষ্ঠ জানি গৃহস্থ আশ্রম। পালন করহ সব তার যেই ক্রম।। অতিথি আসিলে গৃহে করিবে সৎকার। মনে যেন তার কিছু না হয় বিকার।। দারিদ্র হইয়া যদি কেহ-চাহে ধন। সাধ্যমত কিছু তারে কর বিতরণ।। বিপদ আপন্ন জনে উদ্ধার করিতে। কভু না

করিবে ত্রুটি ক্ষমতা থাকিতে।। বসন বিরহে যার শরীর উদাস। সে সময়ে তাহারে প্রদান কর বাস।। সকলের প্রতি সদা দয়া প্রকাশিয়া। ধর্ম্মের বান্দহ সেতু আকাশ জুড়িয়া।। লোভ যেন হৃদে কভু নাহি পায় স্থান। পরনারী জ্ঞান কর জননী সমান।। সকলের সহ কর প্রিয় ব্যবহার। আত্মপর কিছু তায় না কর বিচার।। সুপথ ভ্রমণ কর সত্যরূপ রথে। কখন দিও না পদ প্রতারণা পথে।। মহীতে মহত্ত্ব গুণে হইয়া মোহিত। মনের সহিত কর অহিত রহিত।। রাগ দ্বেষ পরিহরি হরি আরাধনা। করিবে হরিবে দুখ পূরিবে বাসনা।।

সমাপ্ত।